এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

২০৮বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা – ১২
ফোন ঃ ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১/৮২০৩

৩ পুরভোটের মুখেই রদবদল পুলিশে
যাদবপুর বিদ্যাপীঠে ধর্মীয় শিক্ষার পাঠ দেওয়ার প্রস্তাব ঘিরে বিতর্ক ৩

কলকাতা ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ৯ আশ্বিন ১৪৩৩ রবিবার বিংশ বর্ষ ১০৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 27.09.2026, Vol. 20 Issue No. 108, 8 Pages, Price 3.00

‘যোগীজির সঙ্গে আমি কম্পিটিশন করছি’, বার্তা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে সনাতনের ধর্মীয় ঐতিহ্য ও পরম্পরা রক্ষা করার একাধিক বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে ‘রাম শরদ কোঠারি প্রতিভা সম্মান’ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অযোধ্যার রাম জন্মভূমি আন্দোলন, দুর্গাপুজোর রীতি, সাধু-সন্তদের সম্মান থেকে শুরু করে বৃক্ষরোপণ এবং অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে একাধিক বক্তব্য সামনে আনেন তিনি। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমি যোগীজির সঙ্গে কম্পিটিশন করছি।’

১৯৯০ সালে রাম জন্মভূমি আন্দোলনের সময় অযোধ্যায় করসেবায় গিয়ে পুলিশের গুলিতে নিহত হন বাংলার দুই ভাই রাম কোঠারি ও শরদ কোঠারি। তাঁদের স্মরণ করে এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, লখনউতে তাঁদের নামে রাস্তা থাকলেও বাংলায় এখনও তাঁদের নামে কিছু নেই। তাঁর বক্তব্য, ‘রাম এবং শরদের নামে বাংলাতেও রাস্তা, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরস্কার চালু হওয়া উচিত।’ রাজ্যে দুর্গাপুজোর আয়োজন নিয়েও শনিবার নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন মুখ্যমন্ত্রী। পিতৃপক্ষে পুজোর উদ্বোধন না করার কথা জানিয়ে তিনি বলেন,‘পিতৃপক্ষে কোনও উদ্বোধন করতে দেবো না। মাতৃপক্ষে করতে হবে।’ পাশাপাশি ফের এদিন দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের রীতি নিয়েও তিনি তাঁর আপত্তির কথা জানান। তাঁর কথায়, ‘বিসর্জনে পবিত্রতা বজায় রাখতে হবে। ক্রেনে করে ঠাকুর তুলে ফেলতে দেবো না।’ এদিন বৃক্ষরোপণ নিয়েও উত্তরপ্রদেশের সঙ্গে তুলনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ‘মায়ের নামে একটি গাছ’ কর্মসূচির কথা তুলে তিনি জানান, উত্তরপ্রদেশে ২৬ কোটি গাছ লাগানোর কাজ চলছে। রাজ্যে ১০ কোটি গাছ লাগানোর লক্ষ্য নেওয়া হবে বলে জানিয়ে বলেন, ‘আমিও ১০ কোটি গাছ লাগাব। যোগীজির সঙ্গে আমার কম্পিটিশন চলছে।’

শনিবার তাঁর বক্তব্যে রাজ্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়েও সময়সীমার কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন, ‘কমিশন কাজ করছে। তিন-চার মাস লাগবে। তার পরে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি লাগু হয়ে যাবে।’ এদিন বাগেশ্বর ধামের ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রীকে নিয়ে বিতর্কের প্রসঙ্গও তোলেন তিনি। শাস্ত্রীর নিরামিষ খাওয়া নিয়ে বিতর্কের সময় কংগ্রেসের কয়েক জন নেতা তাঁর ছবি পুড়িয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন বলে অনুষ্ঠানে উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, ‘বাংলায় কোনও সন্তের অপমান হতে দেবো না।’ একই সঙ্গে তিনি রাজ্যে দেশবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়েছে বলেও জানান।

ছবি: অদিতি সাহা

তোমরা নিয়েছো বাংলা, আমরা নেব দিল্লি: মমতা

লাল-নীল না-দেখেই জোট বাঁধার ডাক

বনস্পতি দে, শ্রীরামপুর

শনিবার শ্রীরামপুরের কোর্টের মাঠে জনসভায় হাজির ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নতুন সরকারের আমলে হকার উচ্ছেদ থেকে শুরু করে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার নিয়ে অশান্তি-সহ একাধিক বিষয়ে সরব হন তিনি। বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস হারেনি, ‘জোর করে হারানো হয়েছে’। বিধানসভা নির্বাচনের পরে প্রথম রাজনৈতিক সভায় গিয়ে এমনটাই দাবি করলেন মমতা তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এসআইআর করে প্রায় ৯০ লক্ষ নাম বাদ দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে হারানো হয়েছে বলে দাবি তাঁর।

মমতার কথায়, ‘আমরা কিন্তু হারিনি। প্রথম দিন যেটা বলেছিলাম, আজও সেটাই বলছি। আমাদের জোর করে হারানো হয়েছে। এসআইআর-এর নাম করে প্রতারণা করা হয়েছে।’ এ দিন মমতার বক্তৃতায় ছিল নির্বাচন কমিশনও। মমতা বলেন, ‘আমরাই প্রথম এসআইআর-এর চুরিটা ধরেছিলাম। সুপ্রিম কোর্টেও গিয়েছিলাম। লড়াইটা করেছি। আমি মনে করি, ভ্যানিশ কুমার মাস্ট গো।’ যতদিন না মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার পদত্যাগ করবেন, ততদিন আন্দোলন চলবে বলেও জানিয়ে দেন মমতা। বিজেপিকে আক্রমণ করে মমতা বলেন, ‘আপনারা আমাদের কি হারাবেন? একটা চেয়ার দখল করেছেন জোর করে। ওই চেয়ার আমরা কেয়ার করি না। আমরা মানুষের চেয়ার কেয়ার করি। আপনার বাংলা নিয়েছেন, আমরা দিল্লি নেব।’

বিতর্কের মধ্যেই দুই কমিশনারের সঙ্গে বৈঠক জ্ঞানেশের

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বর: নির্বাচন কমিশনের অন্দরে মতপার্থক্য নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই শনিবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন দুই নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু ও বিবেক জোশী। দিল্লির নির্বাচন সদনে বিকেল ৩টেয় বসা কমিশনের ফুল বেঞ্চের এই বৈঠকে এসআইআর নিয়ে একাধিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যার মধ্যে অন্যতম এবার শুনানির জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ইআরও বা এইআরও-র দপ্তরে সশরীরে হাজির হতে হবে না। অনলাইনেই শুনানির ব্যবস্থা করা হবে।

এছাড়াও এদিন দিল্লিতে এসআইআরের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে বলেও কমিশন সূত্রে খবর। পশ্চিমবঙ্গে এসআইআরে নাম বাদ পড়া ভোটারদের জন্যও আলাদা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে বলেও সূত্রের খবর।

এমনকি এসআইআরের নোটিস হাতে পেলেই সঙ্গে সঙ্গে শুনানিতে যাওয়ার প্রয়োজন নেই বলেও জানানো হয়। পাশাপাশি শনিবারের বৈঠক ঘিরে বাড়তি নজর ছিল কমিশনের অন্দরের সাম্প্রতিক মতবিরোধের দিকেই। দু’দিন আগে একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, গত ১০ মাসে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে দুই নির্বাচন কমিশনার অন্তত ১৪ বার লিখিত আপত্তি জানান। এইক্ষেত্রে অভিযোগ, সেই আপত্তিগুলি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার গুরুত্ব দেননি। যদিও এই প্রতিবেদন প্রকাশ্যে আসার পরেই বিষয়টি নিয়ে বিরোধী দলগুলো একে রাজনৈতিক ইস্যু তৈরি করার চেষ্টা শুরু করলে তা নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়।

মমতা-বেবি ফোনালাপ, ইন্ডি-বৈঠকের তৎপরতা

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বর: জাতীয় নির্বাচন কমিশন এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি দেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো যে বিতর্ক তৈরি করার চেষ্টা শুরু করেছে, সেই চেষ্টায় শনিবার নতুন করে রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরির চেষ্টায় মাঠে নেমে পড়ল বামেরা। এদিন সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এম এ বেবির সঙ্গে ফোনে কথা বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বেবির পাঠানো একটি চিঠির জবাব দেওয়ার পরেই দু’জনের মধ্যে ফোনে কথা হয় বলে কালীঘাট সূত্রের খবর। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশন নিয়ে আন্দোলন শুরু করতে বিরোধী দলগুলিকে এক জায়গায় আনার বিষয় নিয়েই তাঁদের আলোচনা হয়। আগামী সপ্তাহে দিল্লিতে ‘ইন্ডি’ জোটের বৈঠক ডাকার ব্যাপারেও তৎপর হন মমতা।

সম্প্রতি নির্বাচন কমিশনে জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে অন্য দুই নির্বাচন কমিশনারের মতবিরোধের খবর প্রকাশ্যে আসার দাবি করা হয়। এর পরেই একে রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে দেশের বিরোধী রাজনৈতিক শিবির। তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র একধাপ এগিয়ে দিল্লির পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে এফআইআর করেন। এছাড়াও কয়েকটি বিরোধী দলও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে।

এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে বিজেপি-বিরোধী বিভিন্ন দলের নেতাকে চিঠি দেন বেবি। সেই তালিকায় মমতাও ছিলেন বলেই বাম সূত্রের খবর। চিঠির উত্তর দেওয়ার পর দু’জনের মধ্যে শুক্রবার ফোনে কথা হয়। সূত্রের দাবি, শুক্রবার নির্বাচন কমিশন নিয়ে যৌথ আন্দোলনের সম্ভাবনা এবং ‘ইন্ডি’ জোটের পরবর্তী বৈঠক নিয়েই মূলত আলোচনা হয়।

নজরে ভোট ও সংগঠন
আজ রাজ্যে নবীন-সফর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২৭ সেপ্টেম্বর, আজ দু’দিনের বঙ্গ সফরে আসছেন নীতিন নবীন। রাজ্য বিজেপি সূত্রের খবর রাজ্যের ৬ অক্টোবর হতে চলা দুটি উপনির্বাচন ও দলের সংগঠন নিয়ে রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে জরুরি বৈঠক করবেন তিনি। দু’টি বিধানসভা উপনির্বাচনের ঠিক আগে দু’দিনের বঙ্গ সফরে আসছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। আজকে রাজ্যে এসে ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনি রাজ্যে থাকবেন। সম্প্রতি দিল্লিতে আরএসএসের সঙ্গে বিজেপির সমন্বয় বৈঠকের পরেই তাঁর এই সফর।

রাজ্য বিজেপির বর্তমান সাংগঠনিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি নতুন রাজ্য কমিটির শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে একাধিক বৈঠক করবেন তিনি। নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর উপনির্বাচনের প্রচারেও তাঁর যাওয়ার সম্ভাবনা আছে বলেই

রাজ্যের গেরুয়া শিবির সূত্রের খবর। নীতিন নবীনের সফরে দলের সাংগঠনিক প্রস্তুতিই আলোচনার অন্যতম বিষয় হয়ে উঠতে হতে পারে বলেই জানা যাচ্ছে। ৪ মে-র পর রাজ্যে নতুন সরকার তৈরির পরে দল ও সরকারের মধ্যে সমন্বয় তৈরি করা, জেলা স্তরে সংগঠনের অভ্যন্তরীণ কাজকর্ম এবং আগামী দিনের কর্মসূচি নিয়েও রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর আলোচনা হবে। এর আগে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বৈঠকেও বাংলার সংগঠন ও নির্বাচনী প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা হয় বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।

লক্ষ্য দশ হাজার শাখা
৮ অক্টোবরে বঙ্গে ভাগবত

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে সাংগঠনিক কাঠামোয় বড় রদবদল আনতে চলেছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)। সেই পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতে আগামী ৮ অক্টোবর বর্ধমানে আসছেন সংঘের প্রধান মোহন ভাগবত। রাজ্যে আরএসএস-এর বর্তমানে তিনটি প্রান্ত আছে। যদিও নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী, উত্তরবঙ্গ, নবদ্বীপ, বর্ধমান, মেদিনীপুর এবং কলকাতা এই পাঁচটি ভাগে কাজ চালানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সংঘের দক্ষিণবঙ্গের প্রান্তপ্রচার প্রমুখ বিপ্লব রায় বলেন, শুধু বাংলায় নয়, গোটা দেশেই সাংগঠনিক কাঠামো বদলের পরিকল্পনা করছে সংগঠন।

বর্তমানে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৪৪টি প্রান্ত রয়েছে। সেই কাঠামোর বদলে প্রায় ১১০টি ‘সম্ভাগ’ তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। এর ফলে সংগঠনের কাজ আরও নিচু স্তরের মধ্যে ছড়িয়ে

দেওয়ার সুযোগ তৈরি হবে বলেই তাঁরা আশাবাদী। রাজ্যে এই বদলের পাশাপাশি সংঘের শাখা বৃদ্ধির লক্ষ্যও নেওয়া হয়েছে। বিপ্লবের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের মে মাসে রাজ্যে প্রায় ৫ হাজার শাখা ছিল। আগামী ১০ অক্টোবর, মহালয়ার মধ্যে সেই সংখ্যা বাড়িয়ে ১০ হাজার করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ১ থেকে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকায় জনসংযোগ ও সাংগঠনিক কর্মসূচি হবে। সেই কর্মসূচির মাধ্যমে নতুন সদস্য এবং স্বয়ংসেবকদের সংঘে যুক্ত করার পরিকল্পনাও করা হচ্ছে।

‘সন্ত্রাসীদের ফল ভুগতেই হবে’, রাষ্ট্রসংঘে শাহবাজের ভাষণের পরই তোপ ভারতের

নিউ ইয়র্ক, ২৬ সেপ্টেম্বর: রাষ্ট্রসংঘে পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ দিল্লিকে কাঠগড়ায় তুলতেই পালটা দিল ভারত। একদিকে অপারেশন সিঁদুর, অন্যদিকে সিন্ধু জলবণ্টন চুক্তি- লাগাতার নানা আক্রমণ করতে দেখা যায় শরিফকে। এরপরই শনিবার রাষ্ট্রসংঘে ভারতের পার্মানেন্ট মিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি পেটাল গেহলট হুঁশিয়ারি দিয়ে জানালেন, শরিফের মন্তব্য খুবই অদ্ভুত। কেননা ৯/১১-র ‘মাস্টারমাইন্ড’ ওসামা বিন লাদেন পাকিস্তানেই লুকিয়ে ছিলেন। সেই সঙ্গেই তাঁর হুঁশিয়ারি, সন্ত্রাসবাদীদের পরিণাম ভুগতেই হবে।

তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, ‘গত বছর আমরা দেখিয়ে দিয়েছি যে, সন্ত্রাসীদের পালিয়ে যাওয়ার বা লুকিয়ে থাকার কোনও জায়গা থাকবে না। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে নিজেদের রক্ষার অধিকার আমরা প্রয়োগ করব। আর পাকিস্তানকে তাদের জঙ্গিপনার পরিণাম ভোগ করতে হবে।’ সেই সঙ্গেই তিনি বলেন, ‘৯/১১ হামলার বর্ষপূর্তি হয়েছে সদ্য। এই হামলার মাস্টারমাইন্ড পাক সেনার নাকের ডগায় লুকিয়ে ছিল।’

উল্লেখ্য, শুক্রবার পাক সাংবাদিক জয়শংকরের উদ্দেশে প্রশ্ন করেন, ‘দক্ষিণ এশিয়া আর কতদিন নয়াদিল্লি, কাবুল, পাকিস্তান সৃষ্ট সন্ত্রাসের মুখোমুখি হবে?’ প্রশ্ন শুনে বিস্মিত ও বিরক্ত জয়শংকরের তাৎক্ষণিক জবাব ছিল, ‘আপনি ভুল মানুষকে প্রশ্নটা করছেন। আমি এমন কোনও মন্ত্রী নই যিনি উত্তরটা জানবেন। বরং পাকিস্তানের মন্ত্রীরা আপনাকে বলতে পারবেন যে কতদিন তাঁরা এই সন্ত্রাসে মদত দেওয়ার কাজটা করে যাবেন। আপনিই বলুন কতদিন পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদ পুষে রাখবেন?’ এরপর আরও বিরক্তির স্বরে জয়শংকর বলে ওঠেন, ‘একটা সন্ত্রাসবাদী দেশ আমাকে এই প্রশ্নটা করছে!’

কবাডিতে ইরান-বধ, জোড়া সোনা ভারতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার সকালটা শুরু হয়েছিল রুপোর হাত ধরে। কিন্তু দিনের শেষে সেই ভারতীয় শিবিরেই এল সোনার ঝলক। একই দিনে দুই সোনা। এশিয়ান গেমসে কবাডির মঞ্চে যেন একই গল্পের পুনরাবৃত্তি। একদিকে, এশিয়ান গেমসে ফের সামনে এল নারীশক্তির দাপট। কবাডির ফাইনালে ইরানকে ৩৭-৩৪ পয়েন্টে হারিয়ে সোনা জিতে নিল ভারতের মহিলা দল। টানটান উত্তেজনার ম্যাচে শেষ পর্যন্ত স্নায়ুর লড়াইয়ে জয় ছিনিয়ে নিয়েছেন সঞ্জু দেবীরা। তবে পিছিয়ে থাকেনি ছেলেরাও। প্রতিপক্ষও একই ইরান। দিনের শুরুতে ভারতীয় মহিলা দল ইরানকে হারিয়ে সোনা জিতেছিল। এরপর পুরুষ দলও দেখাল একই দাপট। টানটান

উত্তেজনার ম্যাচে ইরানকে ৪০-৩৪ ব্যবধানে হারিয়ে চলতি এশিয়ান গেমসে ভারতের চতুর্থ সোনা এনে দিল পুরুষ কবাডি দল।

এই জয়ে আবারও ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মুখ হয়ে উঠলেন সঞ্জু দেবী। কঠিন মুহূর্তে তাঁর পারফরম্যান্স দলকে ম্যাচে টিকিয়ে রাখে। শেষ পর্যন্ত ৩৭-৩৪ ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করে ভারতীয় মহিলা কবাডি দল। এশিয়ান গেমসে দেশের ঝুলিতে যোগ হল আরও একটি সোনা। ফাইনালের শুরু থেকেই দুই দলের মধ্যে ছিল হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। কখনও ভারত এগিয়ে যাচ্ছিল, আবার মুহূর্তের মধ্যেই ব্যবধান কমিয়ে ম্যাচে ফিরে আসছিল ইরান। ফলে শেষ বাঁশি বাজার আগে পর্যন্ত বোঝার উপায় ছিল না, কার হাতে উঠবে সোনার পদক। চাপ যত বাড়ছিল, ততই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছিল প্রতিটি রেইড এবং প্রতিটি ট্যাকল।

একসময় অবশ্য ভারতের সোনা জয়ের সম্ভাবনাই কিছুটা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। ইরান পরপর পয়েন্ট তুলে ম্যাচে নিজেদের জায়গা শক্ত করছিল। কিন্তু কঠিন পরিস্থিতিতে হাল ছাড়েননি ভারতীয় খেলোয়াড়েরা। বরং শেষ কয়েক মিনিটে আরও সংগঠিত হয়ে আক্রমণ এবং রক্ষণ; দুই বিভাগেই নিজেদের মেলে ধরেন তাঁরা।

প্রকাশিত হল
শারদীয় বসুমতী ১৪৩৩
সত্যমেব জয়তে
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মূল্য: ₹১৭০/-

প্রবন্ধ
সুদীপ ব্যানার্জী ◆ স্বামী ত্যাগরূপানন্দ ◆ তথাগত রায়
মেধা বন্দ্যোপাধ্যায় ◆ নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ◆ ড. পরেশচন্দ্র দাস

উপন্যাস
জয়ন্ত দে ◆ বিনতা রায়চৌধুরী ◆ বিপুল দাস ◆ সুদীপ ঘোষ
ভাস্কর জ্যোতি বেরা

গল্প
রজতশুভ্র মজুমদার ◆ সুমনা নাগ ◆ মৌমিতা ঘোষ
সোনালি মুখোপাধ্যায় ভট্টাচার্য ◆ মাধবী দাস ◆ অরিজিৎ চক্রবর্তী
স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায় ◆ নন্দিতা মিশ্র চক্রবর্তী

কবিতা
বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় ◆ অজিত বাইরী ◆ শ্যামলকান্তি দাশ
শ্বেতা চক্রবর্তী ◆ রবীন্দ্রনাথ সামন্ত ◆ ঋজুরেখ চক্রবর্তী
সুবীর দাস ◆ দেবাশীষ মুখোপাধ্যায় ◆ রুবাইয়া জুঁই
দেবযানী আইচ ◆ দেবারতি রায় ◆ পায়েল দেব ◆ অরিন্দম রায়
সৌমজিৎ আচার্য ◆ জয়ন্ত কুমার সাহা ◆ জয়াশিস ঘোষ ◆ মীরা বেরা ◆ দীপাশিখা পোদ্দার ◆ অর্পিতা দাস ◆ অরিজিৎ বাগচী
বাপ্পাদিত্য রায় বিশ্বাস ◆ রবীন চক্রবর্তী ◆ তমাল লাহা ◆ আশিস গিরি ◆ অর্ক সাহা ◆ যশোধরা রায়চৌধুরী ◆ নমিতা চৌধুরী
কেতকীপ্রসাদ রায় ◆ পত্রালি গুহ ◆ সুশীল মণ্ডল ◆ পঙ্কজ সাহা
সুপ্তশ্রী সোম ◆ মুক্তিপ্রকাশ রায়

সরাসরি
তসলিমা নাসরিন
চলচ্চিত্র :
প্রদীপ কুমার রায়
ভ্রমণ
কৃষ্ণা রায় ◆ পার্থ মণ্ডল
বিজ্ঞানভাবনা
প্রফেসর ড. নবব্রত ঘোষাল
স্বাস্থ্য
ডা. নারায়ণ ব্যানার্জী
সাজ
চৈতালী রায়
কমিক্স্ (সম্পূর্ণ রঙিন)
দস্যু মোহন
খেলা
স্বাগতা ঘোষ
রান্না
নূপুর সরকার
শব্দ শৃঙ্খল
বিভাংশু দত্ত
বহুবর্ণ চিত্র
সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়
পার্থপ্রতিম দেব ◆ শ্রীকান্ত গুঁই
প্রচ্ছদ : মুক্তিরাম মাইতি

ICA-D1479(9)/2026
প্রাপ্তিস্থান : বইঘর (নন্দন চত্বর) | বইঘর (কলেজ স্ট্রিট কফি হাউস)
বসুমতী কার্য্যালয়, ১৬৬, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কলকাতা—৭০০ ০১২
*ঘরে বসে পেতে যোগাযোগ করুন— 91470 52294
(*শর্তাবলী প্রযোজ্য)
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত ইং 25/09/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 22944 নং এফিডেভিড বলে আমি, Swapan Jati S/o. Brindaban Jati, সাকিম রামেশ্বরপুর, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৫২, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. B-2022: 19-02951-000139 dated 13/01/2022, D.O.B. 22/11/2021) এবং পুত্রের আধার কার্ডে (XXXX XXXX 0997) আমার পুত্রের সঠিক নাম Argho Jati-এর পরিবর্তে Argho Jathi লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া আমার পুত্রের সঠিক নাম Argho Jati লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমার পুত্র Argho Jati ও Argho Jathi S/o, Swapan Jati & Ruma Jati সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

গত ইং 25/09/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 22938 নং এফিডেভিড বলে আমি, Sekh Sabir, S/o. Abu Kalam Sekh, সাকিম রাজবংশীপাড়া, শ্রীপুর বাজার, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫১৪, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার (Sk Tabassum) জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. 62, dated 30/06/2016) আমার/কন্যার পিতার সঠিক নাম Sekh Sabir-এর পরিবর্তে Sk Sabir লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া আমার/কন্যার পিতার সঠিক নাম Sk Tabassum D/o. Sekh Sabir লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমি/কন্যার পিতা Sk Tabassum D/o. Sekh Sabir ও Sk Tabassum D/o. Sk Sabir সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত ইং 25/09/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 22937 নং এফিডেভিড বলে আমি, Sekh Sabir, S/o. Abu Kalam Sekh, সাকিম রাজবংশীপাড়া, শ্রীপুর বাজার, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫১৪, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার (Shahani Khatun) জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. 24, dated 28/02/2011) আমার/কন্যার পিতার সঠিক নাম Sekh Sabir-এর পরিবর্তে Sk Sabir লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া আমার/কন্যার পিতার সঠিক নাম Shahani Khatun D/o. Sekh Sabir লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমি/কন্যার পিতা Shahani Khatun D/o. Sekh Sabir ও Shahani Khatun D/o. Sk Sabir সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত ইং 25/09/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 22939 নং এফিডেভিড বলে আমি, Sabir Ali, S/o. Jamal Uddin Mondal, করিন্যা, বেজপাড়া, পিণ্ডিরা, বলাগড়, হুগলী-৭১২১৪৬, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার (Jenat Tasnim) জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. B-2017:19-02932-000059, dated 25/05/2017) আমার/ কন্যার পিতার সঠিক নাম Sabir Ali-এর পরিবর্তে Sk Sabir Ali লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া আমার/কন্যার পিতার সঠিক নাম Jenat Tasnim D/o. Sabir Ali লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমি/কন্যার পিতা Jenat Tasnim D/o. Sabir Ali ও Jenat Tasnim D/o. Sk Sabir Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত ইং 25/09/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 22940 নং এফিডেভিড বলে আমি, Salma Begam, W/o. Sabir Ali, D/o. Abdul Samad Sekh, করিন্যা, বেজপাড়া, পিণ্ডিরা, বলাগড়, হুগলী-৭১২১৪৬, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. 2988, dated 31/12/1996, D.O.B. 24/12/1996) আমার পিতার সঠিক নাম Abdul Samad Sekh-এর পরিবর্তে Sk Abdul Samad লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া আমার পিতার সঠিক নাম Salma Begam D/o. Abdul Samad Sekh লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমি ও আমার পিতা Salma Begam D/o. Abdul Samad Sekh ও Salma Begam D/o. Sk Abdul Samad সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত ইং 02/03/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 6926 নং এফিডেভিড বলে আমি, Amar Nath Ruidas, S/o. Ashok Ruidas, সাকিম ছোট মল্লিকপুর, হাজিপুর, ধনিয়াখালী, হুগলী-৭১২৩০২, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. B-2021: 19-02874-000025, dated 28/04/2021) পুত্রের সঠিক নাম Soujanya Ruidas S/o. Amar Nath Ruidas & Sathi Ruidas-এর পরিবর্তে Soujanya Das S/o. Amar Nath Das & Sathi Das লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া পুত্রের সঠিক নাম Soujanya Ruidas S/o. Amar Nath Ruidas & Sathi Ruidas লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমার পুত্র Soujanya Ruidas S/o. Amar Nath Ruidas & Sathi Ruidas ও Soujanya Das S/o. Amar Nath Das & Sathi Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

আমি Mamata Baidya alias Mamata Debnath, D/o- Shyamal Baidya Wo- Rabin Debnath, আমাদের কন্যার নাম Mohana Adhikary, আমার স্বামী Biswajit Adhikary সাথে আমার ডিভোর্স হয়ে যায়, তারপর আমি পুনরায় Rabin Debnath কে বিবাহ করি। আমি আমার কন্যার নাম Rai Debnath পরিবর্তন করি সমস্ত প্রয়োজনীয় প্রশংসাপত্রে এবং আমি Rai Debnath এর মাতা হিসাবে গণ্য হইতে চাই। গত ১৭.০৯.২০২৬ তারিখে ব্যারাকপুর ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট দ্বারা ঘোষণা করা হইল।

আমি শ্রীমতী সুধা ভগত, স্বামী- শ্রী নন্দ কিশোর ভগত ইংরাজী ১৩.০৭.২০১৫ তারিখে বুক IV-225/2015 নং আমমোক্তার নামা দলিল বলে এ.ডি.এস.আর. চন্দননগর রেজিষ্ট্রিকৃত ২১ নং গৌরহাটী-চাঁপদানী মৌজায় হাল ২নং দাগে হাল এল.আর. ১৪৪৬০ ও ১৪৪৬১ নং খতিয়ানে ০.৪৪ শতক সম্পত্তির মধ্য হইতে ২ কাঠা সম্পত্তি বিগত ইংরাজী ০৫.০৬.২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চন্দননগর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৪৭০ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে প্রবীর বসু, পিতা-পুলক বসু, গোপীনগর, পোঃ খামারচন্ডী, থানা-হরিপাল, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২৪০৫ পক্ষে আমমোক্তার সঞ্জয় বনিক, পিতা- সুভাষ চন্দ্র বনিক, কে. জি. আর. এস. পথ, পোঃ এ্যাঙ্গাস, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২২২১ নিকট হইতে ক্রয় করি এবং খলিসানী বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে রেকর্ড করিবার আবেদন করি যাহার কেস নং-৪৪৫০/ ২৬। উক্ত কেসের বা আমমোক্তার বা উক্ত দাগের বিষয়ে বক্তব্য থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হইবার ১ মাসের মধ্যে মানকুন্ডু-র খলিসানী বি.এল.আর.ও. অফিসে লিখিত আকারে পেশ করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কাজ হইবে। ইতি
সুধা ভগত (ক্রেতা)

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল ১) শ্রী জ্যোতিপ্রকাশ ঘোষ, পিতা- মৃত পূর্ণেন্দু ঘোষ এবং ২) শ্রী কৌশিক ঘোষ, পিতা- শ্রী জ্যোতিপ্রকাশ ঘোষ, উভয়ের সাকিম- বিদ্যাসাগর সরনী, পোঃ ও থানা- ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী মহাশয়দ্বয় জেলা- হুগলী, থানা ও মৌজা- ভদ্রেশ্বর, জে.এল. নং- ১২, সাবেক আর.এস. ৭৫৫ নং দাগে তথা হাল এল.আর. ১২৯০ নং দাগে হাল এল.আর. ১১৮৬ নং খতিয়ান ভুক্ত ০.০৪১৭ অংশে কমবেশী ০.০০২ একর ডোবা সম্পত্তি, সাবেক আর.এস. ৭৫৪ নং দাগে তথা হাল এল.আর. ১২৯৩ নং দাগে হাল এল.আর. ১১৮৬ নং খতিয়ান ভুক্ত অবিভক্ত ০.০৪১৭ অংশে কমবেশী ০.০২৮ একর ও হাল এল.আর. ৯২৪৬ নং খতিয়ান ভুক্ত ০.০১৩৮ অংশে কমবেশী ০.০১০ একর একুণে মোট ০.০৩৮ একর ভিটি সম্পত্তি এবং সাবেক আর.এস. ৭৫৩ নং দাগে তথা হাল এল.আর. ১২৯৪ নং দাগে হাল এল.আর. ১১৮৬ নং খতিয়ান ভুক্ত ০.০৪১৭ অংশে কমবেশী ০.০০১ একর সম্পত্তি একুণে মোট তিনটি দাগে সর্ব্বমোট ০.০৪১ একর সম্পত্তি বিগত ইংরাজী ২৫.০২.২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চন্দননগর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৫৮৮ নং আমমোক্তার নামাপত্র মূলে শ্রী নির্মল কুমার আগরওয়াল, পিতা- মৃত নাথুলাল আগরওয়াল, সাকিম- লক্ষ্মী নিবাস, ৮০ এফ.জি. ষ্ট্রীট, পোঃ - তেলিনীপাড়া, থানা- ভদ্রেশ্বর, জেলা- হুগলী মহাশয়কে উক্ত সম্পত্তি বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তারনামা বলে বিগত ইংরাজী ০১.০৬.২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চন্দননগর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১ নং বহির ১৪৩০ নং সাফ বিক্রয় কোবালা পত্র দলিল মূলে শ্রী মনিশ রজক, পিতা- শ্রী রাজেন্দ্র রজক, সাকিম- ১০৮, ডাঃ সি.সি.সি. রোড, বিদ্যাসাগর সরনী, পোঃ ও থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা- হুগলী মহাশয় হাল এল.আর. ১২৯৩ নং দাগে হাল এল.আর. ১১৮৬ নং খতিয়ান ভুক্ত অবিভক্ত ০.০৪১৭ অংশে কমবেশী ০.০২৮ একর সম্পত্তির অন্দরে ১ কাঠা ৮ ছটাক ভিটি সম্পত্তি খরিদ করিয়াছেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রী মনিশ রজক মহাশয় তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. সিঙ্গুর এ্যাট খলিসানী অফিসে MN/2026/0619/4455 নং মিউটেশন কেস মূলে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়মানুসারে কার্য্য করা হইবে।
ইতি
আশীষ কুমার চক্রবর্ত্তী
এ্যাডভোকেট, জাজ কোর্ট, হুগলী।

নোটিশ / বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে বেচারাম ঘোষ, লক্ষ্মি ঘোষ, মনসা ঘোষ এ.ডি. এস, আর শ্রীরামপুর হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ইংরাজী ২০২৫ সালের ৩০৭৫ নম্বর আমমোক্তারনামাপত্র দলিল মূলে দেবাশীষ দাস, ইন্দ্রজিৎ দাস, অন্বয় চাটার্জী এবং দীপক কুমার ঘোষ মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত দেবাশীষ দাস, ইন্দ্রজিৎ দাস, অন্বয় চ্যাটার্জী, দীপক কুমার ঘোষ মহাশয়গন উক্ত আমমোক্তার নামা দলিল মূলে হুগলী জেলার শ্রীরামপুর থানার অর্ন্তগত রাজ্যধরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অর্ন্তগত, মৌজা-সিমলা,জে. এল নম্বর ১৮, হাল এল আর ১৪২ নম্বর খতিয়ান ভুক্ত আরএস এবং হাল এলআর ১০৬২ নম্বর দাগে ০২ কাঠা ০৮ ছটাক ০০ বর্গফুট সম্পত্তি এ.ডি.এস.আর শ্রীরামপুর হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ২০২৬ সালের ৪৩২ নম্বর সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ০৩.০২.২০২৬ তারিখে আমার মক্কেল করবী কুসুম ঘোষ স্বামী প্রসেনজিৎ ঘোষ সাং সিমলা,পোঃ মল্লিকপাড়া, থানা শ্রীরামপুর, জেলা হুগলী, পিন ৭১২২০৩ কে বিক্রয় করেন। বর্তমানে আমার মক্কেল করবী কুসুম ঘোষ উপরি উক্ত সম্পত্তি বিএল অ্যান্ড এলআরও শ্রীরামপুর উত্তরপাড়া ব্লক অফিসে নাম পত্তনের জন্য আবেদন করিতেছেন, ইহাতে যদি কোন ব্যক্তি/ব্যাঙ্ক/আর্থিক সংগঠন এর কোন অভিযোগ/আপত্তি/দাবি থাকে তবে অত্র নোটিশ প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারেন, অন্যথায় নিয়ম/আইন অনুসারে কার্য্য হইবে।
শ্রী গৌতম ঘোষ
এডভোকেট, শ্রীরামপুর কোর্ট

মোকাম নবদ্বীপের ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট (সিভিল জজ) আদালত, নবদ্বীপ, নদীয়া।
মিস (সাকসেশন) কেস নং ০১।২৬
দরখাস্তকারী-সাত্যকি পই পিতা মৃত সমীর পই সাং কালিতলা রোড, থানা ও পোঃ নবদ্বীপ। জেলা নদীয়া।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগন কে জানান যাইতেছে যে দরখাস্তকারীর মাতা **শম্পা পই** এর ত্যক্ত নবদ্বীপ হেড পোস্ট অফিসের টাকা যাহা নিম্ন তপশীলে দেওয়া হইল তাহা পাইবার জন্য অত্র আদালতে উক্ত দরখাস্ত করেন। এক্ষণে কাহার ও কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদ পত্রে প্রকাশের ৩০ ত্রিশ দিনের মধ্যে উপযুক্ত প্রমাণ সহ আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি জানাইতে পারিবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে। আদালতের শীল মোহর যুক্তে এই নোটিশ দেওয়া হইল। **তপশীল:** শম্পা পই এর নামে নবদ্বীপ হেড পোস্ট অফিসে ৬,১৯,৫৩৫.২০ (সুদ সহ) যাহার অ্যাকাউন্ট নং ১৪৯০৯৮৬৬৮৩ , আই এফ এস সি নং আই পি ও এস ০০০০ডিওপি
আদালতের আদেশানুসারে
রাজনারায়ন ব্যানেজ্জী, সেরেস্তাদার
নবদ্বীপ কোর্ট । ১৭/৯/২৬

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, শ্রী মহেন্দ্র চন্দ্র রাহা ১৯৬৮ সাল ১১০৯ নম্বর দলিল মূলে খরিদ করিয়া মালিক হন, তাহার মৃত্যুর পর ৬ জন ওয়ারিশ ১-শ্রী গোপাল রাহা পিতা মৃত চন্দ্র রাহা /২-শ্রী রতন রাহা পিতা মৃত মহেন্দ্র চন্দ্র রাহা ৩-/শ্রীমতি চামেলি রাহা স্বামী মৃত মহেন্দ্র চন্দ্র রাহা,৪/রিতা রাহা পিতা মৃত মহেন্দ্র চন্দ্র রাহা, ৫/গীতা দাস স্বামী কালিপদ দাস, ৬/ বন্দনা রাহা স্বামী মৃত সুবল রাহা, এই ওয়ারিশ ৬ জন(২৭/১১/২০২০) তারিখে (৮৪০৮/২০২০) এডিটে ,-প্রহ্লাদ ঘোষ পিতা মৃত মধু মঙ্গল ঘোষ, পাওয়ার অফ এটনিক বা আমুক্তনামা দেয়,প্রহ্লাদ ঘোষ-আমুক্তা নামার বলে ১-গোপেশ্বর ঘোষ পিতা তৈলক ঘোষ,২-প্রকাশ ঘোষ পিতা বাদল ঘোষ (০৮/১২/২০২০)-৮৫৭৩/২০২০ এই নাম্বার দলিল মূলে বিক্রি করেন, ১-প্রকাশ ঘোষ, ২-গোপেশ্বর ঘোষ-এই তারিখে(২৯/৪/২০২৫)-৪৩৪৭ ডিট মুলে-শ্রী অনিরুদ্ধ সাহা, পিতা মৃত কানাইলাল সাহা, গ্রাম- পোস্ট- চরম নগর নবদ্বীপ নদীয়া-পিন -৭৪১৩০১! তপশিলি-মৌজা-২২ নম্বর, দাগ নম্বর-১৬৫, খতিয়ান নম্বর-১৭০,১৫৬৯, পরিমাণ-৯১ শতক, মহাশয় উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন রূপ আপত্তি থাকলে -(৩০ দিন) মধ্যে মহেশগঞ্জ-B,L ,& L R O অফিসে আপত্তি জানাবেন, অন্যথায় আইনি মোতাবেক কার্য হইবে

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

দুর্গাপুজোর আগেই ভোলবদল হাওড়ার, ১০০টি বেহাল রাস্তার সংস্কারে ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: আসন্ন দুর্গাপুজোর মরশুমে হাওড়াবাসীকে যানজট ও ভাঙা রাস্তার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে শুক্রবার এক বড়সড় পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার। হাওড়া পুরসভা এলাকার প্রায় ১০০টি বেহাল রাস্তা দ্রুত মেরামতের জন্য ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দের কথা ঘোষণা করলেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। উৎসবের দিনগুলিতে সাধারণ মানুষ এবং দর্শনার্থীদের যাতায়াত মসৃণ ও নিরাপদ করাই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। হাওড়া পুরসভার ময়দান চত্বরে একটি বিশেষ পুজোর মাধ্যমে শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে এই কাজের সূচনা করে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, উৎসবের মরশুমে মানুষ যাতে কোনওরকম ভোগান্তির শিকার না হন, সেটাই আমাদের মূল লক্ষ্য। খানাখন্দে ভরা রাস্তার কারণে যে যানজট ও জনদুর্ভোগ তৈরি হচ্ছিল, তা দ্রুত দূর করা হবে। একইসঙ্গে বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়ার ও আধিকারিকদের কড়া বার্তা দিয়ে তিনি স্পষ্ট জানান, আগামী ১০ অক্টোবরের মধ্যেই সমস্ত চিহ্নিত রাস্তার সংস্কার কাজ শেষ করতে হবে। কাজের গুণগত মানের প্রশ্নে কোনওরকম আপস করা হবে না। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, হাওড়া শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সংযোগকারী রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় ছিল। এর ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই জল জমে এলাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হত। পুজোয় যাতে এই পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি না হয়, তার জন্য রাজ্য সরকার এই বিশেষ তহবিল গঠন করেছে। এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গুণগত মান বজায় রেখে কাজ শেষ করতে পূর্ত দপ্তর এবং হাওড়া পুরসভা যৌথভাবে মাঠে নেমেছে। দিনরাত এক করে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চালানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, কাজের মান ঠিকঠাক থাকছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে একটি বিশেষ নজরদারি দলও গঠন করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের এই সময়োপযোগী সিদ্ধান্তে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন হাওড়ার বাসিন্দারা।

বেঙ্গল ওয়েব সলিউশন আয়োজিত এবং খুকুমণি নিবেদিত বিশেষ শ্রদ্ধার্ঘ্য 'অমৃতের সন্ধানে'। ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এবং স্বামী বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক ভাবধারায় ধন্য কালজয়ী সঙ্গীত নিয়ে সুরের অর্ঘ্য সাজিয়ে মঞ্চে উপস্থিত হন শিল্পী চন্দ্রাবলী রুদ্র দত্ত, রাঘব চট্টোপাধ্যায়, মনোময় ভট্টাচার্য, শম্পা কুণ্ডু, প্রদীপ দত্ত, দীপাবলী দত্ত, সাম্য কার্ফা। রবীন্দ্র সদনে অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। সংস্থার পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন ডিরেক্টরস অরিত্র রায়চৌধুরী এবং রিয়া চ্যাটার্জী রায়চৌধুরী।

ধর্মের ওপর আঘাত আসলে তলোয়ার হাতে নিয়ে রাস্তায় নামবেন সুদীপ্ত দাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বীজপুরের পূর্বাঞ্চল সমাজের পক্ষ থেকে শনিবার গুণীজন সংবর্ধনা এবং পড়ুয়াদের শিক্ষা সামগ্রী প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত অনুষ্ঠানে বীজপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত দাসকে পূর্বাঞ্চল সমাজের তরফে তলোয়ার উপহার দেওয়া হয়। মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি সনাতনীদের তলোয়ার উঁচিয়ে রাখার পরামর্শ দেন। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে পুরনো কাহানি রোমন্থন করে বীজপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত দাস বলেন, তলোয়ার নামিয়ে রেখেছিলেন এবং আমাদের মধ্যে ভাগাভাগি ছিল বলেই মহম্মদ ঘোরীর কাছে পৃথ্বীরাজ চৌহান পরাস্ত হয়েছিলেন। ভারতের আর কোনও পৃথ্বীরাজ চৌহানকে যাতে পরাজিত না হতে হয়, সেইজন্য তলোয়ার উঁচিয়ে রাখা দরকার। সুদীপ্তের কথায়, আমাদের সমস্ত দেব-দেবীর হাতে অস্ত্র আছে। তবে দেশকে রক্ষার স্বার্থে তলোয়ার উঁচু করেই রাখা উচিত। সুদীপ্ত আরও বলেন, একজন ভারতীয় হিসেবে বলতে চাই, আমার ধর্ম কিংবা দেশের ওপর আঘাত আসলে তিনি তলোয়ার ধরবেন। সুদীপ্তের হুঁশিয়ারি, ধর্মের ওপর কেউ আঘাত করলে, তিনি তলোয়ার হাতে নিয়ে রাস্তায় নামবেন। প্রসঙ্গত, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ দাবি করেছেন। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাংলার মানুষ জ্ঞানেশ কুমারকে ফুল ছিটিয়ে আশীর্বাদ করছেন। কারণ, বামজমানা কিংবা তৃণমূল জমানায় বাংলার মানুষ রক্তপাতহীন নির্বাচন দেখেনি। কিন্তু এবারে বাংলার মানুষ রক্তপাতহীন নির্বাচন দেখেছেন। বঙ্গে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয়েছে এবং মানুষ নির্ভয়ে ভোট দিয়েছেন। তাই বাংলার মানুষ জ্ঞানেশ কুমারকে দু'হাত ভরে আশীর্বাদ করছেন।

তৃণমূল জীবিত নাকি মৃত, এই প্রশ্নের উত্তরে সুদীপ্ত বলেন, এই মুহূর্তে এটা একটা বড় প্রশ্ন তৃণমূল শেষ, তৃণমূল বলে আর কিছু নেই। তাঁর কথায়, উপনির্বাচনে একটা শিবিরকে লড়তে হচ্ছে 'ফুটবলার' প্রতীকে। আরেকটা শিবির লড়ছে 'খাম' প্রতীকে। এই তো তৃণমূলের অবস্থা। পূর্বাঞ্চল সমাজের অন্যতম কর্তা রামা শঙ্কর গিরি বলেন, তাঁরা ২৫ বছর ধরে সেবামূলক কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল জমানায় তাঁরা 'রামকথা' অনুষ্ঠান করতে পারেননি। কারণ, ভগবান রামকে নিয়ে তৃণমূলের এলার্জি ছিল। তিনি জানান, সনাতন ধর্মে রামকথা, ভগবৎ পুরাণ ও শিব পুরাণ হল আধ্যাত্মিক, জ্ঞান, ভক্তি ও জীবন দর্শনের তিনটি প্রধান স্তম্ভ। আগামী দিনে তাঁরা রামকথা, ভগবৎ ও শিব পুরাণ অনুষ্ঠান ঘটা করেই আয়োজন করবেন।

বকেয়া ডিএ মেটাতে আরও একধাপ এগোল রাজ্য, এইচআরএমএসে তথ্য নথিভুক্তির পূর্ণাঙ্গ নির্দেশিকা জারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য সরকারি কর্মীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) মেটানোর প্রক্রিয়াকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেল রাজ্য সরকার। বিশেষ করে যাঁদের বেতন ২০০৮ সালের ১ এপ্রিল থেকে ২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে এইচআরএমএস (হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম) পোর্টালের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ হয়নি, তাঁদের বকেয়া ডিএ হিসাব ও বিল তৈরির জন্য বিস্তারিত নির্দেশিকা জারি করেছে নবান্নের অর্থ দপ্তর। রোপা-২০০৯-এর আওতাভুক্ত যোগ্য কর্মীদের ক্ষেত্রেই এই নির্দেশিকা কার্যকর হবে।

অর্থ দপ্তরের পর্যবেক্ষণ, ওই সময়ের বহু কর্মীর বেতন সংক্রান্ত তথ্য এইচআরএমএসে না-থাকায় বকেয়া ডিএ-র সঠিক হিসাব নির্ধারণে জটিলতা তৈরি হচ্ছিল। সেই সমস্যা দূর করতেই ডব্লিউবিআইএফএমএস-এর এইচআরএমএস মডিউলে 'পে ডিটেলস এন্ট্রি ফর এরিয়ার ডিএ' নামে পৃথক একটি ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ড্রয়িং অ্যান্ড ডিসবার্সিং অফিসারদের (ডিডিও) সার্ভিস বুক এবং অন্যান্য প্রামাণ্য নথির ভিত্তিতে কর্মীদের মূল বেতন, গ্রেড পে-সহ ডিএ-যোগ্য সমস্ত বেতনের তথ্য ওই মডিউলে নথিভুক্ত ও যাচাই করতে হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, পদোন্নতি, বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট, বেতন পুনর্নির্ধারণ সহ চাকরি জীবনের সমস্ত পরিবর্তনের তথ্য কার্যকর হওয়ার তারিখ-সহ সিস্টেমে আপলোড করতে হবে। এরপর যাচাই শেষ হলে এইচআরএমএস থেকেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে বকেয়া ডিএ-র হিসাব এবং সংশ্লিষ্ট বিল তৈরি হবে।

ডেপুটেশনে থাকা কর্মী এবং অবসরপ্রাপ্তদের জন্যও আলাদা নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। যাঁদের এইচআরএমএস আইডি নেই, তাঁদের নতুন আইডি তৈরি করে তথ্য নথিভুক্ত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট ডিডিও-কে। সার্ভিস বুক কোথায় সংরক্ষিত রয়েছে, তার ভিত্তিতে কোন দপ্তর এই দায়িত্ব নেবে, তাও নির্দিষ্ট করে দিয়েছে অর্থ দপ্তর। এছাড়া মৃত কর্মীদের ক্ষেত্রেও একাধিক আইনসম্মত উত্তরাধিকারী বা মনোনীত ব্যক্তির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে বকেয়া ডিএ পাঠানোর সুযোগ রাখা হয়েছে। আয়কর কর্তন, অতিরিক্ত বা কম অর্থপ্রদানের সমন্বয়-সহ বিভিন্ন প্রশাসনিক বিষয়েও বিস্তারিত নির্দেশিকা জারি করেছে অর্থ দফতর।

নবান্নের আশা, নতুন এই পদ্ধতি চালু হওয়ায় দীর্ঘদিনের বকেয়া ডিএ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া আরও দ্রুত, স্বচ্ছ ও নির্ভুল হবে।

বিনিয়োগ টানতে পণ্যভিত্তিক শিল্পপার্ক গড়ে তোলার ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিনিয়োগ টানতে শিল্পনীতিতে বড় পরিবর্তনের পথে হাঁটছে রাজ্য সরকার। শিল্প সংস্থা বা বণিকসভাগুলিকে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী পণ্যভিত্তিক শিল্পপার্ক গড়ে তোলার সুযোগ দিতে চায় নবান্ন। সরকারি জমিতে এই ধরনের শিল্পপার্ক গড়ে তোলা ও পরিচালনার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট শিল্পগোষ্ঠীর হাতেই তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। সরকার মূলত সহায়ক হিসেবে পরিকাঠামো ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবে।

শুক্রবার বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির বার্ষিক সাধারণ সভায় মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা সুব্রত গুপ্ত জানান, কোনও শিল্প সংস্থা বা বণিকসভা নির্দিষ্ট খাতের জন্য প্রস্তাব দিলে সরকার প্রয়োজন অনুযায়ী জমির ব্যবস্থা করতে পারে। একই ধরনের শিল্পকে এক ছাতার তলায় এনে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তুলে একটি পূর্ণাঙ্গ শিল্প-ইকোসিস্টেম তৈরি করাই এই মডেলের লক্ষ্য। এতে শিল্প সংস্থাগুলির জমি, পরিকাঠামো ও পরিষেবা পেতে সময় ও খরচ কমবে বলে সরকারের আশা।

নতুন শিল্পনীতির লক্ষ্য, খাতভিত্তিক শিল্পের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে আরও বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বাড়ানো। একই সঙ্গে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদন শিল্পেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার কথা জানিয়েছেন সুব্রত গুপ্ত।

পুরভোটের প্রস্তুতি শুরু, নিরাপত্তায় আপাতত রাজ্য পুলিশের উপরই ভরসা রাখছে কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুর্গাপুজো মিটলেই রাজ্যের একাধিক পুরসভায় ভোট গ্রহণ হতে চলেছে। তার আগেই পুরনির্বাচনের প্রস্তুতিতে প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু করে দিল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। প্রাথমিক আলোচনায় ভোট পরিচালনায় নিরাপত্তার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়ার বদলে রাজ্য পুলিশের মাধ্যমেই ভোট পরিচালনার দিকেই কমিশন আগ্রহী বলেই সূত্রের খবর। যদিও এই নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি বলেই জানা যাচ্ছে। নভেম্বরের শেষের দিকে কলকাতা, হাওড়া-সহ যে সব পুরসভা ও পুরনিগমে নির্বাচন বকেয়া আছে, সেগুলির জেলার জেলাশাসকদের সঙ্গে ইতিমধ্যেই বৈঠক করেছেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার। ভোটে নিরাপত্তার প্রশ্নে জেলাশাসকদের কাছে সংশ্লিষ্ট এলাকার পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। সেই রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরেই বাহিনী মোতায়েন নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলেই কমিশন সূত্রের খবর। কমিশন পরে জেলাশাসকদের কাছে এই বিষয়ে নিরাপত্তা সংক্রান্ত নির্দেশিকা পাঠাবে বলেই জানা যাচ্ছে। কমিশন সূত্রের খবর, প্রাথমিক বৈঠকে শুধু নিরাপত্তা নয়, ভোট আয়োজনের একাধিক বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়। পুর এলাকার সীমানা পুনর্বিন্যাস, সংরক্ষিত আসনের তালিকা, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা, ভোটকেন্দ্র নির্বাচন এবং পর্যাপ্ত ভোটকর্মী পাওয়ার বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা হয়। ইভিএম নিয়েও এখনও সিদ্ধান্ত বাকি আছে। বিধানসভা নির্বাচনে ব্যবহৃত ইভিএম দিয়েই পুরভোট হবে, নাকি নতুন ইভিএম আনা হবে, তা নির্ভর করছে কত নতুন ইভিএম পাওয়া যাবে, তার উপর। এর সঙ্গে আরেকটি বিষয় তাৎপর্যপূর্ণ, ভোট এক দিনে হবে, না কি একাধিক দফায় ভোট সম্পন্ন হবে, সেই বিষয়েও এখনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। এবার পুরভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী আদৌ আসবে কি না, সেটিই রাজনৈতিক ভাবেও তাৎপর্যপূর্ণ। বিরোধী অবস্থানে থাকার সময় বিজেপি পুরসভা থেকে পঞ্চায়েত, বিভিন্ন নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবি তুলেছিল। বর্তমানে রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর সেই প্রশ্নের সামনে এখন বর্তমান প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশন। কমিশনের আধিকারিকদের বক্তব্য, শেষ পঞ্চায়েত নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে, যদিও তা কমিশনের নিজস্ব সিদ্ধান্ত ছিল না। যে সব পুরসভায় ভোট আটকে রয়েছে, তার মধ্যে কলকাতা, হাওড়া, বিধাননগর, দুর্গাপুর ও শিলিগুড়ি, এই পাঁচ পুরনিগম আছে। এছাড়াও কার্শিয়াং, মিরিক, কালিম্পং, রায়গঞ্জ, বুনিয়াদপুর, ধূপগুড়ি, বালি, ডোমকল, পুজালি, পাঁশকুড়া, হলদিয়া, কুপার্স ক্যাম্প এবং নলহাটির মতো পুরসভাতেও ভোট বকেয়া আছে। ফলে পুজোর পর ভোটের সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করে প্রস্তুতি যত এগোবে, ততই স্পষ্ট হবে নিরাপত্তা সহ একাধিক প্রশাসনিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত কি হবে। আপাতত কমিশন অপেক্ষা করছে জেলাশাসকদের কাছ থেকে চেয়ে পাঠানো রিপোর্টের উপরেই।

নৈহাটিতে দোকান দখল করে রাখার অভিযোগ বিষ্ণু অধিকারীর বাবার বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: প্রতারণা, তোলাবাজি, ভয় দেখানো, সম্পত্তি দখল-সহ একাধিক অভিযোগে ধৃত নৈহাটির আইএনটিটিইউসি সভাপতি বিষ্ণু অধিকারী এখন পুলিশি হেপাজতে। এবার ধৃত তৃণমূল নেতার বাবা তপন অধিকারীর বিরুদ্ধে এক ব্যক্তির দোকান দখল করার অভিযোগ উঠেছে। নৈহাটি পুরসভার ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের পাঁচ নম্বর বাজার এলাকার ঘটনা। অভিযোগ, বামজমানায় মুসাফির প্রসাদ কুর্মির দোকান ঘর বলপূর্বক দখল করে নেয় বিষ্ণু অধিকারীর বাবা তপন অধিকারী। বাম বিদায় নিয়ে তৃণমূল আসার পরও দোকান ঘর ফিরে পাননি মুসাফির প্রসাদ। তৃণমূল জমানায় ছেলের ভয় দেখিয়ে চমকাতেন তপন অধিকারী। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল হতেই এবং নৈহাটির ত্রাস বিষ্ণু অধিকারী গ্রেপ্তার হতেই মুখ খুলতে শুরু করেছেন অনেকেই। দখল হয়ে যাওয়া দোকান ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে শনিবার মুসাফির প্রসাদের স্ত্রী, পুত্র এবং কন্যারা সংবাদ মাধ্যমের কাছে কাতর আর্জি করলেন, যাতে দোকানটি ফিরিয়ে দেওয়া হয়। মুসাফির প্রসাদের পুত্র বিশাল কুমার প্রসাদের অভিযোগ, ৩৫ বছর ধরে জোর করে তাঁর বাবার কাছ থেকে দোকান ঘর দখল করে রেখেছে বিষ্ণু অধিকারীর বাবা তপন অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী এবং পরিবহণ মন্ত্রীর কাছে তাঁর আবেদন, যাতে তাঁরা দোকান ঘরটি ফিরে পান।

উন্নয়নের ঢাকঢোলের নীচে এক যুগের অন্ধকার
সাতগাছিয়ায় তৃণমূলের অপদার্থতায় হাঁটু জলে গৃহবন্দি পরিবার, কাঠগড়ায় প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক

দেবাশিস দে ● বিষ্ণুপুর

মুখ্যমন্ত্রীর 'পথশ্রী' কিংবা 'দুয়ারে সরকার' শাসক শিবিরের বিজ্ঞাপনী চমক যখন রাজ্য জুড়ে দেদার বিকোচ্ছে, ঠিক তখনই দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাতগাছিয়া বিধানসভায় তৃণমূলের কথিত 'উন্নয়ন মডেল'-এর কঙ্কালসার চেহারাটা বেআব্রু হয়ে পড়ল বিষ্ণুপুরের নান্দাভাঙা গ্রামে। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে সামান্য একটা চলাচলের রাস্তার অভাবে গত এক যুগ ধরে হাঁটু থেকে কোমর সমান নোংরা জল-কাদা ভেঙে কার্যত গৃহবন্দি অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে একটি নিরীহ পরিবার। তৃণমূল জমানায় এলাকার প্রাক্তন বিধায়ক মোহন চন্দ্র নস্করের দীর্ঘদিনের চরম নিষ্ক্রিয়তা, অপদার্থতা এবং স্থানীয় পঞ্চায়েতের দলবাজির কারণেই আজ এই নরকযন্ত্রণা বলে ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার ভুক্তভোগীরা।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর-২ নম্বর ব্লকের বাখরাহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নান্দাভাঙা (ব্রাহ্মণপাড়া) গ্রামের বাসিন্দা রতিকান্ত নস্কর ও সুনীল নস্করের পরিবারের এই দুর্দশা একদিনের নয়। দীর্ঘ প্রায় ১২ বছর ধরে প্রতিবেশী দুর্যোধন নস্কর ও গৌতম নস্করদের সঙ্গে চলাচলের পথ নিয়ে বিবাদ চলছে। অভিযোগ, সেই পারিবারিক ও শরিকি কোন্দলকে কাজে লাগিয়ে চলাচলের সাধারণ পথটিতে কৃত্রিমভাবে জল জমিয়ে সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ যে, বর্তমানে ওই রাস্তায় কোথাও হাঁটু তো কোথাও কোমর পর্যন্ত জল জমে মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। চরম বিপজ্জনক ও অস্বস্তিকর অবস্থায় কাপড় গুটিয়ে নোংরা জল ভেঙে যাতায়াত করতে হচ্ছে পরিবারের পুরুষ ও মহিলাদের। এর জেরে পরিবারের তিন ছেলে-মেয়ের স্কুল ও কলেজে যাওয়া কার্যত বন্ধ হতে বসেছে, অসুস্থ রোগী বা বৃদ্ধদের চিকিৎসার জন্য বের করারও কোনো উপায় নেই।

সবচেয়ে বড় অভিযোগ উঠছে সাতগাছিয়া বিধানসভার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক মোহন চন্দ্র নস্করের বিরুদ্ধে। এক যুগেরও বেশি সময় ধরে তৃণমূলের শাসনকালে মোহন নস্কর যখন বিধায়কের গদিতে আসীন ছিলেন, তখন এই নস্কর পরিবার বারবার তাঁর দরবারে আর্জি জানিয়েছিল। কিন্তু এলাকার এক সাধারণ পরিবারের মৌলিক অধিকার পাইয়ে দেওয়া দূরে থাক, নিজের দীর্ঘ রাজনৈতিক মেয়াদে এই সামান্য রাস্তা ও জলনিকাশি সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে বিন্দুমাত্র সদিচ্ছা দেখাননি তিনি। অভিযোগ, স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে বিধায়কের দপ্তর; সবাই কেবল প্রতিশ্রুতি আর আশ্বাস দিয়েই দায় সেরেছে। প্রাক্তন বিধায়কের এই প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও কাঠামোগত উদাসীনতার কারণেই আজ ১২ বছর ধরে এই জঘন্য পরিণতি ভোগ করতে হচ্ছে গ্রামবাসীদের।

প্রাক্তন বিধায়কের আমলে বিচার না পেয়ে এবং স্থানীয় তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েতের গড়িমসিতে ক্ষুব্ধ হয়ে অবশেষে পরিবারটি বর্তমান বিধায়ক, স্থানীয় বিডিও এবং স্বয়ং জেলাশাসকের দ্বারস্থ হয়েছে। ভুক্তভোগী গৃহবধূ রাখি নস্কর, অজয় নস্কর, সুজিত নস্কর ও দিলীপ নস্করদের স্পষ্ট কথা, এক যুগেরও বেশি সময় ধরে আমরা এই নরকযন্ত্রণা সহ্য করছি। পঞ্চায়েত ও প্রাক্তন বিধায়ককে বারবার জানিয়েও কোনো বিচার মেলেনি। তাঁদের অপদার্থতায় আজ আমাদের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হতে বসেছে। এখন দেখার, প্রাক্তন বিধায়কের ফেলে যাওয়া এই ক্ষমার অযোগ্য অপদার্থতার দায় ঝেড়ে ফেলে জেলা প্রশাসন ও বর্তমান জনপ্রতিনিধিরা আদৌ নস্কর পরিবারের স্বাভাবিক জীবনযাপনের অধিকার ফিরিয়ে দিতে পারেন কি না, নাকি উন্নয়নের ফাঁকা আওয়াজেই ডুবে থাকবে সাতগাছিয়ার বিবেক।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ৯ আশ্বিন ১৪৩৩, রবিবার

পুরভোটের মুখেই রদবদল পুলিশে

বদলি উত্তরবঙ্গের আইজি থেকে কলকাতার অতিরিক্ত কমিশনার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুরসভা নির্বাচনের আবহেই রাজ্য পুলিশ ও কলকাতা পুলিশ প্রশাসনের শীর্ষস্তরে বড়সড় রদবদল ঘটাল নবান্ন। স্বরাষ্ট্র দপ্তর সূত্রে জারি করা নির্দেশিকা অনুযায়ী, আইপিএস ও ডব্লুবিপিএস পদমর্যাদার মোট ২৩ জন আধিকারিককে নতুন দায়িত্বে পাঠানো হয়েছে। কলকাতা পুলিশের শীর্ষ আমলাদের যেমন সরানো হয়েছে, তেমনই উত্তরবঙ্গ-সহ একাধিক জেলার পুলিশ প্রশাসনেও এসেছে বড় পরিবর্তন।

এই রদবদলের সবচেয়ে বড় চমক কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার দেবেন্দ্র প্রকাশ সিং-কে (ডিপি সিং) স্থানান্তর করা। তাঁকে কলকাতা শহর থেকে সরিয়ে উত্তরবঙ্গের আইজি (আইবি) পদে পাঠানো হয়েছে। অন্যদিক, এসটিএফ-এর আইজিপি পদে থাকা সুধীর কুমার নীলকান্তমকে কলকাতার নতুন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ট্র্যাফিক ও গোয়েন্দা বিভাগেও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রদবদল হয়েছে। কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (ট্র্যাফিক) সূর্য প্রতাপ যাদবকে পাঠানো হয়েছে রাজ্য আইবি-র ডিআইজি পদে। তাঁর জায়গায় দায়িত্ব নিচ্ছেন ড. ভোলানাথ পাণ্ডে। পাশাপাশি, গোয়েন্দা বিভাগে গতি আনতে কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট) পদে আনা হয়েছে স্পর্শা নীলাঙ্গিকে।

রাজ্য পুলিশের অন্যান্য পদেও অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সমন্বয় ঘটিয়ে দায়িত্ব বণ্টন করা হয়েছে। নবান্নের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, নীলু শেরপা চক্রবর্তীকে ডব্লুবিপিএইচআইডিসিএল-এর আইজিপি এবং শঙ্খ শুভ্র চক্রবর্তীকে স্টেট ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর আইজিপি করা হয়েছে। সুখেন্দু হীরা হচ্ছেন কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (সিকিউরিটি)। বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের যুগ্ম কমিশনার পদের দায়িত্ব সামলাবেন দেবর্ষি দত্ত। এ ছাড়া সিআইডি ও গোয়েন্দা শাখার একাধিক শূন্য পদে নিমা নরবু ভুটিয়া, ধৃতিমান সরকার, ওয়াংডেন ভুটিয়া এবং আরিশ বিলালকে নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

জেলাস্তরেও প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস চোখে পড়ার মতো। পাহাড় ও উত্তরবঙ্গের নিরাপত্তার বিষয়টি মাথায় রেখে বেশ কিছু রদবদল করা হয়েছে। দার্জিলিংয়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপারেশনস) কৌস্তুভদীপ্ত আচার্যকে পাঠানো হয়েছে আলিপুরদুয়ারের জয়গাঁয়। আলিপুরদুয়ারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) হচ্ছেন সলিমা লামা এবং কালিম্পংয়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদে যাচ্ছেন পূর্ণিমা শেরপা। বীরভূমে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর দপ্তর বোলপুর) পদে অভিষেক রায়কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, এবং বীরভূম থেকে মানবেন্দ্র দাসকে পাঠানো হয়েছে কোচবিহারের মাথাভাঙায়। মালদহের প্রশাসনিক দায়িত্বে রদবদল ঘটিয়ে সেখানে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কুনাল বার্নাবাসকে।

ভোটের আগে পুলিশের এই বড় মাপের রদবদলকে রুটিন বদলি হিসেবেই দেখছে প্রশাসনিক মহল। তবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও সুদৃঢ় করতে ও জেলা শহরগুলির মধ্যে সমন্বয় বাড়াতেই নবান্নের এই পদক্ষেপ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

যাদবপুর বিদ্যাপীঠে ধর্মীয় শিক্ষার পাঠ দেওয়ার প্রস্তাব ঘিরে বিতর্ক

পুলিশের দ্বারস্থ স্কুল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রমে বা পঠনপাঠনে নির্দিষ্ট কোনও ধর্মীয় শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল যাদবপুর বিদ্যাপীঠে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক পার্থপ্রতিম বৈদ্যকে উদ্দেশ্য করে আসা একটি পার্সেল ও চিঠিকে কেন্দ্র করে এই বিতর্কের সূত্রপাত। ওই চিঠির সঙ্গে পবিত্র কোরানের কপি এবং তিনটি বই পাঠানো হয়েছিল। স্কুল শিক্ষক ও পড়ুয়াদের মধ্যে ইসলামিক নীতি, মূল্যবোধ ও কোরানের শিক্ষা প্রচারের দাবি জানানো হয় ওই চিঠিতে। বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর হওয়ায় তড়িঘড়ি যাদবপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ।

স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৪ সেপ্টেম্বর রেজিস্টার্ড পোস্টের মাধ্যমে ওই চিঠি ও পার্সেলটি স্কুলে এসে পৌঁছয়। শেখ আবদুল মুরাদ নামে এক ব্যক্তির নাম প্রেরক হিসেবে উল্লেখ রয়েছে সেখানে। তাঁর প্রকাশিত একটি বইয়ের প্রসঙ্গ টেনে স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ইসলামিক নীতি এবং কোরানের শিক্ষা প্রচারের আর্জি জানানো হয়েছিল। পার্সেলটি খুলে বিষয়টি নজরে আসার পরই টনক নড়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের।

এই প্রসঙ্গে যাদবপুর বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক পার্থপ্রতিম বৈদ্য জানান, 'আমরা আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের সবসময় সব ধর্মকে সম্মান জানাতে শেখাই। যদি কেউ শ্রদ্ধার বশে কোনো বই উপহার দিতেন, তবে আমরা ছাত্রছাত্রীদের বলতাম সেটা প্রণাম করে রেখে দিতে। কিন্তু এভাবে তা পড়ানোর বা প্রচারের দাবি জানানো অত্যন্ত অস্বাভাবিক। আমার দীর্ঘ শিক্ষকতার জীবনে এই ধরনের ঘটনা আগে ঘটেনি। বিষয়টি স্পর্শকাতর বলেই আমরা নিকটবর্তী থানাকে সবটা জানিয়ে রেখেছি।'

পুলিশের কাছে জমা দেওয়া অভিযোগে ভারতীয় সংবিধানের ২৮ নম্বর অনুচ্ছেদের প্রসঙ্গটি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। তাদের যুক্তি, সরকারি অর্থে পরিচালিত বা সরকারি স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে কঠোর সাংবিধানিক বিধিনিষেধ রয়েছে। পড়ুয়াদের মধ্যে যাতে কোনও ধরনের ধর্মীয় বিভাজন বা অস্বস্তিকর পরিবেশ তৈরি না হয়, সেই বিষয়ে সতর্ক থাকতেই প্রাথমিক তদন্তের আবেদন জানানো হয়েছে। এর নেপথ্যে কোনও সংগঠিত প্রচেষ্টা বা অন্য কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখার অনুরোধও করা হয়েছে।

অভিযোগ পাওয়ার পরেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কলকাতা পুলিশ। কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ এবং যাদবপুর থানার আধিকারিকরা যৌথভাবে পার্সেলটির উৎস সন্ধান শুরু করেছেন। খতিয়ে দেখা হচ্ছে স্কুলের আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজও। পাশাপাশি পুলিশের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, প্রধান শিক্ষকের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। চিঠিতে নাম থাকা ব্যক্তি নিজেই এই পার্সেল পাঠিয়েছেন, নাকি তাঁর নাম ও পরিচয় ব্যবহার করে অন্য কেউ বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করেছে তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

মার্ক্সের পাশে বিবেকানন্দ, পুজোয় সিপিএমের স্টলে 'সর্বধর্মসমন্বয়'

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুর্গাপুজোর বাজারে এবার সিপিএমের বুকস্টলেও যেন এক 'সর্বধর্মসমন্বয়' মেলা। এতদিন যে স্টলে মার্ক্স-লেনিনের দাপটই ছিল চোখে পড়ার মতো, এবার সেই তাকেই জায়গা করে নিতে চলেছেন স্বামী বিবেকানন্দ, আদি শঙ্করাচার্য এবং গৌতম বুদ্ধ। অর্থাৎ মার্ক্স থাকছেন, লেনিনও থাকছেন, তবে পাশে থাকছেন স্বামী বিবেকানন্দও। পুজোর বাজারে বইয়ের তাকেই যেন তৈরি হচ্ছে নতুন রাজনৈতিক 'কম্বিনেশন'। এই বিষয়টি নিয়ে অবশ্য সিপিএমের বক্তব্য, এতে নতুন কিছু নেই। দলের নেতা সুজন চক্রবর্তী জানান, বিবেকানন্দের বই আগেও তাঁদের স্টলে ছিল। পাঠকের চাহিদা থাকায় এবার ছাপার সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। তিনি বলেন, আমাদের স্টলে যে ধরনের বই থাকত, সেই বই থাকবে। বরাবরই রাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রগতিশীল বই রাখা হয়। বিজ্ঞানের বইও থাকবে। মুখ্যমন্ত্রী না জেনেই উত্তেজনা তৈরি করছেন।

তবে পুজোর আগে এই 'নতুন কিছু নয়'-এর মধ্যেই আছে নতুন কৌতূহল। কারণ, এত দিন বামেদের সঙ্গে সনাতন সংস্কৃতির দূরত্ব নিয়ে যে রাজনৈতিক বিতর্ক চলে এসেছে, সেখানে এবার বইয়ের তাকেই যেন তার উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছে সিপিএম। তাই এবার মার্ক্স-লেনিনের পাশে বিবেকানন্দ। সঙ্গে শঙ্করাচার্য এবং বুদ্ধ। বইয়ের তাকে এই সহাবস্থান যে রাজনৈতিক মহলের চোখ টানবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যদিও বিবেকানন্দকে নিয়ে সুজন আবার তাঁর ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের প্রসঙ্গও তুলে আনেন। ভূপেন্দ্রনাথ বিপ্লবী ছিলেন, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন বলেই সুজনের দাবি। অর্থাৎ বিবেকানন্দকে সিপিএমের বইয়ের তাকে বসানোর ব্যাখ্যাও ইতিহাসের পাতা থেকেই হাজির করলেন বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা।

যদিও বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্যের পর। পুজোর সময়ে বামেদের বুকস্টলে 'শারদোৎসব' লেখা নিয়ে আপত্তি তুলে 'দুর্গাপুজো' লেখার কথা জানিয়েছিলেন তিনি। পরে সিপিএমের স্টলে বিবেকানন্দের বই না থাকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই এবার সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে নতুন আঙ্গিকে সাজবে সিপিএমের স্টলের বইয়ের তাক। বিবেকানন্দ এলেন, শঙ্করাচার্য এলেন, বুদ্ধও এলেন। তবে মার্ক্স-লেনিনকে সরিয়ে নয়, তাঁদের পাশেই থাকবেন, এমনটাই বার্তা সিপিএমের। ফলে পুজোয় সিপিএমের বুকস্টলে এবার শুধু বই কেনাবেচা নয়, তাকের বিন্যাস নিয়েও পাঠকের আগ্রহ থাকবে।

'রাতারাতি ম্যাজিক দেখানোর সোনার কাঠি নেই'

ডোমজুড় থেকে রাজ্যে শিল্প নিয়ে বার্তা শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: আর মাত্র এক বছর অপেক্ষা করলে রাজ্যের শিল্প ও কর্মসংস্থানের ছবি বদলে যাবে, শনিবার হাওড়ার ডোমজুড় থেকে এমনই বার্তা দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর দাবি, দীর্ঘদিনের শিল্প-খরা কাটিয়ে এখন রাজ্যে বিনিয়োগের পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। তবে সেই পরিবর্তন চোখে পড়তে কিছুটা সময় লাগবে বলেও শনিবার জানান তিনি। এদিন ডোমজুড়ে একটি দলীয় অনুষ্ঠানে এসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শমীক বলেন, বর্তমান সরকারের চার মাসের মেয়াদ এখনও পূর্ণ হয়নি। এই সময়ের মধ্যে দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের কার্যকালের সবেমাত্র চার মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে রাতারাতি সমস্ত সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। তাই যেকোনও নতুন সরকারকে তার নীতি বাস্তবায়নের জন্য কিছুটা সময় দেওয়া উচিত। এছাড়াও রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়েও এদিন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দাবি করে বলেন, আগের সময়ে আর্থিক শৃঙ্খলার কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়ায় বহু ঠিকাদারের টাকা বকেয়া আছে। সেই চাপ সামলে শিল্পক্ষেত্রে নতুন করে গতি আনার চেষ্টা চলছে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, অতীতে এখানকার একটি নির্দিষ্ট আর্থিক শৃঙ্খলা (এফআরবিএম) পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছিল। যার ফলে বহু ঠিকাদার ও কন্ট্রাক্টরের বকেয়া পেমেন্ট এখনও আটকে রয়েছে। এই সংকটজনক পরিস্থিতি সত্ত্বেও বর্তমান সরকার রাজ্যে শিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে এবং বন্ধ হয়ে থাকা বা থমকে যাওয়া প্রক্রিয়াকে সচল করতে আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

শনিবার রাজ্যে শিল্প-কর্মসংস্থান নিয়ে পরিবর্তনের জন্য ধৈর্য ধরার কথাও বলেন তিনি। শমীকের বক্তব্য, রাতারাতি ম্যাজিক দেখানোর কোনও 'সোনার কাঠি' কারওর হাতে নেই। তবে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও সময় দিলে বাংলার নতুন ও উন্নত রূপ সকলের সামনে আসবে।

পাশাপাশি শিল্পের প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচির কথাও এদিন তুলে ধরেন শমীক। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কেবল শিল্পায়নের স্বপ্নই দেখেন না। বরং সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য নিরলস কাজ করে চলেছেন।

হাওড়ার পুরনো শিল্পের প্রসঙ্গও উঠে আসে তাঁর কথায়। গেসকিন্স উইলিয়ামসের মতো এক সময়ের ভারী শিল্প এখন আর নেই। তবে তাঁর মতে, শুধু পুরনো ধরনের কারখানার দিকে তাকিয়ে থাকলে চলবে না। সময়ের সঙ্গে শিল্পের ধরন বদলেছে। তাই স্টার্টআপ এবং আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির দিকে নজর দেওয়া দরকার।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা গাড়ির, রক্ষা পেলেন মদ্যপ চালক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শনিবাসরীয় সকালে দক্ষিণ কলকাতার রেড রোডের সংলগ্ন ফোর্ট উইলিয়ামের সামনে এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। গাড়ির গতি কতদূর উঠতে পারে, তা পরীক্ষা করতেই ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটারেরও বেশি স্পিডে গাড়ি ছুটিয়েছিলেন চালক। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে পর পর দুটি প্রকাণ্ড গাছে সজোরে ধাক্কা মারে সেই বেপরোয়া গাড়িটি। দুর্ঘটনায় গাড়ির সামনের অংশ সম্পূর্ণ দুমড়ে-মুচড়ে গেলেও, এয়ার ব্যাগ খুলে যাওয়ায় অলৌকিকভাবে প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন চালক। পরে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সাতসকালে একটি চারচাকা গাড়ি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ফোর্ট উইলিয়ামের দিক থেকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের অভিমুখে যাচ্ছিল। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, সে সময় গাড়িটির গতি ছিল ১০০ কিলোমিটারেরও বেশি। অভিযোগ, চালক নাকি দেখতে চাইছিলেন গাড়িটি ঠিক কতটা সর্বোচ্চ গতি তুলতে পারে। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ামের সামনের রাস্তায় আসতেই গতি সামলাতে না পেরে গাড়িটি সোজা গিয়ে ধাক্কা মারে রাঙ্গু স্তার ধারের প্রকাণ্ড গাছে। ধাক্কার তীব্রতা এতটাই ভয়াবহ ছিল যে, একটি নয়, পর পর দুটি বিশাল গাছ উপড়ে পড়ে যায়। সংঘর্ষের বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ট্রাফিক পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, দুর্ঘটনার পরই গাড়ি চালককে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়। প্রাথমিক পরীক্ষার পর পুলিশ নিশ্চিত হয় যে, চালক মারাত্মক মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিলেন। মদ্যপ অবস্থায় এমন অনিয়ন্ত্রিত গতিতে গাড়ি চালানোই এই মারাত্মক দুর্ঘটনার প্রধান কারণ। এয়ার ব্যাগ সঠিক সময়ে খুলে না গেলে চালকের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হতে পারত বলে অনুমান পুলিশের। ধৃত চালকের বিরুদ্ধে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন ও বেপরোয়া গাড়ি চালানোর অভিযোগে মামলা রুজু করা হয়েছে।

শ্যামনগর কালীবাড়ি এলাকায় পরপর তিনটি দোকানে চুরি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: জগদ্দল থানার অন্তর্গত ভাটপাড়া পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের কালীবাড়ি এলাকায় পরপর তিনটি দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। অভিযোগ, দুটি সোনার দোকান এবং একটি ব্যাগের দোকানের শাটারের তালা ভেঙে লুঠপাট চালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতোই শুক্রবার রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যান ব্যবসায়ীরা। শনিবার সকালে পাশের দোকানের লোকজন এসে দেখেন তিনটি দোকানের শাটারের তালা ভাঙা। এরপর তাঁরা দোকান মালিকদের খবর দেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জগদ্দল থানার পুলিশ এবং জগদ্দলের এসিপি রাজশ্রী শঙ্কর বণিক। পুলিশ সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখে চুরির ঘটনার তদন্ত করছে। রত্ন ব্যবসায়ী তারক রায় জানান, নগদ ৫৫ হাজার টাকা-সহ প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যের পাথর, ২৮ গ্রাম সোনা এবং ১২ গ্রাম জুয়েলারি খোয়া গিয়েছে। দোকানের শাটার ভেঙে পরপর তিনটে দোকানে দুষ্কৃতীরা লুঠপাট চালাল, অথচ ব্যবসায়ী সমিতি নিযুক্ত নাইট গার্ডেরা বিন্দুমাত্র টের পেলেন না, তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন।

বিদায়বেলাতেও চোখ রাঙাচ্ছে বর্ষা, উত্তরে ধসে বন্ধ জাতীয় সড়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বর্ষা বিদায় নিতে চললেও দুর্যোগের কালো মেঘ কিছুতেই কাটছে না। শনিবার ভোররাত থেকেই কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় শুরু হয় মুষলধারে বৃষ্টি। তবে বেলার দিকে দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়ার কিছুটা উন্নতি হলেও, প্রবল বৃষ্টিতে উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি রীতিমতো উদ্বেগজনক। পাহাড়ে দুর্যোগের কারণে শনিবার দুপুর পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয় সিকিমের লাইফলাইন ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। অন্যদিকে, নিম্নচাপের জেরে ভিন রাজ্য থেকে নেমে আসা জলে বিহারের পাশাপাশি এরাজ্যেও নতুন করে বন্যার ভ্রুকুটি দেখা দিয়েছে। পুজোর মুখে এই জোড়া ফলায় রীতিমতো আতঙ্কিত সাধারণ মানুষ।

এদিকে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, দক্ষিণ ওড়িশা ও ছত্তিশগড় সংলগ্ন নিম্নচাপটি শক্তি হারিয়ে ক্রমশ উত্তর-পশ্চিম দিকে সরে গিয়েছে। এর জেরে কলকাতা ও শহরতলিতে শনিবার সকাল থেকে তুমুল বৃষ্টি হলেও, দুপুরের পর থেকে তা অনেকটাই কমে আসে। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, চলতি সপ্তাহে দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির আর কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে নিম্নচাপের প্রভাবে সমুদ্র উত্তাল থাকায় এবং উপকূলবর্তী এলাকায় ঘণ্টায় ৩৫ থেকে ৪৫ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বওয়ায় এদিন দুপুর পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা বহাল ছিল। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, শনিবার শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং শুক্রবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

দক্ষিণে স্বস্তি ফিরলেও উত্তরে দুর্যোগ অব্যাহত। রাতভর প্রবল বৃষ্টির জেরে বিপর্যস্ত পাহাড়। ধস ও বিপর্যয়ের আশঙ্কায় শনিবার দুপুর ১২টা পর্যন্ত সেবক থেকে রংপো পর্যন্ত ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক পুরোপুরি বন্ধ রাখে প্রশাসন। গাড়িগুলিকে বিকল্প পথ হিসেবে লাভা হয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। শনিবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কালিম্পঙে ভারী বৃষ্টির পাশাপাশি আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুরেও বজ্রবিদ্যুৎ সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। তবে রবিবার থেকে উত্তরের জেলাগুলিতেও আবহাওয়ার উন্নতি হবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস।

অন্যদিকে ছত্তিশগড় ও মধ্যপ্রদেশ সংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করা গভীর নিম্নচাপের জেরে উত্তরাখণ্ড এবং উত্তরপ্রদেশে অতি ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সেখানে হড়পা বান ও ব্যাপক ধসের আশঙ্কা রয়েছে। এরই মধ্যে দোসর হয়েছে নেপাল থেকে ধেয়ে আসা জল। বিহারের কোশী ব্যারাজের ৪৩টি গেট খুলে দেওয়ায় প্রায় ৩ লক্ষ ১৬ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। এর ফলে বিহারের বিস্তীর্ণ এলাকা জলের তলায় চলে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। গঙ্গার জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলার বুকেও বিপদের মেঘ ঘনাচ্ছে। বিশেষত মালদহের ভুতনি সহ বেশ কিছু এলাকায় নতুন করে প্লাবনের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

থ্রেট কালচার-কাণ্ডে সিবিআইয়ের নজরে স্বাস্থ্যদপ্তরের একাধিক আধিকারিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আরজি কর কাণ্ডের পর রাজ্যজুড়ে তোলপাড় ফেলা 'থ্রেট কালচার'-এর মূল কাণ্ডারী অভীক দে-কে ঘিরে এবার চরম চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এল। স্বাস্থ্যে নিজের একচ্ছত্র আধিপত্য ও দাদাগিরি বজায় রাখতে খোদ স্বাস্থ্য দপ্তরের একশ্রেণির পদস্থ আধিকারিককে ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিজের ছকে বেঁধে ফেলেছিলেন অভীক, এমনটাই সূত্রের খবর। স্বাস্থ্যে জমা পড়া সাম্প্রতিক এক তদন্ত রিপোর্টে স্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, গ্রামীণ ও দুর্গম এলাকায় তিন বছরের বাধ্যতামূলক চাকরির শর্ত পুরোপুরি বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কীভাবে তিনি স্বজনপোষণের জোরে সার্ভিস কোটার সুবিধা হাতিয়ে নিয়েছিলেন।

২০২৪ সালে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে তরুণী চিকিৎসককে নৃশংস নির্যাতন ও হত্যার ঘটনার পরই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এই তথাকথিত থ্রেট কালচারের বিষবৃক্ষ। অভিযোগ ওঠে, রাজ্যের বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী চিকিৎসক ও তাঁদের অনুগামীরা বেনজির সন্ত্রাস চালাতেন। সেই তালিকাতেই প্রথম সারিতে উঠে আসে ডা. অভীক দে-র নাম। নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে সার্ভিস কোটার দোহাই দিয়ে অনৈতিকভাবে এসএসকেএম বা পিজি হাসপাতালে জেনারেল সার্জারির স্নাতকোত্তর কোর্সে অর্থাৎ এমএস-এ ভর্তি হয়ে যান তিনি।

রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরে তৎকালীন সরকারের পালাবদলের পর এই বেনিয়মের শিকড় খুঁজতে গঠন করা হয় চার সদস্যের এক উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি। সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ পার্থপ্রতিম প্রধানের নেতৃত্বে গঠিত ওই কমিটিতে ছিলেন আরজি করের অধ্যক্ষ ডা. মানস বন্দ্যোপাধ্যায়, এসএসকেএমের ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ সোমনাথ দাস এবং বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের কমিউনিটি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ কৌশিক মিত্র। গত ২ সেপ্টেম্বর এই কমিটি তাদের প্রাথমিক রিপোর্ট জমা দেয়।

কমিটির রিপোর্টে পরিষ্কার উল্লেখ করা হয়েছে, নিয়ম অনুযায়ী ন্যূনতম তিন বছর গ্রামীণ বা দুর্গম অঞ্চলে পরিষেবা না দিয়ে সার্ভিস কোটায় স্নাতকোত্তর পড়ার সুযোগ পাওয়ার কথা নয়। অথচ অভীকের ক্ষেত্রে ছাড় মিলেছিল। তদন্তকারীদের বক্তব্য, স্বাস্থ্য ভবনের শীর্ষস্তরের আধিকারিকদের প্রত্যক্ষ মদত ও ব্যাকডেটেড অনুমোদন ছাড়া এই ধরনের আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা পাওয়া স্রেফ অসম্ভব। যে সমস্ত আধিকারিক চোখ বন্ধ করে অভীককে এই অনৈতিক সুবিধা পাইয়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর শৃঙ্খলাভঙ্গমূলক আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে রিপোর্টে। এদিকে এই তদন্ত রিপোর্ট প্রসঙ্গে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের প্রতিক্রিয়া চাইলে তিনি জানান, 'রিপোর্টের ফাইল এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর দপ্তরে এসে পৌঁছয়নি। তবে অন্যায়ের সঙ্গে কোনো আপস করা হবে না। ফাইলের নথি পর্যালোচনা করার পর রিপোর্ট দেখে আইনানুগ কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে।'

সম্পাদকীয়

সাতসকালেই কেন এত পথদুর্ঘটনা, নেপথ্যে কী কারণ

শহর কলকাতায় ভোর থেকে নিয়ে সকালবেলার দিকে ক্রমশ বাড়ছে পথদুর্ঘটনা সংখ্যা। বিশেষ করে ভিআইপি রোড, ইএম বাইপাস, নিউটাউন এবং ময়দান চত্বরেই বেশি ঘটছে এই পথদুর্ঘটনাগুলি। এই তালিকায় রয়েছে শহর কলকাতা ও নিউটাউনের উড়ালপুলগুলোও। দুর্ঘটনাস্থলগুলো খতিয়ে দেখলেই একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, যে সব এলাকা বা রাস্তায় তুলনামূলক ভাবে গাড়ির গতি বেশি, সেখানেই বেশি ঘটছে পথদুর্ঘটনা। এর থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার, যে বেপরোয়া গতির জেরেই ঘটছে এই দুর্ঘটনা। এখানে আরও একটি বিষয় উঠে আসছে, তা হল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, চালকরা মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিলেন। আরোহীদেরও মদ্যপ অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে। এখানে একটা বিষয় পরিষ্কার, পুলিশি নজরদারি পর্যাপ্ত হচ্ছে না। মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানো মোটর ভেহিকেলস আইনে গুরুতর অপরাধ। কিন্তু তারপরও মদ্যপ অবস্থায় স্টিয়ারিংয়ে বসার অভ্যাস বদলানে যাচ্ছে না। এতটাই বেপরোয়া হয়ে উঠেছে নাগরিক সমাজের একাংশ। অথচ পুলিশের হাতে একে রুখবার সমস্ত ব্যবস্থাই রয়েছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, তারপরও নজরদারি হচ্ছে না। মদ্যপদের বারবার হুঁশিয়ারি দিয়েও আটকানো যাচ্ছে না এই প্রবণতা। রেড রোডে প্রজাতন্ত্র দিবসের মহড়া চলার সময় সেনা জওয়ান অভিমুন্য গৌড়ের ঘটনা আমাদের সবার মনে আছে। বেপরোয়া গতির বলি হতে হয়েছিল ওই জওয়ানকে। তথ্য বলছে, গত কয়েক বছরে শুধুমাত্র ইএম বাইপাসেই মদ্যপ চালকদের হাতে একের পর পর দুর্ঘটনা ঘটেছে। কতগুলো প্রাণ এতে ঝরে গিয়েছে যার কোনও হিসেব নেই। পুলিশের তরফে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচার চলছে। করা হচ্ছে সতর্ক। ফাইন করাও হচ্ছে। কিন্তু আটকানো যাচ্ছে না এই প্রবণতা। এর পাশাপাশি রয়েছে বেপরোয়া গতি। অনেক রাস্তাতেই স্পিড মাপার যন্ত্র বসানো আছে। কিন্তু কোথায় ব্যবস্থা? কোথায় নজরদারি। সরকার তো আছে। কিন্তু নিচুতলায় যাদের কাজ করার কথা তাঁরা কী করছেন?

শব্দছক ২৮০

রবি দাস

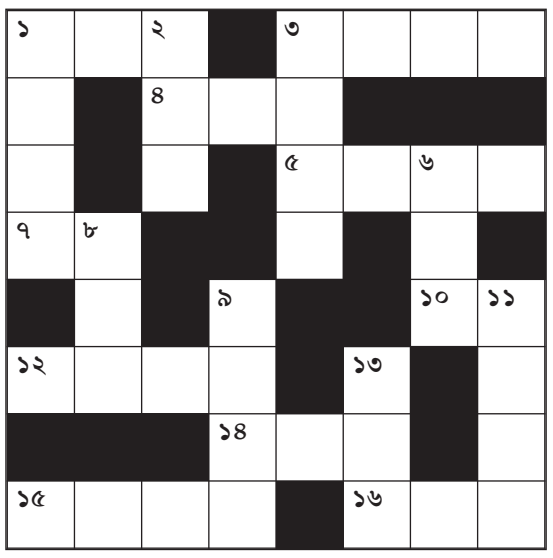

পাশাপাশি: ১. কাক ৩. শাকসব্জি-ই আহার যার ৪. কজ্জল ৫. দুই শ্রেণী কাকের একটি ৭. প্রবাহিনী ১০. লাউ ১২. কাক-ডাকা অতি প্রত্যুষ ১৪. তানপুরা ১৫. বিসর্জ্জন ১৬. নিরপরাধ

ওপর-নিচ: ১. প্রতিহতকরণ ২. প্রত্যুষ ৩. শাল গাছের পত্র ৬. শারীরীক ৮. প্রদীপ ৯. হাততালি ১১. দূরে কথা বলার সংযোগ ১৩. নদী পেরোবার উদ্দেশে দেয় অর্থ

সমাধান ২৭৯ — পাশাপাশি: ১. আঁকুপাঁকু ৪. অর্ণব ৬. চল ৭. চপল ৯. প্রক্রিয়াকরণ ১১. নবতি ১৪. পানতা ১৬. অসচেতনতা ১৯. বানর ২০ জপ

ওপর-নিচ: ১. আঁচমন ২. কুল ৩. কুচক্রি ৪. অলক ৫. বহন ৮. পয়ার ৯. প্রতি ১০. রদন ১২. বয়স ১৩. বেতন ১৪. পাতা ১৫. তাড়পত্র ১৬. অভেদ ১৭. চেবানো ১৮. নরম ২০. জমি

আজকের দিন

■ **১৯৪০** — বার্লিনে 'ত্রিপক্ষীয় চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়, যার মাধ্যমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আনুষ্ঠানিকভাবে অক্ষশক্তি (জার্মানি, ইতালি ও জাপান) গঠিত হয়।

■ **১৯৯৬** — তালেবানরা আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল দখল করে ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে।

জন্মদিন

১৮৩৫ *জয়পুরের মহারাজা দ্বিতীয় রাম সিংয়ের জন্মদিন।*

১৯৩২ *চলচ্চিত্র নির্দেশক ও প্রযোজক যশ চোপড়ার জন্মদিন।*

১৯৮১ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় লক্ষ্মীপতি বালাজির জন্মদিন।*

লক্ষ্মীপতি বালাজি

'বারকোড'-এর বিবর্তন

অসীম সুর চৌধুরী

কিছুদিন আগে ভারত সরকারের একটা ঘোষণা সাধারণ মানুষ ও বণিক মহলে একটা শোরগোল ফেলে দিয়েছে। এখনকার সবচেয়ে জনপ্রিয় অনলাইন লেন-দেন এর মাধ্যম 'ইউ পি আই' অর্থাৎ 'ইউনিফাইড পেমেন্ট ইন্টারফেস' এ ২০০০ টাকার বেশী জমাখরচে ০.৪ শতাংশ ফি দিতে হবে। এটা নিয়ে জনগণের দু রকম মতামত পাওয়া যাচ্ছে। কেউ বলছেন এতে 'ইউ পি আই' এর জনপ্রিয়তা কমে যাবে। মানুষ আবার নগদের দিকে ছুটবে। আবার অন্য মত ও আছে। তাঁদের কথায়, 'ইউ পি আই' এর রক্ষণাবেক্ষণে সরকারের প্রচুর ব্যয় হয়, তাই এই সামান্য ফি দিতে জনগণ কার্পণ্য করবে না। যাইহোক, ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে সেটা বোঝা যাবে ১৫ ই অক্টোবরের পরে যখন এটা চালু হবে।

আজকের আলোচনাটা কিন্তু 'ইউ পি আই' নিয়ে নয় বরং যার হাত ধরে এটা ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে সেই 'কিউ আর' কোড নিয়ে। মাত্র এক সেকেন্ডের ভগ্ন্যাশ সময়ে হাজার হাজার টাকা লেনদেন করতে পাচ্ছি আমরা। নতুন প্রজন্ম যাদের 'জেন জি' বলা হচ্ছে, তাঁরা তো পকেটে মানিব্যাগ রাখতে ই ভুলে গেছে। চায়ের দোকান থেকে শপিং মল, সবজি বাজার থেকে ক্যাবের ভাড়া, সব কিছুতেই তাঁরা 'কিউ আর' কোড স্ক্যান করে টাকা দিতে অভ্যস্থ।

কিন্তু শুধু 'কিউ আর' কোড একমাত্র কোড নয়, সারা পৃথিবীতে আরো অনেক কোড আছে যাদের নানা কাজে ব্যবহার করা হয়। যেমন ইউপিসি এ কোড, ই আন , ১৩, ডাটা ম্যাট্রিক্স, পি ডি এফ ৪১৭ ইত্যাদি। এই সমস্ত কোড কে ডাকা হয় 'বারকোড' নামে। কিন্তু এই 'বারকোড' কি ? আর কিভাবেই বা জনপ্রিয় হল ? সেই ইতিহাসটাই আজ আমরা জানবো।

'বারকোড' প্রথম আবিষ্কার করেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের 'নরম্যান জোসেফ উডল্যান্ড' ও 'কারনাড সিলভার', সেই ১৯৫১ সালে। এদের আবিষ্কৃত বারকোড দেখতে ছিল বৃত্তাকৃতি। অনেকগুলো এক কেন্দ্রীয় বৃত্ত। তিরন্দাজি প্রতিযোগিতার 'টার্গেট রিং' যেমন দেখতে, অনেকটা সেই রকম। তাই এই বারকোডকে 'বুলস্ আই কোড' নামে ডাকা হত। কিন্তু বারকোড বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার হতে আরও কুড়ি বছরের বেশি সময় লেগে গেছে।

বারকোডের প্রথম ব্যবহার দেখা যায় আমেরিকার সুপার মার্কেটগুলোতে। তার আগে, এই বাজারের বেশিরভাগ খাবারের দোকানগুলোতে সময়ের সমস্যা হচ্ছিল। দাম মিটিয়ে খরিদ্দারদের বিদায় করতে প্রচুর সময় লেগে যাচ্ছিল দোকানদারদের। এই সমস্যা দূর করতে ১৯৬৬ সালে আমেরিকার 'ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ ফুড চেন' একটা মিটিং আহ্বান করেছিল। সেখানে কীভাবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিল মেটানোর ব্যবস্থা করা যায়, তার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল 'রেডিও কর্পোরেশন অফ আমেরিকা' বা আরসিএ নামে এক সংস্থাকে। কারণ এই আরসিএ-র হাতেই উডল্যান্ড আবিষ্কৃত বারকোডের 'স্বত্ব' বা বিশেষ অধিকার ছিল।

আরসিএ কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন দোকান ও কোম্পানিতে তাদের বারকোডের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছিল। কিন্তু এই পদ্ধতিতে অনেক ভুল-ভ্রান্তি ধরা পড়ছিল। এই সমস্যা দূর করতে এগিয়ে এল বিখ্যাত আইবিএম কোম্পানি। তারা ১৯৭৩ সালে আগেকার গোলাকৃতির পরিবর্তে লম্বা-লম্বা রেখা দিয়ে তৈরি এক নতুন বারকোড ব্যবস্থার সূচনা করল। এর নাম দেওয়া হল 'ইউনিভার্সাল প্রোডাক্ট কোড' সংক্ষেপে ইউপিসি। মাত্র নয়-দশ বছরের মধ্যে সারা আমরিকা তো বটেই, এমনকি কানাডার ৯০ শতাংশ সুপার মার্কেটের দোকানগুলোতে ইউপিসি ব্যবহৃত হতে

আমেরিকা ও কানাডায় বারকোড প্রযুক্তির সুবিধা দেখে উৎসাহিত হয়ে ইউরোপের দেশগুলোও একে গ্রহণ করল । জাপানও তার দেশের উৎপাদিত পণ্যতে এই কোড ব্যবহারের অনুমতি দিল। এইভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বারকোড আস্তে আস্তে জনপ্রিয় হয়ে উঠল আর নানারকম নতুন বারকোডের জন্ম হল। যেমন, ফার্মাকোর্ড, কোড ৪৯, কোড ১২৮, EAN-13, GSI ডাটাবার, ইত্যাদি। কিন্তু সারা পৃথিবীতে ইউপিসি বারকোডই সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় ।

একটা সাধারণ ইউপিসি বারকোড লক্ষ করলে আমরা দেখতে পাব, এতে ২৯টি সাদা ও ৩০টা কালো লম্বা দাগ রয়েছে। বারকোডের প্রতিটি সংখ্যা বোঝানোর জন্য দুটো সাদা ও দুটো কালো দাগ ব্যবহার করা হয়। পুরো বারকোডকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়। একটাকে বলা হয় 'বামপক্ষ' এবং অপরটা 'ডানপক্ষ'। বামপক্ষের একদম প্রথমে ও ডানপক্ষের একদম শেষে 'গার্ডবার' থাকে। যাদের সাহায্যে বোঝা যায় বারকোডের শুরু ও সমাপ্তির সংকেত। গার্ডবারের পরে বামপক্ষের প্রথম সংখ্যাটা রাখা হয় নম্বর পদ্ধতির জন্য। তার পরের পাঁচটা সংখ্যা উৎপাদনকারী বা কোম্পানির জন্য সংরক্ষিত। কোম্পানির বিভিন্ন তথ্য এতে 'কোড' করে রাখা হয় । ডানপক্ষের প্রথম পাঁচটা সংখ্যা ব্যবহার করা হয় উৎপাদিত পণ্যের নানা তথ্য ধরে রাখার জন্য। এর পরের চারটে সাদা-কালো দাগ, সংখ্যা পরীক্ষার কাজে ব্যবহার করা হয়। কোনও ভুল-ভ্রান্তি থাকলে তা এর সাহায্যে ধরা পড়ে।

বারকোডের সংকেতগুলো চটজলদি পড়ে ফেলার জন্য ব্যবহার করা হয় 'বারকোড স্ক্যানার'। লম্বা সাদা - কালো দাগগুলোর উপর স্ক্যানারের সাহায্যে লেসার রশ্মি ফেলা হয়। কালো দাগের উপর আলো পড়ে তা প্রতিফলিত হয় না। কিন্তু সাদা রেখাগুলো আলো প্রতিফলিত করে। এর থেকে এক ধরনের পরিবর্তিত প্রবাহের জন্ম হয়। এই পরিবর্তনশীল ভোল্টেজকে ডিকোভারের সাহায্যে পুনরায় আসল তথ্যে রূপান্তরিত করা হয়। এছাড়া খালি চোখে যাতে বারকোড পড়তে পারা যায়, সেই জন্য অনেক বারকোডের নীচে নম্বর লেখা থাকে।

ইউপিসি সমেত আরও যে সব বারকোডের নাম উপরে আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলো সব একমাত্রিক (১ডি) বারকোড। অর্থাৎ, এদের শুধু দৈর্ঘ্য রয়েছে। অনেকগুলো লম্বা লম্বা দাগ। কিন্তু আর এক ধরনের বারকোড বর্তমানে এদের থেকেও বেশী জনপ্রিয় হয়েছে তা হল দ্বিমাত্রিক (২ডি) বারকোড। এরা দেখতে বর্গাকার বা আয়তকার, আবার কখনও কখনও ষড়ভূজাকার হয়ে থাকে। এই বারকোড নানারকমের হয়ে থাকে। যেমন, AZTEE কোড, ডাকা ম্যাটরিক্স, ইজেড কোড, কিউআর কোড ইত্যাদি। এদের মধ্যে এখন সবচেয়ে জনপ্রিয় কিউআর (কুইক রেসপন্স) কোড।

বইপত্র থেকে শুরু করে রেস্তরাঁর বিল মেটানো, সবকিছুতেই কিউআর কোডের ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে। কিউআর কোডের প্রথম আবিষ্কার হয় জাপানে। ১৯৯৪ সালে 'টয়োটা গ্রুপের সহযোগী সংস্থা 'ডেনসো ওয়েভ' গাড়ি উৎপাদনের নজরদারি করতে এই কিউআর কোড ব্যবহার করে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই এর জনপ্রিয়তা সবাইকে টেক্কা দিয়ে দিয়েছে। কিউআর কোডের সবচেয়ে বড় সুবিধা হল এর তথ্য ধারণ করার ক্ষমতা ইউপিসি কোডের থেকে অনেক বেশি। একটা সাধারণ ইউপিসি বারকোডে যেখানে সর্বাধিক ৩০টি সংখ্যা ধরে, সেখানে কিউআর কোডে ৭০৮৯টা অক্ষর ও সংখ্যা জমা করা যায়। ইংরেজি অক্ষর ও সংখ্যা ছাড়াও কিউআর কোডে 'বাইনারি সংখ্যা' ও 'কাঞ্জি' (জাপানি ভাষা) জমা করা যায় এবং পড়া যায়।

কিউআর কোড পড়ার জন্য আলাদা করে আর কিউআর কোড স্ক্যানার' কেনার কোনও দরকার নেই। যে কোনও স্মার্ট মোবাইল ফোনে কিউআর স্ক্যানার ডাউনলোড করে তার সাহায্যে কিউআর কোডের ভিতর কী আছে, তা নিমেষে পড়া যায় । শুধু অক্ষর ও সংখ্যাই নয়, ছবি ও ভিডিও, ফেসবুক ও টুইট্যারের লিঙ্ক ও এখানে পাওয়া যায়। আমেরিকার সুপার মার্কেটের কাজের সুবিধার জন্য যে বারকোড পদ্ধতির জন্ম হয়েছিল, তা কিন্তু আজ শুধু সুপার মার্কেটের কাজে সীমাবদ্ধ নেই। উৎপাদন শিল্প থেকে শুরু করে ব্যাঙ্ক, লাইব্রেরি, প্রতিরক্ষা দফতর, বিমান পরিষেবা, ডাক বিভাগ, গুদামঘর, এমনকি মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রেও বারকোড ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। আমাদের দেশও এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। বিস্কুটের প্যাকেট থেকে শুরু করে মুখে মাখার ক্রিম, গাড়ির যন্ত্রপাতি থেকে জামাকাপড় সব জায়গায় বারকোডের উপস্থিতি। এই ডিজিটাল পেমেন্টের যুগে বড় রেস্তরাঁ থেকে শুরু করে পাড়ার চায়ের দোকান 'কিউআর' কোডের ব্যানার ঝুলছে। তাতে স্ক্যান করে মুহূর্তের মধ্যে দাম মিটিয়ে দেওয়া যাচ্ছে। পাড়ার ছোট ছোট মুদির দোকানে ও এই 'কিউআর' কোডের দৌলতে 'ইউ পি আই' লেনদেন এ পিছপা হচ্ছে না। তাই অনায়াসেই বলা যায় এই 'কিউ আর' কোড না থাকলে 'ইউ পি আই' এর জনপ্রিয়তায় কিছুটা ভাঁটা পড়তো।

রাজা রামমোহন রায়: ধর্ম সংস্কারক ও আধুনিক মানুষ

এস ডি সুব্রত

রাজা রামমোহন রায় হিন্দু সংস্কারের এক মহান যুগের সূত্রপাত করেন। তিনি সতীদাহের মতো কুপ্রথার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে সক্ষম হন, যা ১৮২৯ সালে বিশেষ আইনের মাধ্যমে এ প্রথা বন্ধ করতে সরকারকে প্রভাবিত করে। রামমোহন প্রতিমা পূজাকেও দৃঢ়ভাবে বর্জন করেন এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে হিন্দুধর্ম এক সর্বজনীন ঈশ্বরের পূজা করতে নির্দেশ দেয়। শৈশবে একবার মামার বাড়ি যান রামমোহন। দাদু শ্যাম ভট্টাচার্য রামমোহনের হাতে পূজোর বেলপাতা দিয়েছেন, রামমোহন ঠাকুরের কাছে অর্পণ না করে মুখে নিয়ে চিবোচ্ছিলেন। এই দৃশ্য দেখে তারিণী দেবী থাপ্পড় মারেন। সেদিন তাঁর দাদু তাঁর মাকে বলেন, 'তুই পুজোর বেলপাতা এ ভাবে ফেলে দিলি! এ ছেলেকে নিয়ে তুই কখনও সুখী হবি না। তোর ছেলে বিধর্মী হবে।' রাজা রামমোহন রায় ছিলেন ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ। ছিলেন একজন সমাজ সংস্কারক।

রাজা রামমোহন রায় ১৭৭২ সালের ২২ মে হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন । তাঁর পিতার নাম রমকান্ত রায় ও মাতার নাম তারিণী দেবী। ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ নভেম্বর রামমোহনকে রাজা উপাধি দেন দিল্লির বাদশা। ১৯১৬ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নকশায় তৈরী হয় তাঁর রাধানগরের বাড়ি। এই বাড়ির বর্তমান নাম 'রামমোহন মেমোরিয়াল হল' । রামমোহন ছিলেন খাদ্যরসিক বাঙালী। গোটা একটা পাঁঠার মাংস খেয়ে নিতে পারতেন। নিত্যদিনের খাদ্য তালিকায় ছিল পঞ্চাশটি আম, এক কাঁদি নারকেল আর বারো সের দুধ।রামমোহনের দৈর্ঘ্য ছিল ৬ ফুটেরও বেশি। বেশ লম্বা চওড়া ছিলেন। বুকের মধ্যে রাখতেন ধারাল ছোরা। হাতের লাঠিতে থাকত গোপন তরোয়াল। রামমোহন ছিলেন প্রথম আধুনিক মানুষ। তিনি ছিলেন মুক্ত, ঈশ্বর থেকে মুক্ত, কুসংস্কার থেকে মুক্ত। রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে বাবা মায়ের সম্পর্ক কোনো কালেই ভালো ছিল না। পিতার মৃত্যুর পর তাঁকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেন তারিণী দেবী। রামমোহনের মাছ খাওয়া , তাঁর আরবি শিক্ষা, কোরান পড়া, সুফিবাদী বইপত্র অধ্যয়ন নিয়ে সবসময় ঝামেলা লেগেই থাকত। তাই বাড়ি থেকে চলে যেতে হয় তাঁকে। এমনকি পিতার মৃত্যুর পর মাকে শ্রাদ্ধের টাকা দিতে এলে, মা নেয়না। নিজের গয়না বন্দক দিয়ে শ্রাদ্ধ করেন।

ছোটবেলা থেকেই লেখাপড়ার প্রতি ছিল প্রবল আগ্রহ। মাত্র ৮ বছর বয়সে গ্রামের স্কুলে বাংলা এবং আরবীভাষা শেখেন। তারপর পাটনায় গিয়ে আরবী ও ফারসি শেখেন। বাবা রামকান্ত ছেলেকে মানুষের মতো মানুষ করে তুলতে রামমোহনকে পাঠালেন কাশীতে। এরপর ১২ বছর বয়সে সংস্কৃত ভাষা শেখার জন্য কাশীধামে যান। শিক্ষাজীবন শেষ করে তরুণ রামমোহন কলকাতায় মহাজনের কাজ করতেন। এরপর ১৮০৩ থেকে ১৮১৪ পর্যন্ত ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী ছিলেন। কিন্তু রামমোহন বেশিদিন চাকরি করেননি। সাহিত্য সাধনাও সমাজ সংস্কারের জন্য মুর্শিদাবাদে চলে আসেন। পরে কলকাতার মানিকতলায় বাড়ি কিনে থাকেন। এখানেই প্রতিষ্ঠা করেন আত্মীয় সভা। এরপর তিনি বাংলায় ব্রাহ্মণ পত্রিকা এবং ইংরেজীতে ইষ্ট ইন্ডিয়া গেজেট দুটো পত্রিকা বের করেন।রামমোহন মূর্তি পূজা মানতেন না। আর তাই তিনি হিন্দুদের পৌত্তলিক ধর্মপ্রণালী নামে একটি বই রচনা করেন। রামমোহন পিতাকে বললেন মূর্তি পূজা করা মানে মিথ্যার আরাধনা করা। তারপর তার ওই বই পড়ে তাঁর পিতা তাঁর উপর ক্ষুব্ধ হন। যার কারণে তাঁকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়। ১৫ বছর বয়সে বাড়ি ত্যাগ করে তিনি তিব্বতে চলে যান। বাড়ি থেকে বার করে দেওয়া রামমোহনের জীবনের যেন মুক্তি পাওয়া। ১৭৯০ সালে আবার বাড়ি ফিরে আসেন। এরপর পৈতৃক বাড়ি পরিত্যাগ করে , পাশের গ্রাম লাঙ্গুলপাড়াতে বসতি স্থাপন করেন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা থেকে জানা যায়, দিল্লির এক শেঠজি স্বর্গে গেছেন। শেঠজি কোটিপতি। ঘরে তাঁর চার-চারটি স্ত্রী। দলে দলে খিদমদগার, হুঁকোবরদার। যমুনার ধারে কয়েকশো মণ চন্দনকাঠ দিয়ে তৈরি করা হল আকাশ-ছোঁয়া চিতা। চিতায় শেঠজির সঙ্গে উঠলেন তাঁর চারটি স্ত্রী। কিন্তু অমন মানী লোকের স্বর্গে গিয়ে চারটি স্ত্রীতেই কেবল কুলোবে কেন? এত এব ঝি-চাকরকেও স্বর্গে যেতে হল তাঁর সঙ্গে। তামাক সাজবে কে, পা টিপে দেবে কে, হাওয়া করবে কে? সেইখানেই শেষ নয়। দুটো প্রকাণ্ড আরবি ঘোড়াকেও চিতায় চড়িয়ে দেওয়া হল। আবার ঘোড়া কেন? বা-রে নইলে শেঠজির মতো অমন দিকপাল লোক কিসে চড়ে স্বর্গের দেউড়িতে ঢুকবেন? এমনই ছিল সে যুগের কুসংস্কার। সেদিন রামমোহনের চোখ ফেটে জল এসেছিল লজ্জায় ও ক্ষোভে। সেদিন রাজা রাম মোহন রায় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন , এই ইতিহাস বদলাতে হবে। হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানকে এক মন্ত্রে মিলিয়ে দিয়ে সারা ভারতবর্ষে একটি মহাজাতিকে গড়ে তুলতে হবে। আর সেই মিলনমন্ত্র আসবে এই দেশের উপনিষদ থেকেই। সেই সংকল্প বুকে নিয়েই চার বছর পরে রামমোহন রায় দেশে ফিরলেন।' ১৮১২ সালে তাঁর ভাই মারা যান, আর সেইসময় তাঁর ভাইয়ের স্ত্রীকে চিতায় পুড়িয়ে মারা হয়। এই নির্মম দৃশ্য চোখে দেখে তিনি মেনে নিতে পারেননি। এই ঘটনা তাঁর মনে তীব্র প্রভাব ফেলে। আর তাই তিনি এই প্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে এই প্রথার বিরুদ্ধে একটি বাংলা পুস্তক রচনা করেন। তখনকার দিনে যা হত সব শাস্ত্র মেনে হত। আর তাই তিনি মনুসংহিতা সহ বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি নিয়ে প্রমাণ করেন সতীদাহ প্রথা অন্যায়। এছাড়াও তিনি সম্বাদ কৌমুদী সহ বিভিন্ন পত্রিকায় এ বিষয়ক লেখা প্রকাশ করতেন। এরপর নতুন গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিংক এর কাছে একটি আবেদন পত্র দেন। এই আবেদনে সাড়া দিয়ে ১৮২৯ সালের ৪ ঠা ডিসেম্বর ১৭ নং রেগুলেটিং আইন পাস করে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করেন। রাজা রামমোহন রায় মূর্তি পূজার বিরোধী ছিলেন, আর তাই ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে গড়ে তুললেন ব্রাহ্মসমাজ। এই সমাজ গড়ার মূল লক্ষ্য ছিল , ধর্ম ভেদাভেদ দূর করা। এই সমাজের মূল বক্তব্য, ঈশ্বর এক ও অভিন্ন, সকল ধর্মের মূল কথা এক । রামমোহন বিয়ে করেছিলেন, তৎকালীন ব্রাহ্মণ সমাজের প্রথা মেনে নয় বছর বয়সে । তিনবার বিয়ে করেন। আর এই থেকেই তিনি বহুবিবাহের বিরোধিতা করেন। এমনকি তাঁর ছেলেদের বলে দিয়েছিলেন, স্ত্রী বেঁচে থাকা অবস্থায় যদি কেউ আবার বিয়ে করেন, তাহলে পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে। রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থসমূহ হলো --বেদান্ত গ্রন্থ , বেদান্ত সার , তলবকার উপনিষৎ , ঈশোপনিষৎ ,ভট্টাচার্যের সহিত বিচার ,

কঠোপনিষৎ , মাণ্ডুক্যোপনিষৎ ,গোস্বামীর সহিত বিচার , সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ ,আত্মানাত্মবিবেক । ইংল্যান্ডের ব্রিস্টলে থাকাকালীন মেনিনজাইটিস রোগে আক্রান্ত হন। প্রায় আটদিন জ্বরে ভুগে ২৭ শে সেপ্টেম্বর ১৮৩৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন ।

মননের আলো

অধ্যাপক স্বপন কুমার মণ্ডল

মুখ বুজে অন্যায় অবিচার সহ্য করার চেয়ে প্রতিবাদ করে বিপদকে বরণ করা শ্রেয়। তাতে অন্তত মনের মধ্যে কুরে কুরে আত্মহত্যা করতে হয় না, নিজের কাছে সৎ থাকা যায় আজীবন।

কোট-আনকোট

শুভেন্দুবাবুর আত্মার সঙ্গে জড়িত এই আসন। শুভেন্দুবাবুই কাজ করবেন। প্রতিনিধিত্ব করব আমি। বিরোধীরা অস্তিত্বের লড়াইয়ের জন্য ব্যস্ত। তাঁদের মাঠ নেই, প্রচার করার জায়গা নেই। তারা তাঁদের জামানত বাজেয়াপ্ত হওয়া থেকে বাঁচার জন্য লড়াই করছেন। আর আমরা লড়াই করছি আমাদের ব্যবধান কতটা বাড়াতে পারি তার জন্য।

হাসিরানি রথ, নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

‘সমবায় দপ্তরে দুর্নীতি হতে দেব না, সততা নিয়ে চলুন পাশে আমি আছি’

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: ‘আমার জ্ঞানত সমবায় দপ্তরে কোনও দুর্নীতি হতে দেব না সততা নিয়ে চলুন আপনাদের পাশে আমি আছি।’ আকাইপুরে সমবায় সমিতির সভাতে গিয়ে বললেন রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া। উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের আকাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে সূচনা মহিলা সংঘের সাধারণ সভাতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, ‘আমার জ্ঞানত সমবায় দপ্তরে কোনও দুর্নীতি হতে দেব না। আপনারা সততা নিয়ে চলুন আপনাদের জন্য জান দিয়ে দেব। আগের সরকারের আমলে সমবায় দপ্তরে দুর্নীতি হয়েছে। এখন কোনও সমস্যা হলে আমাকে জানাবেন। কোনও সমস্যা থাকলে কোনও নেতা ধরে নয় সরাসরি আমার কাছে আসুন সমস্যার সমাধানের জন্য চেষ্টা করব।’ পরবর্তীতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের মন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া জানিয়েছেন, ‘আমার জ্ঞানত অবস্থায় সমবায় দপ্তরে দুর্নীতি হতে দেব না।এটা আমার কথা নয় এটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কথা। আমি একজন আম পাবলিক আমার বাড়িতে আসার জন্য কোনও নেতা ধরতে হবে না।’ অন্যদিকে বিধায়ক হওয়ার পরে বনগাঁ উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রথমবার আকাইপুর পঞ্চায়েত অফিসে প্রবেশ করলেন রাজ্যের মন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া।

বনগাঁ উত্তর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ২০২১ সালে বিজেপির প্রতীকে জয়ী হয়েছিল অশোক কীর্তনীয়া। গত ৫ বছরে বনগাঁ বিধানসভা এলাকার কোন পঞ্চায়েত অফিসে তিনি প্রবেশ করেননি। ২০২৬ সালে আবার বিজেপির প্রতীকে জয়ী হয়ে রাজ্যের মন্ত্রী হয়েছেন তিনি। শনিবার বনগাঁ উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের আকাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে প্রধানের পাশে বসে মন্ত্রী বলেন, প্রথমবারের জন্য তাঁর এলাকার কোনও পঞ্চায়েত অফিসে তিনি প্রবেশ করলেন। বিজেপির পঞ্চায়েত হওয়ার পরেই তিনি প্রবেশ করলেন।

এই বিষয়ে বনগাঁ উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক তথা মন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া জানিয়েছেন, ‘বিগত দিনে বনগাঁ বিধানসভার কোনও পঞ্চায়েত অফিসে প্রবেশ করিনি রাজ্যে পালাবদলের পরে আকাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপি দখল করবার পরেই আজ প্রথমবারের জন্য আকাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে প্রবেশ করলাম।’

সংগঠন মজবুত করাই লক্ষ্য: মানিক রায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: কাটোয়া সাংগঠনিক জেলা বিজেপির নতুন সভাপতি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর মেমারিতে সংবর্ধিত হলেন মানিক রায়। মেমারি ৫ নম্বর মণ্ডল বিজেপির পক্ষ থেকে তাঁকে উষ্ণ স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানানো হয়। নতুন সভাপতিকে ঘিরে এ দিনের কর্মসূচিতে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা চোখে পড়ে।

দায়িত্ব গ্রহণের পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মানিক রায় বলেন, দায়িত্ব নতুন বা পুরনো বলে কিছু হয় না, দায়িত্ব পাওয়া মানেই কাজের পরিধি ও কাজের চাপ বৃদ্ধি পাওয়া। দীর্ঘদিন ধরে সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এবং সকলকে সঙ্গে নিয়ে কাটোয়া সাংগঠনিক জেলার সামগ্রিক বিকাশ সাধনই তাঁর প্রধান লক্ষ্য বলে তিনি জানান।

দলের রাজনৈতিক আদর্শ প্রসঙ্গে মানিক রায় স্মরণ করিয়ে দেন, কেবল ক্ষমতার পরিবর্তন নয়, সমাজ পরিবর্তনের মাধ্যমে রাষ্ট্র নির্মাণই এই দলের মূল লক্ষ্য। তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ‘সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস ও সবকা প্রয়াস’, এই চতুঃসূত্রকে পাথেয় করেই জেলায় বিজেপির সাংগঠনিক কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

দলের ভেতর সুবিধাবাদ বা তোলাবাজির মতো অভিযোগ প্রসঙ্গে নবনিযুক্ত জেলা সভাপতি অত্যন্ত কড়া বার্তা দেন। তিনি অভিযোগ করেন, নির্বাচনের ঠিক পর কিছু সুযোগসন্ধানী মানুষ গলায় গেরুয়া উত্তরীয় জড়িয়ে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করেছে। তবে ভবিষ্যতে এই ধরনের কোনো নির্দিষ্ট অভিযোগ সামনে এলে বা দলের কারও নাম জড়ালে, দলীয় সংবিধান ও নিয়ম মেনে কঠোর শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে সাফ জানিয়ে দেন তিনি।

পাশাপাশি দলের নিচুতলার কার্যকর্তাদের উদ্দেশ্যে মানিক রায়ের বার্তা;তৃণমূল স্তর পর্যন্ত সংগঠনকে শক্তপোক্ত করার পাশাপাশি কেন্দ্র সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি যাতে সমাজের একদম শেষ প্রান্তে থাকা মানুষের কাছে পৌঁছায়, সেদিকে নজর রাখতে হবে। মেমারির এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠান থেকে আগামী দিনে কাটোয়া সাংগঠনিক জেলায় সংগঠন শক্তিশালী করার পাশাপাশি নিবিড় জনসংযোগের স্পষ্ট ইঙ্গিত দেন কাটোয়া সাংগঠনিক জেলার নতুন জেলা সভাপতি।

বিদ্যাসাগর স্মরণে শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সম্মাননা, রক্তদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: শিক্ষার আলো ছড়ানোর পাশাপাশি সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার বার্তাও দিলেন গোপীবল্লভপুরের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। শনিবার গোপীবল্লভপুর এক নম্বর ব্লক অডিটোরিয়ামে শিক্ষক সম্মাননা, বিদ্যাসাগর জয়ন্তী, বৃক্ষরোপণ ও স্বেচ্ছায় রক্তদান-সহ একাধিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। গোপীবল্লভপুর ১ নম্বর ব্লকের সমগ্র শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে প্রায় ৭০০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সম্মানিত করা হয়। পাশাপাশি রক্তদান শিবিরে স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন ৫১ জন। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন, বৃক্ষরোপণ এবং বিভিন্ন মনীষীর মূর্তিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে কর্মসূচির সূচনা করেন রাজ্যের মন্ত্রী অমিয় কিস্কু, ঝাড়গ্রাম বিধানসভার বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউ-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। শিক্ষক সমাজের অবদান এবং আগামী প্রজন্ম গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা নিয়ে অনুষ্ঠানে আলোচনা হয়। পাশাপাশি সমাজসংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিক্ষা, মানবিকতা ও সমাজসংস্কারের আদর্শ স্মরণ করা হয়। এদিন প্রায় ৭০০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে উত্তরীয়, মেমেন্টো ও গোলাপ দিয়ে সম্মাননা জানানো হয়। শিক্ষকতার পাশাপাশি সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার বার্তা দিতে আয়োজিত রক্তদান শিবিরেও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাশাপাশি বিভিন্ন স্তরের মানুষ অংশ নেন। সেখানে মোট ৫১ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ঝাড়গ্রাম বিধানসভার বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউ বলেন, শিক্ষকরাই আগামী প্রজন্মের ভিত তৈরি করেন। একজন শিক্ষক শুধু পাঠ্যবইয়ের শিক্ষা দেন না, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মানবিকতা, নৈতিকতা, শৃঙ্খলা ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার বোধও তৈরি করেন। তাই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সম্মান জানানো অত্যন্ত গর্বের বিষয়। বিদ্যাসাগরের মতো মহান মনীষীর আদর্শকে সামনে রেখে নতুন প্রজন্মকে শিক্ষার পাশাপাশি মানবিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে।

রক্তদান প্রসঙ্গে বিধায়ক বলেন, রক্তদান একটি মহৎ সামাজিক কাজ। মানুষের প্রয়োজনে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এই উদ্যোগ সমাজের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতার পরিচয় বহন করে। শিক্ষক সম্মাননার পাশাপাশি রক্তদানের মতো কর্মসূচি আয়োজন হওয়ায় অনুষ্ঠানের গুরুত্ব আরও বেড়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের সভাধিপতি গৌরী তালধী, গোপীবল্লভপুর ১ নম্বর ব্লকের ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক প্রসূন কুমার প্রামাণিক, গোপীবল্লভপুর পশ্চিম চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক বিজয় কুমার দাস, গোপীবল্লভপুর পূর্ব চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক অরিজিৎ মজুমদার-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট সমাজসেবী ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা। শিক্ষক সম্মাননা, বিদ্যাসাগর স্মরণ, বৃক্ষরোপণ এবং রক্তদানের এই সমন্বিত কর্মসূচিকে ঘিরে এদিন গোপীবল্লভপুর এক নম্বর ব্লক অডিটোরিয়ামে ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ।

বাঁকুড়ায় বন্যা পরিস্থিতি, সমস্যায় শতাধিক গ্রাম

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: নিম্নচাপে তিনদিন টানা বৃষ্টিতে বাঁকুড়ায় বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। দ্বারকেশ্বর, শিলাবতী, গন্ধেশ্বরী, ভৈরববাঁকি ও শালী সহ সব ক'টি নদী ফুলেফেঁপে উঠেছে। বাঁকুড়া জেলায় শনিবার নতুন করে বৃষ্টি না হলেও নদীগুলির উচ্চ অববাহিকায় বৃষ্টিপাত হয়ে চলেছে। এতে বাঁকুড়ার বন্যা পরিস্থিতি আরও জটিল আকার নিয়েছে। দ্বারকেশ্বর নদের ওপর থাকা কেঞ্জাকুড়ার সঞ্জীবনী সেতু, বাঁকুড়া শহরের মিনা পুর কজওয়ে এবং ভাদুল কজওয়ে-সহ একাধিক সেতু জলের তলায় চলে গিয়েছে। একই ভাবে গন্ধেশ্বরী নদীর ওপর থাকা ছাতনা-শুশুনিয়া কজওয়ে এবং বাঁকুড়া উগরাডিহি রাস্তার মানকানালি সেতু এবং শিলাবতীর পাথরডাং কজওয়ে ডুবে গেছে।এতে চরম সমস্যায় পড়েছেন জেলার শতাধিক গ্রাম।

শনিবার সকাল থেকে বাঁকুড়া শহর সংলগ্ন মিনা পুর কজওয়ে কাছে রতন মাল, পবিত্র বাগতি, অনন্ত কর্মকার সহ স্থানীয় বাসিন্দাদের ক্ষোভে সরব হতে দেখা যায়।তাদের অভিযোগ বছরের পর বছর এই ঘটনা ঘটে চলেছে।তাদের বক্তব্য, শুক্রবার এই সেতুর ওপর দিয়ে ৫-৬ ফুট উচ্চতায় জল বয়ে যাচ্ছিল। সেতুর দুপাশের রেলিং সম্পূর্ন ডুবে যায়নি। শনিবার সেখানে রেলিং সম্পূর্ন ডুবে গেছে। সেতুর ওপর প্রায় ৮ ফুট উচ্চতায় জল বয়ে চলেছে। এতে এই সেতুর দু'পাশের বাসিন্দারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এতে জীবন জীবিকা, চিকিৎসা ও পড়াশুনা সবই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। একই ক্ষোভ দেখা যায় কমলপুর কেঞ্জাকুড়া রাস্তা ওপর সঞ্জীবনী সেতু ও ভাদুল সুর্পানগর কজ ওয়ে। প্রত্যেকের বক্তব্য পূজার মুখে এই ঘটনায় তাঁরা চরম ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন।

খাবারের খোঁজে স্কুলের রান্নাঘরে হানা হাতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: শুক্রবার রাতে বাঁকুড়া উত্তর বন বিভাগের বেলিয়াতোড় রেঞ্জের সাউলিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মিড ডে মিলের রান্নাঘরের একাংশ ভেঙে ফেলেছে একটি দাঁতাল হাতি। পাশাপাশি পড়ুয়াদের খাবার ঘরের চালাটিরও একাংশ ভেঙে দিয়েছে বুনো দাঁতালটি।

বিদ্যালয়ের সহ-শিক্ষক অদ্বৈত আখুলি বলেন, কয়েকদিন ধরে টানা বৃষ্টিপাত চলছে। এই আবহাওয়ায় রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ হাতিটি স্কুলে ঢুকে মিড ডে মিলের ঘরে হানা দেয়। খাবারের খোঁজে এলেও দরজা না-ভেঙে রান্নাঘরের অ্যাডবেসটস চালার একাংশ ভেঙে দেয়। পাশের খাবার ঘরের চালাটিও কিছুটা ভেঙে দেয়। গ্রামবাসীরা শধ শুনে বেরিয়ে এসে দেখেন, হাতিটি শুঁড় দিয়ে চাল ডাল বের করার চেষ্টা করছে। এরপর তারা টিন বাজিয়ে, হুলা জ্বেলে হাতিটিকে তাড়ানোর জন্য চেষ্টা করেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাতিটি জঙ্গলে ঢুকে যায়।

অদ্বৈতবাবু বলেন, বৃষ্টির জলে রান্নাঘরটি জল থই থই করছে। একই অবস্থা খাবার ঘরেও। শনিবার কোনওরকমে মিড ডে মিলের রান্না হয়েছে। কিন্তু পড়ুয়ারা ভালোভাবে বসে খেতে পারেনি। তিনি বলেন, ‘আমরা সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে দ্রুত রান্নাঘর ও খাবার ঘরের ভাঙা অংশ মেরামত করা হয়।’ বাসিন্দারা জানান, ‘তাঁদের গ্রামটি একেবারে জঙ্গল লাগোয়া। যখন হাতির পাল এলাকায় ঢোকে তখন মাঠের পর মাঠ ফসল মাড়িয়ে দেয়। আর বারোমাসই হামলা চালায় আবাসিক হাতিরা। প্রাণ হাতে নিয়ে দিন কাটাতে হয় বাসিন্দাদের। আমরা হাতি সমস্যার স্থায়ী সমাধান চাইছি।’

বেলিয়াতোড় রেঞ্জের এক আধিকারিক জানান বিদ্যালয়ের ক্ষয়ক্ষতি সংক্রান্ত আবেদন করলে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। তিনি বলেন, উত্তর বাঁকুড়া বন বিভাগের বড়জোড়ায় ২টি ও সোনামুখীতে ১টি মোট ৩টি হাতি রয়েছে। জঙ্গল লাগোয়া গ্রামগুলির বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি বনকর্মীরা হাতি তিনটির গতিবিধির ওপর নজর রাখছে।

সাইবার অপরাধের হটস্পটে পুলিশি হানা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: সাইবার অপরাধের বিরুদ্ধে বড়সড় অভিযান বসিরহাট জেলা পুলিশের। সাইবার অপরাধের সম্ভাব্য হটস্পট হিসেবে চিহ্নিত এলাকায় পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে এখনও পর্যন্ত পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে সাতটি ব্যাঙ্কের পাসবই, ১৪টি এটিএম কার্ড, দু'টি সিম কার্ড এবং ১০টি চেকবই। উদ্ধার হওয়া নথি ও সামগ্রীগুলি সাইবার অপরাধের কাজে ব্যবহার করা হত কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সাইবার অপরাধের সম্ভাব্য হটস্পট সংক্রান্ত বেশ কিছু তথ্য হাতে আসার পরই সন্দেহভাজনদের গতিবিধির ওপর নজরদারি শুরু হয়। এরপর নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া একাধিক ব্যাঙ্কের পাসবই, এটিএম কার্ড, সিম কার্ড এবং চেকবই ঘিরে তদন্তকারীদের সন্দেহ আরও জোরালো হয়েছে। এই নথিগুলি কার নামে, কীভাবে অভিযুক্তদের হাতে এল এবং সাইবার প্রতারণার কোনও ঘটনায় এগুলি ব্যবহার করা হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সাইবার অপরাধের সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কি না, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে সেই তথ্য জানার চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি, সম্ভাব্য অন্যান্য অভিযুক্তদের চিহ্নিত করতে তদন্ত ও অভিযান জারি রয়েছে।

বিদ্যাসাগরের জন্মজয়ন্তী পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: এদিন পূর্ব বর্ধমানের দীননাথ দাস উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষক দীপ্ত সুন্দর মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ও শিক্ষিকা সুনীতা সাহার পরিচালনায় প্রথম পিরিয়ডের পর দয়ার সাগরের জন্মজয়ন্তী সমারোহের সঙ্গে পালিত হল বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে।

শিক্ষিকা কৃষ্ণা ঘোষ বলেন, বিদ্যাসাগরের মানবতাবাদী দিকটি আজকের দিনেও বিশেষ প্রাসঙ্গিক। এই প্রসঙ্গে তাঁর মায়ের দেওয়া চাদর এবং দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণের বৃত্তান্তটি স্মরণযোগ্য। সমাজগঠনে নারীদের শক্তি সবথেকে বেশি বলে নারীশিক্ষায় তাঁর কর্মধারা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কবিতা পাঠে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন শিক্ষক সৌমেন লাহা।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক ও জাতীয় মেন্টর ড. সুভাষচন্দ্র দত্ত বলেন, সাধারণ মানুষ যেভাবে চিন্তা করে বিদ্যাসাগর তার থেকে অন্য রকম ভাববার ক্ষমতা রাখতেন। তাই তিনি বাল্যবিবাহ রোধ, বিধবাবিবাহ প্রচলন ইত্যাদি করতে পেরেছিলেন।

ফর্ম নং ইউআরসি-২

আইনের অধ্যায় XXI-এর পার্ট I-এর অধীনে নিবন্ধনের বিষয়ে নোটিশ প্রদানকারী বিজ্ঞাপন

[কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৩৭৪(বি) এবং কোম্পানি (নিবন্ধনের জন্য অনুমোদিত) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ৪(১) অনুসারে]

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৩৬৬-এর উপ-ধারা (২) অনুসারে, এই বিজ্ঞপ্তির পনেরো দিন পরে কিন্তু এর ত্রিশ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (CRC), কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিস-এর কার্যালয়ে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করা হয়েছে যাতে **জিভা ভল্ট এলএলপি** (LLPIN : ACR-4678)-কে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর অধ্যায় XXI-এর পার্ট ১-এর অধীনে একটি প্রাইভেট কোম্পানি লিমিটেড বাই শেয়ারস হিসেবে নিবন্ধিত করা যেতে পারে।

২. কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্য হলো জৈবিক নমুনার সংগ্রহ, অধিগ্রহণ, প্রক্রিয়াকরণ, সঞ্চয়স্থান, বিতরণ এবং গবেষণা জড়িত বায়োব্যাঙ্কিং ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করা।

৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া সংঘ স্মারক এবং সংঘবিধি-এর একটি অনুলিপি ব্রিজধাম হাউজিং কমপ্লেক্স, ব্লক ২, এফ১২, ক্যানাল স্ট্রিট, শ্রীভূমি, লেকটাউন, উত্তর ২৪ পরগণা-৭০০০৪৮, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় অবস্থিত অফিসে পরিদর্শন করা যেতে পারে।

৪. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, এই আবেদনে আপত্তিকারী যে কোনো ব্যক্তি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে একুশ দিনের মধ্যে সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (IICA), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসর, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন-১২২০৫০ ঠিকানায় রেজিস্ট্রারকে লিখিতভাবে তাদের আপত্তি জানাতে পারেন, এবং এর একটি অনুলিপি কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে পাঠাতে হবে।

জিভা ভল্ট এলএলপি-এর পক্ষে
প্রজ্ঞা আগরওয়াল
ডেজিগনেটেড পার্টনার

তারিখ : ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬
স্থান : কলকাতা

ফর্ম জি

এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট বা আগ্রহ প্রকাশের আহ্বান

কলকাতায় প্লাস্টিক শিল্পে কার্যরত অলফ্লেক্স প্লাস্টিক এলএলপি-এর জন্য

(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্ক্রাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (কর্পোরেট ব্যক্তিদের জন্য ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া) প্রবিধানমালা, ২০১৬-এর প্রবিধান ৩৬এ-এর উপ-প্রবিধান (১)-এর অধীনে)

ক্র. নং	প্রাসঙ্গিক বিবরণ	
১”	কর্পোরেট ডেটরের নাম এবং প্যান ও সিআইএন/এলএলপি নং	অলফ্লেক্স প্লাস্টিক এলএলপি প্যান: ABBFA3752B LLPIN: AAD-1074
২	নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা	৭, ছাতাওয়ালা গলি, কলকাতা ৭০০০১২, পশ্চিমবঙ্গ
৩	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	প্রযোজ্য নয়
৪	যে স্থানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত তার বিবরণ	সাঁকরাইল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, জলাধূলাগড়ি, হাওড়া-৭১১৩০২, পশ্চিমবঙ্গ।
৫	প্রধান পণ্য/পরিষেবাগুলির ইনস্টল করা ক্ষমতা	বর্তমানে, কর্পোরেট ডেটরটি চালু নেই এবং কর্পোরেট ডেটরের নামে কোনো সম্পদ নেই।
৬	গত আর্থিক বছরে বিক্রিত প্রধান পণ্য/পরিষেবাগুলির পরিমাণ এবং মূল্য	বর্তমানে, কর্পোরেট ডেটরটি চালু নেই এবং এটি কোনো গোয়িং কনসার্ন নয়। ৩১.০৩.২০২৫ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য পরিচালনা থেকে আয় হলো ৪৪,৯৮,৭৯,৯৫৮.৯০/- টাকা। ইনস্টল করা ক্ষমতা ছিল প্রতি মাসে ৮০০ এমটি বা ৮ কোটি।
৭	কর্মচারী/শ্রমিকদের সংখ্যা	নেই
৮	গত দুই বছরের সর্বশেষ উপলব্ধ আর্থিক বিবরণী (তফসিল সহ), পাওনাদারদের তালিকা সহ আরও বিস্তারিত বিবরণ যে ইউআরএল (URL)-এ উপলব্ধ:	**নিচে দেওয়া গুগল ড্রাইভ লিঙ্কে উপলব্ধ:** https://drive.google.com/drive/folders/1N3dDyo4nUQt0wnpQIBKaTSOOH-7P6L_D?usp=drive_link
৯	কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ) -এর অধীনে রেজোলিউশন আবেদন-কারীদের যোগ্যতা যে ইউআরএল -এ উপলব্ধ:	**নিচে দেওয়া গুগল ড্রাইভ লিঙ্কে উপলব্ধ:** https://drive.google.com/drive/folders/1N3dDyo4nUQt0wnpQIBKaTSOOH-7P6L_D?usp=drive_link
১০	আগ্রহ প্রকাশের প্রাপ্তির শেষ তারিখ	১১.১০.২০২৬
১১	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের অস্থায়ী তালিকা প্রকাশের তারিখ	১৬.১০.২০২৬
১২	অস্থায়ী তালিকার উপর আপত্তি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২১.১০.২০২৬
১৩	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের তারিখ	২২.১০.২০২৬
১৪	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের কাছে ইনফরমেশন মেমোরেন্ডাম, ইভ্যালুয়েশন ম্যাট্রিক্স এবং রেজোলিউশন প্ল্যানের জন্য অনুরোধ জারির তারিখ	২২.১০.২০২৬
১৫	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২১.১১.২০২৬
১৬	আগ্রহ প্রকাশের জমা দেওয়ার প্রসেস ইমেইল আইডি	allflexplasticllp.cirp@gmail.com

স্বাক্ষরিত/-
হংসরাজ জারিয়া
রেজোলিউশন প্রফেশনাল
অলফ্লেক্স প্লাস্টিক এলএলপি (সিআইআরপি -এর অধীনে)
আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং: IBBI/IPA-002/IP-N00835/2019-2020/12663
নিবন্ধিত ঠিকানা: ৩৬, অবিনাশ শাসমল লেন, বেলেঘাটা, ফুলবাগান, পবনপুত্র হোটেলের কাছে, কলকাতা-৭০০০১০, পশ্চিমবঙ্গ
ইমেইল: hansrajjaria@gmail.com | allflexplasticllp.cirp@gmail.com
এএফএ -AA2/12663/02/300627/204411, বৈধতার মেয়াদ - ৩০.০৬.২০২৭ পর্যন্ত

তারিখ: ২৬.০৯.২০২৬
স্থান: কলকাতা

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল
৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/৯৮৭৪০ ৯২২২০

ফর্ম এ

সাধারণ ঘোষণা

(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্ক্রাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (কর্পোরেট ব্যক্তিদের জন্য ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া) প্রবিধানমালা, ২০১৬-এর প্রবিধান ৬-এর অধীনে)

শ্রীসত্য স্পঞ্জ অ্যান্ড পাওয়ার প্রাইভেট লিমিটেড-এর পাওনাদারদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য

	প্রাসঙ্গিক বিবরণ	
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	**শ্রীসত্য স্পঞ্জ অ্যান্ড পাওয়ার প্রাইভেট লিমিটেড**
২.	কর্পোরেট ডেটর নিগমিত হওয়ার তারিখ	১০ আগস্ট, ২০১৬
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর নিগমিত/নিবন্ধিত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং / লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U27200WB2016PTC217058
৫.	কর্পোরেট ডেটরের নিবন্ধিত কার্যালয় এবং প্রধান কার্যালয়ের (যদি থাকে) ঠিকানা	**নিবন্ধিত কার্যালয় :** ডিএন-৩৬, প্রাইমার্ক টাওয়ার, সেক্টর-V, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০০৯১, পশ্চিমবঙ্গ
৬.	কর্পোরেট ডেটরের ক্ষেত্রে ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ	২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (আদেশ প্রাপ্তির তারিখ : ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬)
৭.	ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	২২ মার্চ, ২০২৭
৮.	অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনাল হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি প্রফেশনাল-এর নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	প্রতিম বয়াল IBBI/IPA-003/IPN0213/2018-2019/12385
৯.	বোর্ডের কাছে নিবন্ধিত অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনাল-এর ঠিকানা এবং ই-মেইল	প্রতিম বয়াল সেন্ট্রাল প্লাজা, ৭ম ফ্লোর, রুম নং ৭০৮, ২/৬ শরৎ বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০ **ইমেইল : pratimbayal@gmail.com**
১০.	অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনাল-এর সাথে যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত ঠিকানা এবং ই-মেইল	প্রতিম বয়াল প্রযত্নে : আর আর মোদী, রুম নং ৪সি, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ৫ এবং ৬ পান্নালাল ব্যানার্জি লেন, কলকাতা-৭০০০০১ **ইমেইল : cirp.shreesatya@gmail.com**
১১.	দাবি পেশ করার শেষ তারিখ	৭ অক্টোবর, ২০২৬
১২.	ধারা ২১-এর উপ-ধারা (৬এ)-এর ক্লজ (বি)-এর অধীনে পাওনাদারদের শ্রেণিবিভাগ, যদি থাকে, যা অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনাল কর্তৃক নিরূপিত হয়েছে	নেই
১৩.	একটি শ্রেণিতে পাওনাদারদের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার জন্য চিহ্নিত ইনসলভেন্সি প্রফেশনালদের নাম (প্রতিটি শ্রেণির জন্য তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়
১৪.	প্রাসঙ্গিক ফর্মগুলি এবং অনুমোদিত প্রতিনিধিদের বিবরণ যেখানে উপলব্ধ	**ওয়েব লিঙ্ক : www.ibbi.gov.in** প্রযত্নে : আর আর মোদী, রুম নং ৪সি, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ৫ এবং ৬ পান্নালাল ব্যানার্জি লেন, কলকাতা-৭০০০০১ **ইমেইল : cirp.shreesatya@gmail.com**

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ তাদের ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখের কোম্পানি পিটিশন (IB) No.135/KB/2026-এ প্রদত্ত আদেশের মাধ্যমে গত ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে শ্রীসত্য স্পঞ্জ অ্যান্ড পাওয়ার প্রাইভেট লিমিটেড-এর একটি কর্পোরেট ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া শুরু করার আদেশ দিয়েছে।

শ্রীসত্য স্পঞ্জ অ্যান্ড পাওয়ার প্রাইভেট লিমিটেড-এর পাওনাদারদের এতদ্বারা আগামী ৭ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে বা তার আগে দফা নং ১০-এ উল্লেখিত ঠিকানায় অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনাল-এর কাছে প্রমাণ সহ তাদের দাবি জমা দেওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে।

আর্থিক পাওনাদাররা শুধুমাত্র বৈদ্যুতিন মাধ্যমে প্রমাণ সহ তাদের দাবি জমা দেবেন। অন্যান্য সমস্ত পাওনাদাররা সশরীরে, ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে প্রমাণ সহ তাদের দাবি জমা দিতে পারেন।

দফা নং ১২-এর বিপরীতে তালিকাভুক্ত কোনো শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত একজন আর্থিক পাওনাদার, ফর্ম সিএ -তে সেই শ্রেণির (NIL) অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার জন্য দফা নং ১৩-এর বিপরীতে তালিকাভুক্ত তিনজন ইনসলভেন্সি প্রফেশনাল-এর মধ্যে থেকে তার পছন্দের অনুমোদিত প্রতিনিধিকে নির্দেশ করবেন।

দাবির মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর প্রমাণ জমা দিলে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

স্বা/-
(প্রতিম বয়াল)
অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাব পেশাদার
IBBI/IPA-003/IPN0213/2018-2019/12385

তারিখ : ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬
স্থান : কলকাতা

বৈঁক ऑफ़ इंडिया
Bank of India
Relationship beyond banking

দুর্গাপুর জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং অ্যাভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন-৭১৩২১২, ফোন নং : ৭৪৭৯০০৭৩৫৬

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

[রুল ৮(৬)-এর শর্ত দেখুন]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর **রুল ৮(৬)**-এর শর্তের সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারদের নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার গঠনমূলক দখল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক নেওয়া হয়েছে, তা ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার বকেয়া নীচে উল্লেখিত পরিমাণ আদায়ের জন্য নীচে উল্লেখিত ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টারদের কাছ থেকে **২৭.১০.২০২৬** তারিখে ‘‘যেখানে যেমন আছে’’, ‘‘যেমন আছে যা আছে’’ এবং ‘‘যাই থাক না কেন’’ ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নীচে উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম ও ঠিকানা, শাখার নাম সহ	সম্পত্তির বিবরণ	ক. সুরক্ষিত ঋণ/ বকেয়া পরিমাণ (টাকায়) খ. দাবি নোটিশের তারিখ গ. দখলের তারিখ	১. সংরক্ষিত মূল্য ২. বায়না জমা (ইএমডি) ৩. বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	**সাঁকটিয়া শাখা** অ্যাকাউন্টের নাম : **অধিকারী ব্রাদার্স** **ঋণগ্রহীতাদের নাম- অধিকারী ব্রাদার্স, স্বত্বাধিকারী - মণিলাল অধিকারী,** **আবাসিক ঠিকানা** : কামারগড়িয়া, সাঁকটিয়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ	সম্পত্তিটি ১০.০০ ডেসিমেল জমির উপর নির্মিত একটি দোতলা ভবন। সম্পত্তিটি প্লট নং- ৭৬৭, খতিয়ান নং- ৮২, হোল্ডিং নং- ১২৪, মৌজা - কামারগড়িয়া, জে.এল নং- ১৯৩, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। সম্পত্তিটি **শ্রী কচিকান্ত অধিকারীর** নামে রয়েছে। **সীমানা :** পূর্বে : বিজয় কোনার-এর জমি, পশ্চিমে : অজিত অধিকারীর জমি, উত্তরে : উদয় চাঁদ অধিকারীর জমি, দক্ষিণে : হরিসাধন অধিকারীর জমি।	**ক. ১৮.২৯ লক্ষ টাকা + ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ।** **খ. ১৬.০৫.২০২৩** **গ. ২২.০৮.২০২৩**	**১. ২০,৯১,০০০.০০ টাকা** **২. ২,০৯,১০০.০০ টাকা** **৩. ১০,০০০.০০ টাকা**

নিয়ম ও শর্তাবলী :

১. নিলাম বিক্রয়/বিডিং শুধুমাত্র **https://BAANKNET.com** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ‘‘অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং’’ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হবে।

২. নিলামের তারিখ এবং সময় **২৭.১০.২০২৬ সকাল ১০.০০ টা থেকে বিকেল ০৫.০০ টা পর্যন্ত** সমস্ত সম্পত্তির জন্য, এরপর প্রতিটিতে ৫ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ, অর্থাৎ নিলাম প্রক্রিয়া প্রথম পর্যায়ে ১৮০ মিনিটের জন্য চলবে এবং শেষ ৫ মিনিটে একটি বৈধ বিড প্রাপ্ত হলে, নিলাম আরও ৫ মিনিটের জন্য বাড়ানো হবে। শেষ ৫ মিনিটে কোনো বৈধ বিড না পাওয়া পর্যন্ত প্রক্রিয়াটি চলতে থাকবে। উপরে উল্লেখিত সংরক্ষিত মূল্যে নিলাম শুরু হবে। আগ্রহী পক্ষগুলি **২৬.১০.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত (বিকেল ০৪.০০ টা পর্যন্ত)** সাইটে সম্পত্তিগুলি পরিদর্শন করতে পারেন।

৩. ইচ্ছুক বিডারদের https://BAANKNET.com পোর্টালে তাদের নাম নিবন্ধন করতে হবে এবং তাদের ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে হবে। সম্ভাব্য বিডাররা উপরে উল্লিখিত লিঙ্কে নিলামের জন্য কীভাবে নিবন্ধন করতে হবে, নিলামের মোড এবং অনুসরণ করা অন্যান্য প্রক্রিয়াগুলি খুঁজে পেতে পারেন। আগ্রহী বিডাররা যেকোনো প্রশ্নের জন্য ০৩৩-২২১০-৭৪৪৮, অমিত কুমার সিং (+৯১৯০০৬০৮২০৪৫) বা পঙ্কজ সিং (+৯১৮০৫১৮০২৭৭৭)-এ যোগাযোগ করতে পারেন।

৪. উপরোক্ত সম্পত্তি/সম্পদগুলি ‘‘যেখানে যেমন আছে’’, ‘‘যেমন আছে যা আছে’’ এবং ‘‘কোনো ভিত্তি ব্যতীত’’ ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। আগ্রহী বিডারদের তাদের বিড জমা দেওয়ার আগে দায়বদ্ধতা, নিলামে রাখা সম্পত্তির মালিকানা এবং সম্পত্তিকে প্রভাবিত করা দাবি/অধিকার/বকেয়া সম্পর্কে তাদের নিজস্ব অনুসন্ধান করা উচিত। অনুমোদিত অফিসার/সুরক্ষিত পাওনাদার কোনো তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/বকেয়ার জন্য কোনোভাবেই দায়ী থাকবেন না।

৫. উপরের তফসিলে উল্লেখিত বিবরণ অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসারের সেরা তথ্যের ভিত্তিতে বলা হয়েছে এবং/বা ব্যাঙ্ক এই পাবলিক নোটিশে কোনো ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়ার জন্য দায়ী থাকবে না।

৬. পূর্বোক্ত সম্পত্তিগুলি উপরে উল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না। ইচ্ছুক বিডারদের মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. দ্বারা **BAANKNET** পোর্টালে প্রদত্ত ওয়ালেটে উপরে উল্লেখিত আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) জমা করতে হবে। ওয়ালেটে ইএমডি জমা করার প্রক্রিয়ার বিশদ বিবরণ উপরে উল্লিখিত লিঙ্কে পাওয়া যাবে।

৭. ইচ্ছুক বিডারদের নিলামের তারিখের অনেক আগে পূর্বোক্ত পোর্টালে নিজেদের নিবন্ধন করতে হবে এবং **২৭.১০.২০২৬** তারিখ বা তার আগে বৈধ বিড জমা দিতে হবে।

৮. বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক বিড মূল্য গ্রহণের পরের দিনের মধ্যে ইতিমধ্যে প্রদত্ত ইএমডি সহ সর্বোচ্চ/সফল বিডারকে বিক্রয় মূল্যের ২৫ শতাংশ জমা দিতে হবে, এটি করতে ব্যর্থ হলে ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। সর্বোচ্চ বিডারকে সর্বদা বিড করার জন্য আইনত যোগ্য হওয়ার শর্তে এখানে উল্লিখিত সম্পত্তির সফল বিডার/ক্রেতা হিসেবে ঘোষণা করা হবে।

৯. বিড/ক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক বিক্রয় নিশ্চিতকরণের বিক্রয়ের **১৫ তম দিনে** বা তার আগে (ব্যাঙ্কিং সময়ের মধ্যে) বা শুধুমাত্র অনুমোদিত অফিসারের বিবেচনার ভিত্তিতে লিখিতভাবে সম্মত কোনো বর্ধিত সময়ের মধ্যে প্রদেয় হবে। সফল বিডার দ্বারা অর্থ প্রদানে খেলাপি হলে বিডারের দ্বারা ইতিমধ্যে জমা করা অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক নিলাম বাতিল করতে এবং নতুন নিলাম পরিচালনা করতে স্বাধীন থাকবেন।

১০. সম্পূর্ণ বিক্রয় মূল্য প্রাপ্তির পর, অনুমোদিত অফিসার বিডারের নামে বা তাঁর মনোনীত ব্যক্তির নামে বা বিডারের অনুরোধে অন্য কোনো ব্যক্তির সাথে যৌথভাবে সেল সার্টিফিকেট ইস্যু করবেন এবং তারপর বিক্রয় সম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে এবং ব্যাঙ্ক কোনো দাবি গ্রহণ করবে না।

১১. অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ বিড বা যেকোনো বা সমস্ত বিড গ্রহণ করতে বাধ্য নন এবং কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো বা সমস্ত বিড গ্রহণ বা বাতিল করার এবং নিজের সম্পূর্ণ বিবেচনার ভিত্তিতে বিক্রয়ের যেকোনো শর্ত পরিবর্তন, পরিমার্জন এবং মওকুফ করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

১২. কনভেয়েন্স ডিড, সার্ভিস ট্যাক্স/টিডিএস (৫০ লক্ষ টাকা বা তার বেশি মূল্যের সম্পত্তির জন্য সেকশন ১৯৪ IA অনুযায়ী) সহ প্রযোজ্য কর, যদি থাকে, তার জন্য প্রদেয় সমস্ত চার্জ/ফি সফল বিডার/ক্রেতা বহন করবেন।

১৩. এই প্রকাশনাটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৬) এবং রুল ৬(২)-এর অধীনে অগ্রিমের উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার/বন্ধকদাতাদের উদ্দেশ্যে তিরিশ দিনের (৩০) নোটিশও বটে।

তারিখ : ২৫.০৯.২০২৬
স্থান : দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার,
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

রঙের নকশায় সচেতনতার বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: রঙের আলপনায় ভেসে উঠল দেশাত্মবোধ ও সামাজিক সচেতনতার অনন্য বার্তা। শনিবার কুমারগঞ্জের কিষাণ মান্ডি চত্বরে কুমারগঞ্জ ব্লকের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল এক বিশেষ রঙ্গোলি প্রতিযোগিতা। 'সেবার রঙ্গে, দেশের সঙ্গে' ভাবনাকে মূল থিম হিসেবে সামনে রেখে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়, যেখানে ব্লকের ছয়টি বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা অংশ নেয়।

শনিবার দুপুরে কিষাণ মান্ডি চত্বরে জড়ো হয়ে বিভিন্ন রং ও উপাদানের সমন্বয়ে নান্দনিক সব রঙ্গোলি ফুটিয়ে তোলে প্রতিযোগী পড়ুয়ারা। প্রতিটি নকশার ছত্রে ছত্রে ফুটে ওঠে জনপরিষেবা, দেশপ্রেম এবং সমাজের প্রতি নাগরিক দায়বদ্ধতার ছবি। নিজেদের সৃজনশীল ভাবনার মাধ্যমে এমন গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বার্তা তুলে ধরতে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দারুণ আবেগ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

এই রঙ্গোলি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল এলাকার বিশিষ্ট ছয়টি স্কুল; ডাঙ্গারহাট হাইস্কুল, গোপালগঞ্জ আরএন হাইস্কুল, গৌরাঙ্গপুর হাইস্কুল, সাফানগর হাইস্কুল, সীতাহার-মূলগ্রাম হাইস্কুল এবং গোলাবাড়ি হাইস্কুল। শুধু পড়ুয়ারা একা নয়, খুদে চিত্রশিল্পীদের উৎসাহ দিতে এবং প্রতিযোগিতাকে সফল করে তুলতে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যেও বিশেষ আগ্রহ ও সক্রিয় উপস্থিতি নজর কেড়েছে।

অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত থেকে পড়ুয়াদের উৎসাহিত করেন কুমারগঞ্জের দুই চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক দেবাশিস তামাং ও দেবলীনা চট্টোপাধ্যায় এবং এডিএ দেবারতি শীল। এছাড়া প্রশাসন ও শিক্ষা দফতরের অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে সমগ্র আয়োজনটি সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়। প্রতিযোগিতা শেষে আয়োজকদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, অংশগ্রহণকারী ছয়টি বিদ্যালয়ের মধ্যে থেকে সেরার বিচারে সেরা দু'টি বিদ্যালয়কে পুরস্কৃত করা হবে।

বেহাল নিকাশিনালা, জলমগ্ন তপোবন সিটি আবাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: টানা কয়েকদিনের বৃষ্টির জেরে কাঁকসার বামুনারা এলাকায় তপবন সিটি আবাসনে জমে যায় বৃষ্টির জল। নিকাশি ব্যবস্থা ঠিক না- থাকায় বাইক, চার চাকা থেকে সাইকেল সবই এখন জলের তলায়। হাঁটু সমান জল পেরিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে আবাসিকদের। এমনই জলযন্ত্রণার ছবি দুর্গাপুরের তপোবন সিটিতে। ফলে আবাসনের ভিতরেই কার্যত জলবন্দি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। জরুরি প্রয়োজনে বাইরে বেরোতে গেলেও হাঁটুর সমান জল পেরিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে বাসিন্দাদের। শিশু, বয়স্ক থেকে শুরু করে সাধারণ আবাসিক সকলকেই চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হয়েছে।

আবাসিকদের অভিযোগ, প্রতি বছর বর্ষা এলেই একই সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় তাদের। দামি আবাসন হওয়া সত্ত্বেও বৃষ্টির জল নিষ্কাশনের স্থায়ী ব্যবস্থা না থাকায় সামান্য বেশি বৃষ্টি হলেই গোটা এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। এক আবাসিক ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে বলেন, বিল্ডার ফ্ল্যাট বিক্রি করে চলে গিয়েছে। এখন সমস্যা হচ্ছে যারা কিনেছে তাদের। এই অবস্থায় স্টিমার চালাতে হবে এমন অবস্থা। আবাসিক অনুপ মিত্র বলেন, চারিদিকে জল জমে গিয়েছে। অনেকের বাইক, চার চাকা ডুবে গিয়েছে। হাঁটু সমান জল নিয়েই যাতায়াত করতে হচ্ছে। চরম সমস্যা হচ্ছে সকলের। আবাসনের জল নিষ্কাশনের কোনও সঠিক ব্যবস্থা নেই।

ওয়ার্ড বাড়ানো নিয়ে দুর্গাপুরে সর্বদলীয় বৈঠক: দুর্গাপুর নগর নিগমে ওয়ার্ডের সংখ্যা বাড়ানো নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হল দুর্গাপুরের মহকুমা শাসকের দপ্তরে। বৈঠকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থেকে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস ও সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয় নিয়ে নিজেদের মতামত তুলে ধরেন। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উজ্জ্বল মুখার্জি ও ধর্মেন্দ্র যাদব। বিজেপির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন অভিজিৎ দত্ত ও দলের মুখপাত্র সুমন্ত মণ্ডল। কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে ছিলেন কংগ্রেস নেতা দেবেশ চক্রবর্তী। সিপিএমের হয়ে বৈঠকে যোগ দেন বিশ্বরূপ চট্টোপাধ্যায় ও সিদ্ধার্থ বসু।

রাস্তা সারাইয়ে অন্নপূর্ণার দু'মাসের টাকা দান বিজেপি নেতার স্ত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া: গ্রামের রাস্তা বেহাল দীর্ঘ দিন ধরেই। বিগত সরকারের সময় বহু আবেদন নিবেদন করেও রাস্তাটির মেরামত হয়নি। চরম অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। সেই রাস্তা সরাইয়ের জন্য নিজের ২ মাসের অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা 'সেবা সংকল্প অভিযানে' দান করলেন মাম্পি ঘোষ। এই ঘটনা ঘটেছে বাঁকুড়ার সোনামুখী বিধানসভার ধুলায় অঞ্চলের কামারগড় গ্রামে।

এপ্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, এই মাম্পি ঘোষ হলেন সোনামুখী বিধানসভার ২ নম্বর মণ্ডলের বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতি দেবশংকর ঘোষের স্ত্রী। সেই অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ৬০০০ টাকা দিয়ে সব থেকে বেহাল ৪০০ মিটার রাস্তা মেরামত করা হয়। এই রাস্তা মেরামতের জন্য আনা হয় ৭ ট্রাক্টর মোরাম। মাম্পি ঘোষ জানান যে, তাঁদের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভালো নয়। কিন্তু গ্রামের রাস্তাটির বেহাল অবস্থাও তাঁর জানা ছিল। অন্যদিকে অতিবর্ষণে তা আরও বিপদজনক হয়ে উঠেছে। অতি সম্প্রতি এলাকার কয়েকজন তাঁর স্বামীর কাছে এসে রাস্তার সমস্যার কথা জানিয়ে সমাধানের ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করেন। গ্রামবাসীদের ভোগান্তির কথা শুনে তিনি এই সিদ্ধান্ত নেন।

এপ্রসঙ্গে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের বক্তব্য, তাঁরা মাম্পিদেবীর এই সিদ্ধান্তের কথা শুনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রশাসনিক জীবনের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত 'সেবা সংকল্প অভিযানে' দেওয়ার অনুরোধ করেন। সেই কর্মসূচির অংশ হিসেবেই সরকারি প্রকল্পে মাম্পিদেবীর পাওয়া টাকা জনকল্যাণের কাজে ব্যবহার করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গ্রামের রাস্তার সমস্যার কথা মাথায় রেখেই মোরাম ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

তাদের বক্তব্য, দলের যুব মোর্চার সভাপতির পরিবারের এই উদ্যোগই দেখিয়ে দিয়েছে কী ভাবে গ্রামবাসীদের কল্যাণে কাজ করা যায়। শুধু ইচ্ছে থাকা দরকার। তবে এই অর্থ দানের বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

মমতার জনসভায় যাওয়ার পথে কুণাল ঘোষের গাড়ি ভাঙচুর !

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শনিবার হুগলির উত্তরপাড়া দিয়ে শ্রীরামপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় যাওয়ার সময় মমতা তৃণমূলের বিধায়ক কুণাল ঘোষ অভিযোগ করেন, তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে ডিম, ইট ছোড়ে বিজেপি সমর্থকরা। এর পরেই সেখান থেকে সোজা ভবানী ভবনে যান তিনি। কিন্তু তাঁকে গাড়ি নিয়ে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ কুণালের।

অভিযোগ, উত্তরপাড়ার শখের বাজার এলাকায় পৌঁছতেই কুণালের ঘিরে ধরে বিজেপি সমর্থকদের একাংশ। প্রথমে বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভ চলে। আচমকাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। রড, লাঠি নিয়ে ছুটে আসেন কয়েক জন। অভিযোগ, গাড়ির দরজার কাচে ধাক্কা মারতে থাকেন তাঁরা। পাথর, ডিম ছোড়ার অভিযোগও উঠেছে। হামলায় তিনি চোট পেয়েছেন বলেও অভিযোগ করেন কুণাল। বিজেপি সমর্থকরাই এই হামলা চালিয়েছে বলে দাবি তাঁর।

এর পরেই সেই ভাঙা গাড়ি ঘুরিয়ে সোজা কলকাতার ভবানী ভবনে পৌঁছন কুণাল। কিন্তু তাঁকে গাড়ি নিয়ে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। সেই নিয়ে পুলিশের সঙ্গেও তীব্র বচসায় জড়িয়ে পড়েন বেলেঘাটার বিধায়ক। তবে কুণালের গাড়িতে হামলার অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি। এই প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা বলেন, 'হামলাকারীরা কেউ বিজেপির সঙ্গে যুক্ত নয়। সবাই তৃণমূল।'

কুণাল সাংবাদিকদের বলেন, 'জঙ্গলের রাজত্ব চলছে। গাড়ি ঘিরে ধরে হামলা হয়। কিন্তু পুলিশ আসেনি।' কুণালের গাড়িতে হামলার ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'কুণালের ওপরে হামলা হয়েছে। কাঁধে চোট পেয়েছে। আমাদের কর্মীদের যেতে দিচ্ছে না। সারা রাস্তা জ্যাম করে রেখেছে।' তাঁকেও নজরবন্দি করে রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

এই পরিস্থিতি নিয়ে উত্তরপাড়ার বিধায়ক দীপাঞ্জন চক্রবর্তী বলেন, কুণাল ঘোষ কী অভিযোগ করলেন, তাতে কিছু যায় আসে না। উনি তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও অভিযোগ করেছিলেন। বিজেপি নয়, সাধারণ মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হয়েছে।

প্রাক্তন সেনা কর্মীর বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: উৎসবের আবহে কাঁকসার মাস্টার পাড়ায় এক প্রাক্তন সেনাকর্মীর ফাঁকা বাড়িতে ঘটল দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা। দোতলা বাড়ির সমস্ত দরজার তালা ও ঘরের আলমারি ভেঙে অবাধে লুঠপাট চালাল দুষ্কৃতীর দল। নগদ টাকা ও সোনার গয়নার পাশাপাশি বাড়ির রান্নার তেল ও সাবানের মতো গৃহস্থালির টুকিটাকি জিনিসও সাফ করে দিয়েছে তারা। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মাস্টার পাড়ার বাসিন্দা তথা প্রাক্তন সেনাকর্মী পঙ্কজ সিং বর্তমানে কাজের সূত্রে ভিন রাজ্যে থাকেন। কাঁকসার মাস্টার পাড়ার বাড়িতে একাই থাকতেন তাঁর বৃদ্ধা মা। পঙ্কজবাবুর এক দিদি দিল্লিতে থাকেন এবং বোন রত্নাদেবী থাকেন কাঁকসারই সিলামপুর এলাকায়। গত কয়েকদিন আগে বৃদ্ধা মা ভিন রাজ্যে মেয়ের বাড়িতে বেড়াতে যান। আর সেই সুযোগেই ফাঁকা বাড়ির দখল নেয় চোরের দল। দোতলা বাড়ির চারটি ঘর জুড়ে অবাধে তছনছ চালায় তারা।

শনিবার সকালে বাড়ির নিয়মিত পরিচারিকা কাজ করতে এসে দেখেন বাড়ির মূল ফটক ও দরজার তালা ভাঙা। দৃশ্য দেখে তিনি তড়িঘড়ি প্রতিবেশীদের বিষয়টি জানান। প্রতিবেশীরাই ঘটনাটি পরিবারটিকে ফোনে জানান। খবর পাওয়া মাত্রই সিলামপুর থেকে ছুটে আসেন পঙ্কজবাবুর মেয়ে রত্না হাজরা।

ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে রত্না হাজরা কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেন, 'খবর পেয়ে এসে দেখি পুরো বাড়ির চারটি ঘরই তছনছ হয়ে পড়ে রয়েছে। আলমারিগুলো সব ভেঙে লণ্ডভণ্ড করা। আলমারিতে থাকা সোনা-দানা, নগদ টাকা তো বটেই, এমনকি ঘরের তেল-সাবান পর্যন্ত কিছুই বাদ দেয়নি চোরেরা। সব নিয়ে চম্পট দিয়েছে।'

মা বিড়ি বাঁধেন, বাবা রাজমিস্ত্রি, ছেলের স্বপ্ন জাতীয় ফুটবলার হওয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: একচিলতে ঘর। মায়ের সারাদিনের সঙ্গী বিড়ির পাতা আর তামাক, বাবার সঙ্গী ইট-বালি-সিমেন্ট। অভাবের সংসারে দু'বেলা খাবার জোটানোই যখন কঠিন, তখন সেই পরিবারের কিশোরের চোখে ছিল অন্য স্বপ্ন;দেশের জার্সি গায়ে ফুটবল খেলা। হাসনাবাদের বোলদেপোতা গ্রামের তাইবুর মোল্লার সেই স্বপ্নই এবার তাকে পৌঁছে দিয়েছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের অনূর্ধ্ব-১৭ জাতীয় দলের ট্রায়ালের দরজায়।

হাসনাবাদের বোলদেপোতা গ্রামের অতি সাধারণ পরিবারের ছেলে তাইবুর। বাবা রাজমিস্ত্রি। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অন্যের বাড়ি তৈরির কাজে পরিশ্রম করেন। মা ঘরে বসে বিড়ি বাঁধেন। তাঁদের সামান্য রোজগারেই চলে সংসার। কিন্তু অভাব কখনও থামাতে পারেনি ছেলের ফুটবলের স্বপ্ন। ছোট থেকেই ফুটবলের প্রতি অদম্য টান তাইবুরের। ব্রাজিলের তারকা নেইমার জুনিয়র তাঁর আদর্শ। গ্রামের মেঠো রাস্তা, মাঠ আর বাড়ির আশপাশই ছিল তাঁর অনুশীলনের জায়গা। কখনও রবারের বল, কখনও পুরনো খবরের কাগজ দড়ি দিয়ে মুড়িয়ে তৈরি বল, সেটাই ছিল তাঁর সঙ্গী। ছিল না দামি বুট, ছিল না আধুনিক প্রশিক্ষণের সুযোগ। ছিল শুধু স্বপ্ন আর লড়াই করার জেদ। ছেলের স্বপ্ন পূরণ করতে নিজের সামর্থ্যের বাইরে গিয়েও পাশে থেকেছেন বাবা-মা। সংসারে অভাব থাকলেও তাইবুরের ফুটবল থামতে দেননি তাঁরা।

ইস্টবেঙ্গলের জার্সিতে মাঝমাঠে নজর কাড়ার পর এবার জাতীয় স্তরে নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ। গোয়ার ফতোরদায় অনূর্ধ্ব-১৭ জাতীয় দলের ট্রায়ালে ডাক পেয়েছে তাইবুর। এশিয়ান কাপের প্রস্তুতির আগে এই সুযোগই এখন তার জীবনের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। বাবার ঘামে ভেজা জামা আর মায়ের বিড়ি বাঁধা হাতের আশীর্বাদ নিয়েই তাইবুরের লড়াই; একদিন দেশের নীল জার্সি গায়ে চাপানোর।।

নেশামুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্যে কাঁকসায় সচেতনতা র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: সমাজ থেকে মাদকের অভিশাপ দূর করতে এবং এক সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পালিত হলো 'নেশামুক্ত ভারত সচেতনতা' কর্মসূচি। শনিবার কাঁকসার পানাগড় বাজার হিন্দি হাই স্কুলের পড়ুয়াদের নিয়ে এই উপলক্ষে একটি সচেতনতামূলক র‍্যালির আয়োজন করা হয়। এই দিন সকালে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হওয়া র‍্যালিটি পানাগড় বাজার,রনডিহা মোড়,সহ এলাকার একাধিক পথ পরিক্রমা করে। র‍্যালির মাধ্যমে বিশেষ করে যুবসমাজ ও সাধারণ মানুষকে মাদকের ভয়াবহ ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করা হয়। একই সঙ্গে সব ধরনের মাদকদ্রব্য থেকে দূরে থেকে এক সুস্থ, নিরাপদ ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানানো হয়। উক্ত কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য তথা স্থানীয় বিজেপি নেতা কালিচরণ সাউ, পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা তথা পঞ্চায়েত সদস্য আনন্দ কুমার সহ এলাকার একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সমাজসেবীরা। প্রসঙ্গে উদ্যোক্তারা জানান, বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে যুবসমাজকে মাদকের হাত থেকে রক্ষা করাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মভিটে বীরসিংহে পালিত হল তাঁর জন্মজয়ন্তী। জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বীরসিংহের স্মৃতি মন্দিরে বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ঘাটালের বিধায়ক শীতল কপাট।

ফের বন্যা পরিস্থিতি শালি নদীতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাত্রসায়ের: গত কয়েকদিন নিম্নচাপের টানা বৃষ্টির জেরে শালী নদীর জল ইতিমধ্যেই বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে। বিপুল জলরাশি নদীর দুকূল ছাপিয়ে কৃষকদের চাষের জমিতে ঢুকেছে। বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের থানার নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় হাজার হাজার বিঘা ধানের জমি ইতিমধ্যেই জলের তলায়। কয়েকদিন আগে শালী নদীর জলে ডুবেছিল এই ধানের জমি। নষ্ট হয়ে গিয়েছিল সমস্ত ধান। কৃষকরা তাদের এই ক্ষত ভুলে পুনরায় মহাজনের কাছে ঋণ নিয়ে কেউ সোনা দানা বন্ধক দিয়ে আবারো চাষ করেছিলেন। কিন্তু গত কয়েকদিন টানা বৃষ্টিতে শালী নদীর জল স্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষকদের ধানের জমি আবারও জলের তলায় চলে যাওয়ায় রীতিমতো আতঙ্কে কৃষকরা। ধান জমির ঊপর তিন থেকে চার ফুট জল। দেখলে মনে হবে কোনও নদী বা জলাশয়ের ছবি।

ফের ধসের আতঙ্ক খান্দরায়, প্রশ্নের মুখে খনি-নিরাপত্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: মাস ঘুরতে না-ঘুরতেই ফের ধসের আতঙ্ক অন্ডালের খান্দরা গ্রামের নীলকণ্ঠ মন্দির সংলগ্ন এলাকায়। শুক্রবার রাতে মন্দিরের কিছুটা দূরে একটি ফাঁকা জায়গায় আচমকাই বিরাট আকারের ধসের সৃষ্টি হয়। ঘটনাকে ঘিরে নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে।

কয়েক সপ্তাহ আগেও একই এলাকায় জনবসতির অত্যন্ত কাছাকাছি ধসের ঘটনা ঘটেছিল। সেই সময় আতঙ্কে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন বহু বাসিন্দা। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিলেন রানিগঞ্জের বিধায়কও। স্থানীয়দের পাশে থাকার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। প্রশাসনিক ও খনি আধিকারিকদের তরফে এলাকা বিপজ্জনক হিসাবে চিহ্নিত করে সেখানে ফেন্সিংয়ের ব্যবস্থাও করা হয়। কিন্তু স্থানীয়দের অভিযোগ, এরপরেও তাঁদের স্থায়ী নিরাপত্তার কোনও ব্যবস্থা হয়নি। শুক্রবার রাতের নতুন ধস সেই আতঙ্কই আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। শনিবার সকালে ইসিএলের কয়েক জন আধিকারিক ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। তবে ক্যামেরার সামনে এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি তাঁরা। ধসের কারণ নিয়ে স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগের তির উঠেছে বিশ্বেশ্বরী কোলিয়ারির তৎকালীন ম্যানেজার বিশ্বজিৎ রায়ের দিকে। খান্দরা গ্রামের বাসিন্দা আকাশ রুইদাসের অভিযোগ, নীলকণ্ঠ মন্দির এবং সংলগ্ন এলাকায় বারবার ধসের পিছনে খনির নীচে সঠিক ভাবে বালি প্যাকিং না হওয়ার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

তাঁর আরও অভিযোগ, খনি এলাকায় কয়লা তোলার পরে যথাযথ ভাবে প্যাকিং না হওয়ার ফলেই মাটির উপরিভাগে ধসের পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। স্থানীয়দের একাংশের আরও অভিযোগ, এই ঘটনায় ঠিকাদার এবং খনি কর্তৃপক্ষের একাংশের যোগসাজশ থাকতে পারে। যদিও এই অভিযোগগুলির স্বাধীন ভাবে সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

এর আগে নীলকণ্ঠ মন্দির সংলগ্ন এলাকায় ধসের ঘটনায় ইসিএলের আধিকারিকদের তরফে দাবি করা হয়েছিল, ১৯৮২ সালের পুরনো খনির কারণেই ওই ধস তৈরি হয়েছে। কিন্তু স্থানীয়দের একাংশ সেই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট নন। তাঁদের প্রশ্ন, পুরনো খনি নিয়ে বিপদের কথা জানা থাকলে জনবসতির নিরাপত্তায় স্থায়ী ব্যবস্থা কেন নেওয়া হচ্ছে না?

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে জৈব উপায়ে পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদনের বার্তা মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: শিশুদের সার্বিক পুষ্টি নিশ্চিত করতে ও জৈব উপায়ে শাকসবজি উৎপাদনে জোর দিতে কাঁকসার বিরুডিহায় আয়োজিত হলো বিশেষ কিচেন গার্ডেন কিট বিতরণ শিবির ও অঙ্গনওয়াড়ি উৎসব। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন বিভাগের মন্ত্রী ড. কল্যাণ চক্রবর্তী।

এদিনের অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ড. কল্যাণ চক্রবর্তী বিরুডিহার স্থানীয় একটি আইসিডিএস কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে শিশু এবং তাঁদের মায়েদের পুষ্টি সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত সচেতন করেন। কর্মসূচির অংশ হিসেবে কেন্দ্র সংলগ্ন এলাকায় বৃক্ষরোপণ করেন তিনি। পাশাপাশি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে জৈব পদ্ধতিতে ফল ও শাকসবজি ফলানোর জন্য 'কিচেন গার্ডেন' গড়ে তোলার ওপর বিশেষভাবে জোর দেন। মন্ত্রী বার্তা দেন, আইসিডিএস কেন্দ্রে উৎপাদিত এই তাজা ও পুষ্টিকর জৈব ফসল ব্যবহার করেই শিশুদের পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, কাঁকসার বিডিও সৌরভ গুপ্ত এবং আইসিডিএস কেন্দ্রের আধিকারিকরা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত 'সেবা সংকল্প অভিযানে'র অঙ্গ হিসেবে এই অঙ্গনওয়াড়ি উৎসবে অভিভাবক ও পুষ্টিকর খাদ্য তৈরিতে যুক্ত কর্মীদের সঙ্গেও মতবিনিময় করেন অতিথিরা।

প্রকাশ্যে ক্ষোভ, গণ পদত্যাগের হুঁশিয়ারি বিজেপির ক্ষুব্ধ শিবিরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মঙ্গলকোট: বিজেপির অভ্যন্তরীণ অসন্তোষ প্রকাশ্যে এল মঙ্গলকোটে। মঙ্গলকোট ৩ নম্বর মণ্ডলের সভানেত্রী মন্দিরা চট্টরাজ এবং সম্পাদক নয়ন ঘোষের বিরুদ্ধে একরাশ অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন দলের পুরনো ও প্রবীণ কর্মীদের একাংশ। ক্ষোভের পারদ এতটাই চড়েছে যে, বিচার না পেলে দল ছাড়ারও সরাসরি ইঙ্গিত দিয়েছেন বিক্ষুব্ধরা।

দলীয় সূত্রে খবর, মঙ্গলকোট ৩ নম্বর মণ্ডলের প্রায় ৫০ জন কার্যকর্তা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে নিজেদের অনাস্থা জানিয়ে বোলপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডলের কাছে একযোগে পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বিক্ষুব্ধ কর্মীদের দাবি, বর্তমান মণ্ডল নেতৃত্বের কাজকর্মের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই নিচুতলার কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ক্ষোভ জমছিল, যা এবার চরম আকার ধারণ করেছে।

অভিযোগের তালিকায় উঠে এসেছে মারাত্মক সব দাবি। বিক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, মণ্ডল সভানেত্রী মন্দিরা চট্টরাজ অর্থের বিনিময়ে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের এনে বিজেপির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে বসাচ্ছেন। এখানেই শেষ নয়, দলের এক বুথ সভাপতিকে মারধর করার পাশাপাশি তাঁকে দলীয় সমস্ত কাজকর্ম থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ তোলা হয়েছে। তবে এই সমস্ত অভিযোগের সত্যতা নিরপেক্ষ ভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে জেলা নেতৃত্বের সরাসরি হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন অনাস্থা প্রকাশ করা কর্মীরা। তাঁদের স্পষ্ট দাবি, অবিলম্বে মন্দিরা চট্টরাজকে মণ্ডল সভানেত্রীর পদ থেকে এবং নয়ন ঘোষকে সম্পাদকের পদ থেকে অপসারণ করতে হবে। জেলা নেতৃত্ব উপযুক্ত ব্যবস্থা না-নিলে আগামী দিনে মঙ্গলকোট ৩ নম্বর মণ্ডলে দলের কোনো রকম সাংগঠনিক কর্মসূচি বা দলীয় কার্যকলাপে অংশ নেবেন না বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা।

মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক সভার দিনেই মঙ্গলকোটে পদ্মশিবিরের এই গৃহকোন্দল সামনে আসায় রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। যদিও তাঁদের বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগের বিষয়ে মণ্ডল সভানেত্রী মন্দিরা চট্টরাজ কিংবা সম্পাদক নয়ন ঘোষের কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এখন দেখার, কর্মীদের এই গণ-পদত্যাগের হুঁশিয়ারি ও গুরুতর অভিযোগের জবাবে বোলপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

বিদ্যাসাগরের ২০৭তম জন্মদিনে প্রেরণার দশম বর্ষে পদার্পণের শুভ সূচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন সিউড়ি: যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হলো পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০৭তম জন্মদিন। একই সঙ্গে এই দিনেই স্বেচ্ছাসেবী সাংস্কৃতিক সংগঠন 'প্রেরণা সিউড়ি বীরভূম'-এর দশম বর্ষে পদার্পণের শুভ সূচনা হলো।

প্রেরণার উদ্যোগে বীরভূম সাহিত্য পরিষদের শতবার্ষিকী সভাগৃহে বিদ্যাসাগরের জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত হয় বিশেষ সেমিনার। সেমিনারের বিষয় ছিল 'নাটক ও বিদ্যাসাগর'। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সুশান্ত রাহা, সন্দীপন রায়-সহ বিশিষ্টজনেরা।

অনুষ্ঠানের শুরুতে বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন নাট্য ব্যক্তিত্ব সুবিনয় দাস ও পান্না বেগম এরপর প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেরণার দশম বর্ষের শুভ সূচনা হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নিতাই প্রসাদ ঘোষ, সরোজ কর্মকার শ্যামসুন্দর গড়াই, সুনয়ন ভান্ডারী-উজ্জল হক , ইয়াসিন আক্তার সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

প্রেরণার সম্পাদক মৃণালজিৎ গোস্বামী বলেন, নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ এবং সামাজিক কাজের লক্ষ্যে প্রেরণা কাজ করে চলেছে। আগামী দিনেও সকলকে সঙ্গে নিয়ে সংস্থাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই।দ

এদিন সিউড়ি শহরের সাংস্কৃতিক ও নাট্যজগতের বহু মানুষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন। প্রেরণার দশম বর্ষে সারা বছরব্যাপী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণের কথাও অনুষ্ঠানে তুলে ধরা হয়।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল প্রেরণার প্রযোজনায় মৃণালজিৎ গোস্বামীর রচনা ও নির্দেশনায় নাটক 'নতুন আলো'-এর মঞ্চায়ন। বিদ্যাসাগরের জীবন, শিক্ষা, সমাজসংস্কার ও নাট্যচর্চার নানা দিক নিয়ে আলোচনা এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠান বিশেষ তাৎপর্য লাভ করে।

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নাবালিকাকে লাগাতার ধর্ষণ, কাঠগড়ায় কনস্টেবল

লখনউ, ২৬ সেপ্টেম্বর: বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিকবার ধর্ষণের অভিযোগ উঠল আইনের রক্ষাকর্তার বিরুদ্ধেই! ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশে। ইতিমধ্যেই থানায় অভিযোগ জানিয়েছে নাবালিকা। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের আগ্রায় এক পুলিশ কনস্টেবলের বিরুদ্ধে নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। নাবালিকা জানিয়েছেন, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে অভিযুক্ত কনস্টেবলের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। ক্রমেই তাদের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। এরপর অভিযুক্ত নাবালিকাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দেয়। তাকে একাধিকবার ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় কিশোরী জানিয়েছেন, স্ন্যাপচ্যাটের মাধ্যমে ওই কনস্টেবলের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল। কনস্টেবল তাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে গত কয়েক মাসে তাকে একাধিকবার ধর্ষণ করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত শুরু হয়েছে। সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তারপর আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দৌরালা সার্কেল অফিসার শিব ঠাকুর শনিবার জানিয়েছেন, শুক্রবার ওই তরুণী কানকেরখেড়া থানায় গিয়ে সংশ্লিষ্ট কনস্টেবলের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। অভিযোগ-সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রমাণ খতিয়ে দেখছেন তাঁরা। ওই পুলিশকর্তা আরও বলেন, 'বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

হড়পা বান ও ধসের আশঙ্কায় দু'দিনের জন্য স্থগিত চারধাম যাত্রা

দেরাদুন, ২৬ সেপ্টেম্বর: দিল্লির মৌসম ভবন অতি ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা জারি করেছে উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন জেলায়। এই পরিস্থিতিতে শনিবার সে রাজ্যের সরকার আগামী দু'দিনের জন্য চারধাম (কেদারনাথ, বদরীনাথ, গঙ্গোত্রী এবং যমুনোত্রী) যাত্রা স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করেছে। প্রসঙ্গত, চলতি বছর ১৯ এপ্রিল থেকে চারধাম যাত্রা শুরু হয়েছে। ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত যাত্রা চলার কথা।

উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামী কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তরের সতর্কবার্তা পাওয়ার পরেই শুক্রবার রাতে মন্ত্রিসভার কয়েক জন সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে জরুরি বৈঠক করেন। সেখানেই সোমবার পর্যন্ত চারধাম যাত্রা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। মৌসম ভবন জানিয়েছে, বাগেশ্বর, পিথোরাগড়, চম্পাবত, নৈনিতাল এবং উধম সিং নগর জেলায় সবচেয়ে বেশি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

এ ছাড়া, দেরাদুন, আলমোড়া, পউরি, চামোলি, রুদ্রপ্রয়াগের মতো জেলাতেও আগামী দু'দিন অতিবৃষ্টির জেরে দুর্যোগ পরিস্থিতি ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা রয়েছে। চলতি বছর মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরে উত্তরাখণ্ডে হড়পা বান ও ভূমিধসের একাধিক ঘটনা ঘটেছে। যার ফলে বেশ কিছু মানুষের প্রাণহানিও হয়েছে।

অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে, এমন জেলাগুলিতে জারি হয়েছে লাল সতর্কতা।

অন্য কয়েকটি জেলায় কমলা সতর্কতা। স্থানীয় নাগরিক, তীর্থযাত্রী ও পর্যটকদের প্রয়োজন ছাড়া রাস্তায় যাতায়াত না করতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পাকিস্তানে ফের আত্মঘাতী হামলায় নিহত অন্তত ১১, আহত ৩০

ইসলামাবাদ, ২৬ সেপ্টেম্বর: পাকিস্তানে ফের বিস্ফোরণ। উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তানের ডেরা ইসমাইল খান শহরে বিস্ফোরণের ঘটনায় অন্তত ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে সংবাদসংস্থা রয়টার্স। গুরুতর জখম হয়েছেন কমপক্ষে আরও ৩০ জন। তাঁদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। শনিবারের এই বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করে বিবৃতি দিয়েছে তেহরিক-ই তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)।

স্থানীয় পুলিশকে উদ্ধৃত করে আল জাজিরা জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে রয়েছেন কয়েক জন নিরাপত্তাকর্মীও। ওই প্রতিবেদনে আরও দাবি, পুলিশ চৌকির কাছে আত্মঘাতী বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে। এই ডেরা ইসমাইল খান শহরটি আফগানিস্তান সীমান্তের কাছে। আশপাশে রয়েছে জনজাতি অধ্যুষিত জেলা। আগেও এই শহরের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। পুলিশকে লক্ষ্য করে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছিল। সেই বিস্ফোরণে পাঁচ জনের মৃত্যু হয়।

'ট্রাম্প প্রণালী'

ইরানের শান্তিপ্রস্তাব ওড়ানোর পরেই হরমুজের নাম বদল ট্রাম্পের!

ওয়াশিংটন, ২৬ সেপ্টেম্বর: হরমুজ প্রণালীর নাম বদলে দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প! পশ্চিম এশিয়ার ওই গুরুত্বপূর্ণ প্রণালী নিজের নামে ঘোষণা করে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেন তিনি। এই ঘোষণা এমন সময়ে এল যখন আমেরিকা এবং ইরান যুদ্ধ বন্ধ নিয়ে আবার আলোচনা শুরু করেছে। শনিবার নিজের ট্রুথ সোশ্যালে হরমুজ প্রণালীর একটি ছবি পোস্ট করেন ট্রাম্প। সেই ছবিতে ওই জলপথের নাম 'ট্রাম্প প্রণালী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রথম নয়, অতীতেও বার বার হরমুজ প্রণালীকে আমেরিকার 'ভূখণ্ড' বলে দাবি করেছেন ট্রাম্প। যদিও সেই দাবি উড়িয়ে দিয়েছে ইরান। তেহরানের মতে, সমাজমাধ্যমে 'ভূখণ্ড দখল' হয় না! যদিও ট্রাম্পের নতুন দাবি নিয়ে এখনও পর্যন্ত ইরানের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি।

হোয়াইট হাউসের বক্তব্য উল্লেখ করে সংবাদ সংস্থা এপির এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত নিরসনের লক্ষ্যে মার্কিন কর্তারা মধ্যস্থতাকারীদের সঙ্গে ইতিবাচক এবং গঠনমূলক আলোচনা করছে। তবে হরমুজ প্রণালী খুলে সাময়িক যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব আমেরিকাকে দেয় ইরান। যদিও সেই প্রস্তাবে সম্মত হয়নি আমেরিকা।

নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের ৮১তম সাধারণ সভায় যোগ দিতে গিয়ে ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি শুক্রবার সাত দিনের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব দিয়েছিলেন ওয়াশিংটনকে। জানিয়েছিলেন, প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ হলে সপ্তম দিনের শেষে প্রণালী পুনরায় খোলা হবে। কিন্তু আরাঘচির ওই মন্তব্যের কয়েক ঘণ্টা পরেই 'দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল' হোয়াইট হাউসের সূত্র উদ্ধৃত করে জানায়, ট্রাম্প ইরানের প্রস্তাবটি নাকচ করে দিয়েছেন। তেহরান পরবর্তী শর্ত পূরণ করবে কি না, তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নতুন করে সেনা অভিযানের প্রস্তুতি শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন। সেই আবহে ট্রাম্পের নতুন পোস্ট কূটনৈতিক মহলে আবার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠল।

কঙ্গোয় সেনার বিমানে দুর্ঘটনায় মৃত শীর্ষ আধিকারিক-সহ ১৪

কিনশাসা, ২৬ সেপ্টেম্বর: কঙ্গোয় সেনার বিমানে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। শুক্রবার এই দুর্ঘটনায় শীর্ষ ২ সেনা আধিকারিক-সহ ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। জানা যাচ্ছে, দুর্ঘটনার আগে বিমানটি জরুরি অবতরণের চেষ্টা করেছিল। তবে সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পাহাড়ের উপরে আছড়ে পড়তেই ভয়ংকর বিস্ফোরণের সঙ্গে দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে বিমান।

স্থানীয় প্রশাসনের তরফে জানা যাচ্ছে, বিমানটি দক্ষিণ-পশ্চিম কঙ্গোর কিকউইট শহর থেকে রাজধানী কিনশাসার উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল বিমানটি। তবে আকাশে ওড়ার কিছুক্ষণ পরই বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা যায়। পাইলট নিয়ন্ত্রণ হারালেও পাহাড়ের উপর সমতল এলাকা দেখে জরুরি অবতরণের চেষ্টা করেন। তবে তাতে কোনও লাভ হয়নি। কেঙ্গে এলাকার কাছে আছড়ে পড়ে সেটি। ব্যাপক বিস্ফোরণের সঙ্গে আগুন ধরে যায় বিমানটিতে।

কঙ্গোর সেনাবাহিনীর মুখপাত্র মেজর জেনারেল এফমি আকেঙ্গে বিবৃতি জারি করে এই দুর্ঘটনার কথা নিশ্চিত করেছেন। মৃতদের তালিকায় ২ জন দীর্ঘ আধিকারিক ছিলেন বলে জানিয়েছে প্রশাসন। তাঁরা হলেন, সামরিক আদালতের প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল মুতোম্বো কাতালাই তিয়েন্দে এবং সশস্ত্র বাহিনীর অডিটর জেনারেল লেফটেন্যান্ট জেনারেল বাকুমি লিকুলিয়া। তাঁদের সঙ্গেই মৃত্যু হয়েছে বিমানের পাইলট, ক্রু-সহ মোট ১৪ জনের। দুর্ঘটনার সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIQ No: KMDA/E-M/EE/MD-I/
NIQ No.-08 of 2026-27
Online Quotation is invited by the Executive Engineer, Mechanical Division-I, EM Sector, KMDA, 59, Nazrul Park. Ashiwini Nagar. Kolkata-700159, from the eligible Agencies, for the work, **Name of Works, Estimated Value of work, Earnest Money Deposit, Time of Completion,** Lifting, repairing, rewinding & reinstallation of 90 KW Submersible motor set no. 2, at Dum Dum Park Drainage Pumping Station under South Dum Dum Municipal Area., Rate to be quoted, Rs.10,000/-, 21 Days, **Last date & time of online Quotation submission:** 09.10.2026 upto 12.00 hrs., for details contact the above office or visit both websites. (KMDA-558)
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T18298(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Online bids are invited by the undersigned for the following work as details given below:
NIQ No. WBPWD/AE-HCESD/NIQ32/3rd/26-27; Tender ID: 2026_WBPWD_5075198_1. Name of Work: Annual Comprehensive Maintenance, Operation and servicing of 4.0 Tr. Air- Cooled ductable split type Air Conditioning units installed at basement & Commercial Registrar Office of Centenary Building incl. 2/2.2/1.5/1.0 Tr split type Air-conditioning units installed at Sesqui-Centenary Building, High Court, Kolkata. (For One year). Bid Submission End Date: 05/10/2026 up to 14-00 hrs. Website : https://etender.wb.nic.in or https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte., High Court Elecl Sub-Divn.
ICA- T18314(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Online bids are invited by the undersigned for the following work as details given below:
NIQ No. WBPWD/AE-HCESD/NIQ46/2nd/26-27; Tender ID: 2026_WBPWD_5075217_1. Name of Work: Annual Comprehensive Maintenance and Servicing of 2 X 40 Tr. With one stand by Central Air-Conditioning Plant Installed at Centenary Building, High Court, Kolkata. (For 12 Months). Bid Submission End Date: 05/10/2026 up to 14-00 hrs. Website: https://etender.wb.nic.in or https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte., High Court Elecl Sub-Divn.
ICA- T18315(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
IPGME&R-SSKMH - Emergent restoration of damaged portion of compound road within the campus of SSKM Hospital during year 2026-27. Estimated Amount: Rs. 5,99,044.00, e-NIT No. WBPWD/KSHD/EE/NIT-16 OF 2026-2027, Tender ID: - 2026_WBPWD_5075434_1. Bid Submission Start date (online): 29/09/2026 at 1:00 P.M. Bid Submission Closing date (online): 06/10/2026 upto 1:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT & tender documents may be downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer-I, PWD, Kolkata South Health Division
ICA- T18321(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
The Assistant Engineer, Bidhannagar East Sub-Division-I, PWDte., invites tender bearing NIeT No. WBPWD/AE/BNESD-I/NIeT-06/2026-2027, Tender ID: 2026_WBPWD_5075441_1 for percentage rate basis for the work of Urgent refurbishment work of the chamber of OSD to HCM and HMIC of New Town five Five Pump Fire Station buildings (G+5) storeyed, Plot No. CF-7, Action Area-I, Newtown, Kolkata under Bidhannagar East Division. (a) The tender documents download start date (online): 30/09/2026 from 11.00 A.M. (b) Bid proposal submission start date (online): 30/09/2026 from 11.00 A.M. (c) Technical & Financial Bid proposal Submission end date (online): 06/10/2026 up to 01.00 P.M. (d) All documents can be seen/obtained from the https://tenders.wb.gov.in Sd/- AE/BNESD-I/PWDte.
ICA- T18324(1)/2026

ময়দান

প্রকাশিত আইএসএলের সূচি

নভেম্বরের শেষে ইস্ট-মোহন ডার্বি

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার প্রকাশিত হল এবারের আইএসএলের সূচি। ১০ অক্টোবর বেঙ্গালুরু এফসি বনাম এসসি দিল্লির ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে এবারের ইন্ডিয়ান সুপার লিগ। আগামী ১২ অক্টোবর প্রথম ম্যাচ খেলবে মোহনবাগান। নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচ। ১৮ অক্টোবর চার্চিল ব্রাদার্সের বিরুদ্ধে গোয়ায় আইএসএলে যাত্রা শুরু করছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল। এসিএল ২-এর ম্যাচ থাকায় প্রথম রাউন্ডে খেলবে না ইস্টবেঙ্গল। তারা অভিযান শুরু করবে দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে। ১৩ অক্টোবর যুবভারতী স্টেডিয়ামে ইরাকের আল সোর্তার বিরুদ্ধে এএফসি-র ম্যাচ রয়েছে লাল-হলুদের। এদিকে আগামী ২৯ নভেম্বর আইএসএলে ডার্বিতে মুখোমুখি হবে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান। তবে ২৭ নভেম্বর এএফসির ম্যাচ রয়েছে ইস্টবেঙ্গলের। সেক্ষেত্রে তারা খেলতে রাজি হবে কিনা সেই বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে।

মোহনবাগানের সূচি

১২ অক্টোবর- নর্থইস্ট ইউনাইটেড - গুয়াহাটি, ৭.৩০
১৬ অক্টোবর- স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি-নয়াদিল্লি, ৭.৩০
২৬ অক্টোবর- চেন্নাইন এফসি-কলকাতা, সন্ধে ৭.৩০
৩১ অক্টোবর- পঞ্জাব এফসি-কলকাতা, সন্ধে ৭.৩০
৫ নভেম্বর- ওড়িশা এফসি-কলকাতা, সন্ধে ৭.৩০
২২ নভেম্বর- চার্চিল ব্রাদার্স-মারগাঁও, সন্ধে ৭.৩০
২৯ নভেম্বর- ইস্টবেঙ্গল-কলকাতা, সন্ধে ৭.৩০
৫ ডিসেম্বর- ইন্টার কাশী-রাঁচি (সম্ভবত), সন্ধে ৭.৩০
৯ ডিসেম্বর- বেঙ্গালুরু এফসি-কলকাতা, সন্ধে ৭.৩০
১৭ ডিসেম্বর- মুম্বই সিটি এফসি-আন্ধেরি, বিকেল ৫।
২২ ডিসেম্বর- এফসি গোয়া-মারগাঁও, সন্ধে ৭.৩০

ইস্টবেঙ্গলের সূচি

১৮ অক্টোবর- চার্চিল ব্রাদার্স-মারগাঁও, বিকেল ৫
২৩ অক্টোবর- ইন্টার কাশী-রাঁচি (সম্ভবত), বিকেল ৫
৭ নভেম্বর- চেন্নাইন এফসি-চেন্নাই, সন্ধে ৭.৩০টা
২০ নভেম্বর- স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি-কলকাতা, বিকেল ৫
২৯ নভেম্বর- মোহনবাগান-কলকাতা, সন্ধে ৭.৩০
৪ ডিসেম্বর- পঞ্জাব এফসি-কলকাতা, সন্ধে ৭.৩০
১৩ ডিসেম্বর- মুম্বই সিটি এফসি-আন্ধেরি, বিকেল ৫
১৭ ডিসেম্বর- বেঙ্গালুরু এফসি-বেঙ্গালুরু, সন্ধে ৭.৩০
২১ ডিসেম্বর- নর্থইস্ট ইউনাইটেড -কলকাতা, ৭.৩০
৩ জানুয়ারি- ওড়িশা এফসি-কলকাতা, বিকেল ৫

এশিয়াডের কোয়ার্টারে ভারতের বাধা আফগানিস্তান, সোনার লক্ষ্যে শ্রেয়সরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: এশিয়ান গেমসের ক্রিকেটে কোয়ার্টার ফাইনালে ভারতের প্রতিপক্ষ কে হবে, তা নিয়ে তৈরি হওয়া অপেক্ষার অবসান। শেষ আটের লড়াইয়ে শ্রেয়স আইয়ারদের সামনে আফগানিস্তান। ফলে ২৮ সেপ্টেম্বর ভারতের সামনে অপেক্ষা করছে কঠিন পরীক্ষা। কাগজে-কলমে ভারত এগিয়ে থাকলেও আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচে কোনওরকম আত্মতুষ্টির জায়গা নেই।

শুক্রবার করগি স্পোর্টস পার্কে আফগানিস্তানকে পাঁচ উইকেটে হারিয়ে দেয় নেপাল। সেই হারের পরও শেষ পর্যন্ত কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিতে সমস্যা হয়নি আফগানদের। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে জাপান ও নেপালের লড়াই বৃষ্টির কারণে ভেস্তে যাওয়ায় হিসাব বদলে যায়। ম্যাচ থেকে কোনও দলই পয়েন্ট না পাওয়ায় আফগানিস্তান গ্রুপের দ্বিতীয় স্থানে থেকে শেষ আটের টিকিট নিশ্চিত করে।

অন্যদিকে নেপাল দুই ম্যাচে তিন পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের শীর্ষে শেষ করেছে। কোয়ার্টার ফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা। অর্থাৎ শেষ আটে এশিয়ান ক্রিকেটের পরিচিত শক্তিগুলির পাশাপাশি নেপালের মতো উদীয়মান দলও নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে।

আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা এবং পাকিস্তান আগেই সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছিল। ফলে গ্রুপ পর্বের ফলাফল অনুযায়ী তাদের প্রতিপক্ষ নির্ধারণের অপেক্ষাই ছিল। সেই হিসাবেই এবার ভারতের সামনে আফগানিস্তান। পাকিস্তান খেলবে হংকংয়ের বিরুদ্ধে। বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ মালয়েশিয়া। অন্য গ্রুপেও বৃষ্টির প্রভাব পড়েছে। মালয়েশিয়া ও ওমানের ম্যাচ খেলা সম্ভব হয়নি। সেই ফলাফলের জেরে হংকং ও মালয়েশিয়া কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে যায়। শেষ আটের ম্যাচগুলির ফলাফলই ঠিক করে দেবে কারা সোনার লড়াইয়ে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে।

এশিয়ান গেমসে ভারতীয় পুরুষ ক্রিকেট দলের জন্য এবার লক্ষ্য একটাই সোনা ধরে রাখা। গত আসরে ক্রিকেটে সোনার পদক জিতেছিল ভারত। এবারও সেই সাফল্যের পুনরাবৃত্তি করতে মরিয়া ভারতীয় দল। বিশেষ করে দলের নেতৃত্বে শ্রেয়স আইয়ার থাকায় তাঁর দিকে নজর থাকবে ক্রিকেটপ্রেমীদের। পাশাপাশি তরুণ প্রতিভা বৈভব সূর্যবংশীকেও ঘিরে রয়েছে প্রত্যাশা।

পুরুষ দলের আগে অবশ্য ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল নিজেদের দায়িত্ব সেরে ফেলেছে। এশিয়ান গেমসে সোনা জিতে দেশের পদকভাণ্ডারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন হরমনপ্রীত কৌররা। এবার সেই সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্য পুরুষ দলের। ২৮ সেপ্টেম্বর আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনাল দিয়ে সেই সোনার অভিযানে নামবে শ্রেয়সের ভারত। এরপর সেমিফাইনাল হবে ১ অক্টোবর। ৩ অক্টোবর হবে তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ এবং ফাইনাল। ফলে শুরুতেই আফগানিস্তানকে টপকে গেলে ভারতের সামনে সোনার দিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ তৈরি হবে।

e-Tender Notice
The Administrator, Dankuni Municipality, invites Tender for Repairing of Potholes In Various Road of Ward No- 01 To 21 Under Dankuni Municipality for **E-N.I.T No- WB/DKM/Admin/e-NIT-36/2026-27** & **WB/DKM/Admin/e-NIT-37/2026-27.** Bid Submission closing date (Online)- **03/10/2026.** Details may be seen from **https://tenders.wb.gov.in** the official website of e-Tender.
Sd/-
Administrator
Dankuni Municipality

বিশ্বমঞ্চে বাংলার দুর্গোৎসব, টাইমস স্কোয়ার থেকে বুর্জ খলিফা!

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইউনেস্কোর স্বীকৃতি আগেই মিলেছে। এবার বাংলার দুর্গাপুজোকে আরও বড় আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরার প্রস্তুতি। রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর প্রথম দুর্গোৎসবেই মহালয়াকে কেন্দ্র করে নজরকাড়া আয়োজন করতে চলেছে রাজ্য সরকার। আগামী ১০ অক্টোবর মহালয়ার দিন কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে বসতে চলেছে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান। সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিত থাকার কথা।

সরকারি সূত্রের খবর, ইডেনের এই অনুষ্ঠানকে শুধু কলকাতা বা বাংলার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। সূত্রের দাবি, অনুষ্ঠানের প্রচার এবং নির্বাচিত দৃশ্য বিদেশের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ জায়গাতেও তুলে ধরার পরিকল্পনা হয়েছে। আমেরিকার টাইমস স্কোয়ার, ইংল্যান্ডের পিকাডিলি সার্কাস এবং দুবাইয়ের বুর্জ খলিফায় বাংলার দুর্গাপুজোর এই বিশেষ আয়োজনের প্রচার দেখানোর উদ্যোগ নেওয়া হতে পারে। তবে এই পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপ এখনও সরকারি ভাবে বিস্তারিত জানানো হয়নি।

১০ অক্টোবর মহালয়ার দিন থেকেই দেবীপক্ষের সূচনা। সেই দিনটিকেই বেছে নেওয়া হয়েছে দুর্গাপুজোর বিশেষ সূচনার জন্য। ইডেন গার্ডেন্সে বিকেল থেকে শুরু হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রশাসনিক প্রস্তুতি নিয়ে ইতিমধ্যেই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। ইডেনকে অনুষ্ঠানস্থল হিসেবে ব্যবহার করার জন্য ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত সরকারের হাতে রাখার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

ইডেনে মহালয়ায় মহাযজ্ঞ

সূত্রের খবর, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী অনুষ্ঠানে থাকবেন। তাঁদের রোডশোর সম্ভাবনাও রয়েছে। ইডেনে প্রবেশের পর উলুধ্বনিতে তাঁদের স্বাগত জানানোর পরিকল্পনা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী একাধিক দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করতে পারেন। সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী, অন্তত পাঁচটি পুজোর উদ্বোধনের পাশাপাশি প্রায় পাঁচ হাজার পুজো কমিটির প্রতিনিধির সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমেও কথা বলার পরিকল্পনা রয়েছে।

অনুষ্ঠানকে ঘিরে সাংস্কৃতিক আয়োজনও থাকছে বড় মাপের। শান্তনু মৈত্র, শান, অন্তরা মিত্র, দেবর্ষি ভট্টাচার্য, কৌশিকী চক্রবর্তী এবং বাংলা ব্যান্ড দোহার-সহ একাধিক শিল্পীর অংশ নেওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে। লগ্নজিতাও অনুষ্ঠানে গান গাইতে পারেন বলে খবর। পাশাপাশি কয়েক হাজার ঢাকির সম্মিলিত পরিবেশন অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ হতে চলেছে।

ইডেনের মাঠে থাকবে প্রযুক্তি ও আলোর চমকও। প্রধানমন্ত্রীকে গলফ কার্টে করে মাঠ প্রদক্ষিণ করানোর পরিকল্পনা রয়েছে বলে সূত্রের খবর। অনুষ্ঠানের শেষে ড্রোন শো এবং আতশবাজির আয়োজনও থাকতে পারে। দর্শকদের জন্য ইডেনের গ্যালারিতে বড় সংখ্যায় আসন রাখার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

তবে অনুষ্ঠানের সঙ্গে জুড়ে থাকছে বাংলার চিরাচরিত মহালয়ার আবহও। মহালয়ার ভোরে কলকাতা ও হাওড়ার গুরুত্বপূর্ণ ঘাটগুলিতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে 'মহিষাসুরমর্দিনী' বাজানোর আয়োজন করা হবে। অর্থাৎ আধুনিক প্রযুক্তির চোখধাঁধানো আয়োজনের পাশাপাশি বাংলার চিরন্তন দুর্গাপুজোর ঐতিহ্যকেও সামনে রাখার পরিকল্পনা রয়েছে।

ইডেনের প্রস্তুতি নিয়ে সিএবির সঙ্গে প্রশাসনের বৈঠকও হয়েছে। বৈঠকের পর সিএবি কোষাধ্যক্ষ সঞ্জয় দাস জানিয়েছেন, আন্তর্জাতিক ম্যাচ আয়োজনের অভিজ্ঞতা থেকে অনুষ্ঠানের জন্য সামর্থ্য অনুযায়ী সব ধরনের সহযোগিতা করবে সংস্থা।

সব মিলিয়ে মহালয়ার দিন ইডেন গার্ডেন্সে দুর্গাপুজোর সূচনাকে ঘিরে এবার নজর বাংলার গণ্ডি ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চে। ইউনেস্কোর স্বীকৃতির পর বাংলার শ্রেষ্ঠ উৎসবকে বিশ্বের আরও বড় দর্শকের সামনে তুলে ধরাই এই আয়োজনের অন্যতম লক্ষ্য বলে সরকারি মহলের সূত্রে জানা যাচ্ছে।

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএনজিজি-০৭/২৬-২৭ (ওপেন), তারিখ ঃ ২৩.০৯.২০২৬ (ক্যাপিটাল টেন্ডার)। চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, ক্যারেজ/লোকো কমপ্লেক্স, উত্তর ২৪ পরগনা, ডাকঘরঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫ নিম্নলিখিত কাজের জন্য পূর্বে বিশেষত রেলওয়ে/সিপিডব্লুডি/ পিডব্লুডি/এমইএস/সেচ অথবা অন্য যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থায় সমপ্রকৃতির কাজ সম্পাদন করে থাকা পর্যাপ্ত অভিজ্ঞ এবং আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন নামী কন্ট্র্যাক্টরদের থেকে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রমিক নং.ঃ১, টেন্ডার নং.ঃ ডব্লুটি-১৮-২৬-২৭, কাজের বিবরণঃ** কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপে-ক্যারেজ কমপ্লেক্সে শপ ২৯বি/এপিপি-I, ২৯বি/এপিপি-II এবং শপ ২০ এয়ার ব্রেক সেকশনে সেন্টার অফ এক্সেলেন্স-এর ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১,১০,৪৭,৬৭৯.২১ টাকা। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি *ঃ** ২,২১,০০০ টাকা। **পিও ইস্যুর তারিখ থেকে সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১২ মাস। **ক্রমিক নং.ঃ২, টেন্ডার নং.ঃ ডব্লুটি-১৯-২৬-২৭, কাজের বিবরণঃ** কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপে-সি অ্যান্ড ডব্লু কমপ্লেক্সে টিআর নং. ১ ও ২-তে রুফ শীট এবং এইচডি ফ্লোরিংয়ের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্যঃ** ২৩,৮২,৯৯৪.৮৩ টাকা। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি *ঃ** ৪৭,৭০০ টাকা। **পিও ইস্যুর তারিখ থেকে সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ০৬ মাস। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য (অফেরৎযোগ্য)ঃ** শূন্য (প্রতিটির জন্য)। **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়ঃ** ২৩.১০.২০২৬। *রেলওয়ে বোর্ড ভাইড লেটার নং ২০২০/সিই-১/সিটি/৩ই/জিসিসি/পলিসি, তারিখ ৩০.১২.২০২০ অনুযায়ী নির্দেশ দেওয়া আছে যে ৩১.১২.২০২১ তারিখ পর্যন্ত যে কোনও কাজের টেন্ডারের জন্য কোনও প্রকার ইএমডি গ্রহণ করা যাবে না। কিন্তু, আজ পর্যন্ত এই ধরণের পরবর্তী নির্দেশ না থাকায়, ইএমডি সিস্টেম ফেরৎ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজের পরিধি সাংকেতিক মাত্র। অবশ্য, বিস্তারিত বিবরণ ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ই-টেন্ডারিং সাইট অর্থাৎ https://www.ireps.gov.in-তে দেখা যাবে। **বিজ্ঞাপনের সময়সীমাঃ** এই সময়ে টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য সকল তথ্য পাওয়া যাবে কিন্তু প্রস্তাব জমা করা যাবে না। **২৩.১০.২০২৬ তারিখ দুপুর ২ টোয়** টেন্ডার বন্ধ হবে এবং টেন্ডার খোলার আধিকারিক এবং নেট অ্যাক্সেসিবিলিটি উপলব্ধতা অনুযায়ী ওই তারিখেই **দুপুর ২.৩০ মিনিটের** পরে যে কোনও সময় টেন্ডার খোলা হবে।
MISC-208/2026-27
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

ছায়ার শরীর

দেবাঞ্জন দেব

শরীর এক বিচিত্র জিনিস। তার যখন তখন ক্ষিদে পায়। মন আবার আরেক জিনিস, তার তো কখনো ক্ষিদেই মেটে না।

অয়ন, বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক। টলিউডের বর্তমান বক্স-অফিস জাদুকর। পরপর তিনটে মেগাহিট দিয়ে রীতিমতো সেনসেশন তৈরি করেছে সে। সাউথ সিটির লাউঞ্জ থেকে শুরু করে নন্দন চত্বর; সর্বত্র তাকে নিয়ে আলোচনা। খবরের কাগজের পেজ-থ্রি খুললেই বিভিন্ন উঠতি বা প্রতিষ্ঠিত নায়িকার সাথে তার প্রেমের গুঞ্জন চোখে পড়ে। কেউ বলে অয়ন প্লেবয়, কেউ বলে সে আসলে তার ছবির প্রোমোশনের জন্য এই মিথ্যে স্ক্যান্ডালগুলো তৈরি করে। কিন্তু আসলে অয়ন এক ভীষণ উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণ। তার চোখের নিচে না-ঘুমানোর কালশিটে, আর মগজের ভেতর সব সময় চলতে থাকা এক অস্থির সিনেমাটোগ্রাফি। সে এমন একটা ফ্রেমের সন্ধানে ঘোরে, যা বাস্তবকে ছাপিয়ে যাবে, আবার বাস্তবের চেয়েও নগ্ন হবে।

বাইপাসের ধারের বহুতলের পঁয়ত্রিশ তলার অ্যাপার্টমেন্টে বসে যখন সে দামি সিঙ্গল মল্টে চুমুক দেয়, তখন নিচে কলকাতার ছড়িয়ে থাকা নিয়ন আলো গুলোকে তার জোনাকির মৃতদেহের মতো মনে হয়। এত সাফল্য, এত গ্ল্যামার, এত শরীরী উষ্ণতার অফার;তবুও কোথাও একটা খচখচানি। শরীর হয়তো তৃপ্ত হয় কোনো এক প্রিমিয়ার পার্টির পর বিলাসবহুল হোটেলের নরম বিছানায়, কোনো এক সাময়িক সঙ্গিনীর উষ্ণতায়। কিন্তু মন? মন তো সেই অতৃপ্তই থেকে যায়। সে যেন এক অনন্ত অন্ধকারের ব্ল্যাকহোল, যা কেবলই গ্রাস করতে চায়, অথচ ভরে না।

এই অনন্ত শূন্যতার মাঝেই ইরার আগমন।

ইরা কোনো সিনেমার নায়িকা নয়। সে থিয়েটার করে, স্ক্রিপ্ট লেখে, আর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক সাহিত্যে স্নাতকোত্তর করে এক অদ্ভুত বোহেমিয়ান জীবন কাটায়। পরনে বেশিরভাগ সময় একরঙা তাঁতের শাড়ি, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, আর ব্যাগে সবসময় একটা আধপড়া বই আর একটা ডায়েরি। অয়নের সাথে তার আলাপ হয়েছিল একটা কফি শপে, অয়নেরই এক বুদ্ধিজীবী বন্ধুর মাধ্যমে।

প্রথম দিনই অয়নের মনে হয়েছিল, এই মেয়েটার চোখের ভেতর একটা গোটা সমুদ্র লুকিয়ে আছে। শান্ত, কিন্তু ভয়ংকর গভীর।

'আপনার লাস্ট ছবিটা দেখলাম, ' ইরা কফির কাপে চুমুক দিয়ে বলেছিল, 'মেকিং দারুণ। সিনেমাটোগ্রাফি তো আন্তর্জাতিক মানের। কিন্তু...'

'কিন্তু কী?' অয়ন ভ্রু কুঁচকে তাকায়। কেউ মুখের ওপর তার ছবির সমালোচনা করার সাহস পায় না আজকাল।

'কিন্তু আত্মাটা নেই। আপনি হয়তো বক্স-অফিস ধরতে গিয়ে চরিত্রগুলোর ভেতরের সত্যিটাকে গলা টিপে মেরে ফেলেছেন। আপনার হিরো যখন কাঁদছিল, তখন মনে হচ্ছিল গ্লিসারিন নয়, সে তার পারিশ্রমিকের কথা ভাবছে।'

অয়ন প্রথমে রেগে গিয়েছিল। কিন্তু সেই রাগটা বেশিক্ষণ টেকেনি। ইরার ওই নির্লিপ্ত, মেকআপহীন মুখটার দিকে তাকিয়ে তার মনে হয়েছিল, এই মেয়েটা তাকে 'পরিচালক অয়ন' হিসেবে দেখছে না, দেখছে একটা মানুষ হিসেবে।

সেই শুরু। এরপর থেকে যোধপুর পার্কের ছোট্ট ক্যাফে, কিংবা লেক গার্ডেন্সে ইরার একচিলতে ভাড়াবাড়ির বারান্দায় তাদের আড্ডা শুরু হলো। অয়ন আবিষ্কার করল, ইরার সাথে কথা বললে তার ভেতরের অস্থিরতাটা অদ্ভুতভাবে শান্ত হয়ে যায়। ইরা তাকে শেখাল কীভাবে বৃষ্টির শব্দের ভেতর মিউজিক খুঁজতে হয়, কীভাবে একটা সাধারণ রিকশাঅলার ঘামের গন্ধে জীবনের সবচেয়ে বড় সত্যিটা লুকিয়ে থাকে।

সম্পর্কটা খুব দ্রুত একটা অন্য মাত্রায় পৌঁছাল। সেটা শুধু আর বুদ্ধিবৃত্তিক আদান-প্রদান রইল না। এক বর্ষণমুখর সন্ধ্যায়, যখন কলকাতা শহরটা জলে ডুবে একাকার, অয়নের পঁয়ত্রিশ তলার ফ্ল্যাটে প্রথমবার তারা কাছাকাছি এল।

শরীর আর মনের এক অদ্ভুত রাসায়নিক বিক্রিয়া। অয়নের এর আগে অনেক নারীসঙ্গ হয়েছে, কিন্তু ইরার স্পর্শ ছিল অন্যরকম। তাতে কোনো সস্তা প্রলোভন ছিল না, ছিল এক আদিম, বন্য আত্মসমর্পণ। জানলার কাচে তখন বৃষ্টির ঝাপটা, শহরের নিয়ন আলোগুলো জলের ফোঁটায় ভেঙে চৌচির। ঘরের ভেতরের আধো অন্ধকারে ইরার শাড়ি খসে পড়ল মেঝেতে। অয়ন যেন এক নতুন পৃথিবী আবিষ্কার করল। ইরার শরীরের প্রতিটি খাঁজে, প্রতিটি বাঁকে সে খুঁজে পেল এক নতুন পাণ্ডুলিপি।

সেই রাতের আদর ছিল কবিতার মতো গভীর, আর আগ্নেয়গিরির মতো উত্তপ্ত। অয়ন ইরার ঘাড়ের কাছে মুখ ডুবিয়ে ফিসফিস করে বলেছিল, 'তুমি আমাকে পাগল করে দেবে ইরা।'

ইরা অয়নের চুলে আঙুল চালাতে চালাতে হেসেছিল, 'পাগল তো তুমি এমনিতেই। আমি শুধু তোমার পাগলামিটাকে একটা ভাষা দিচ্ছি।'

সেক্স তাদের কাছে হয়ে উঠল এক শিল্পের মতো। শুধু মাংসপেশির ঘর্ষণ নয়, দুটো আত্মার সম্পূর্ণ মিশে যাওয়া। তারা যখন একে অপরের শরীরে ডুবে যেত, তখন বাইরের পৃথিবী, টলিউডের গ্ল্যামার, বক্স-অফিসের হিসেবনিকেশ;সব মিথ্যে হয়ে যেত। ইরার শরীরের বুনো গন্ধে অয়ন খুঁজে পেত তার মনের সেই চিরস্থায়ী ক্ষিদের সাময়িক নিবৃত্তি। তারা ঘন্টার পর ঘন্টা বিছানায় শুয়ে শুধু সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে কথা বলত। ফেলিনি, গদার, ঋত্বিক ঘটক থেকে শুরু করে জীবনানন্দ দাশের কবিতা, আর মানুষের অস্তিত্বের সংকট।

'প্রেম আসলে কী জানো অয়ন?' ইরা একদিন বলেছিল, তার মাথাটা অয়নের বুকে রাখা, 'প্রেম হলো একটা আয়না। যেখানে আমরা নিজেদের সবচেয়ে নগ্ন, সবচেয়ে ভঙ্গুর সত্তাটাকে দেখতে পাই। তুমি যখন আমার দিকে তাকাও, আমি আমার ভেতরের সব ক্ষতগুলো দেখতে পাই, আবার সেই ক্ষতগুলো সেরে যাওয়ার আরামটাও অনুভব করি।'

অয়ন ইরার কপালে চুমু খেয়ে বলেছিল, 'আর আমার মনে হয়, প্রেম হলো এমন একটা স্ক্রিপ্ট, যার ক্লাইম্যাক্স আমরা কেউ জানি না, কিন্তু তবুও অভিনয় করে যাই।'

কিন্তু বাস্তব বড় কঠিন পরিচালক। তার স্ক্রিপ্টে কোনো ফ্যান্টাসির জায়গা নেই।

> বাইপাসের ধারের বহুতলের পঁয়ত্রিশ তলার অ্যাপার্টমেন্টে বসে যখন সে দামি সিঙ্গল মল্টে চুমুক দেয়, তখন নিচে কলকাতার ছড়িয়ে থাকা নিয়ন আলো গুলোকে তার জোনাকির মৃতদেহের মতো মনে হয়। এত সাফল্য, এত গ্ল্যামার, এত শরীরী উষ্ণতার অফার;তবুও কোথাও একটা খচখচানি। শরীর হয়তো তৃপ্ত হয় কোনো এক প্রিমিয়ার পার্টির পর বিলাসবহুল হোটেলের নরম বিছানায়, কোনো এক সাময়িক সঙ্গিনীর উষ্ণতায়। কিন্তু মন? মন তো সেই অতৃপ্তই থেকে যায়। সে যেন এক অনন্ত অন্ধকারের ব্ল্যাকহোল, যা কেবলই গ্রাস করতে চায়, অথচ ভরে না। এই অনন্ত শূন্যতার মাঝেই ইরার আগমন। ইরা কোনো সিনেমার নায়িকা নয়। সে থিয়েটার করে, স্ক্রিপ্ট লেখে, আর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক সাহিত্যে স্নাতকোত্তর করে এক অদ্ভুত বোহেমিয়ান জীবন কাটায়। পরনে বেশিরভাগ সময় একরঙা তাঁতের শাড়ি, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, আর ব্যাগে সবসময় একটা আধপড়া বই আর একটা ডায়েরি। অয়নের সাথে তার আলাপ হয়েছিল একটা কফি শপে, অয়নেরই এক বুদ্ধিজীবী বন্ধুর মাধ্যমে।

অয়নের উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাকে চুপ করে বসে থাকতে দিল না। তার কাছে অফার এল মুম্বাইয়ের এক বিশাল প্রোডাকশন হাউস থেকে। প্যান-ইন্ডিয়া ছবি। বাজেট আকাশছোঁয়া। লিড রোলে বলিউডের প্রথম সারির এক নায়িকা, যার সাথে অয়নের নাম জড়িয়ে ইতিমধ্যেই পিআর টিম গসিপ ছড়াতে শুরু করেছে। ছবির হাইপ বাড়ানোর জন্য এটা খুব দরকারি।

অয়ন প্রথমে ভেবেছিল ইরাকে বোঝাতে পারবে। কিন্তু ইরা তো সাধারণ মেয়ে নয়। সে আপস করতে শেখেনি।

একদিন সন্ধ্যায় ইরার ফ্ল্যাটে বসে অয়ন যখন তাকে মুম্বাই প্রজেক্টের কথা বলছিল, ইরার মুখটা শক্ত হয়ে গেল।

'তার মানে, তুমি তোমার ছবির প্রোমোশনের জন্য একটা মিথ্যে প্রেমের নাটক করবে?' ইরার গলায় বরফের মতো ঠান্ডা স্বর।

'আরে, এটা তো জাস্ট শো-বিজ! পিআর স্ট্র্যাটেজি। তুমি তো জানো আমি তোমাকে কতটা ভালোবাসি।' অয়ন বোঝানোর চেষ্টা করল।

'ভালোবাসা? তুমি ভালোবাসার সংজ্ঞা জানো অয়ন?' ইরা উঠে দাঁড়াল, 'তুমি আসলে একটা খোলস। তোমার ভেতরে যে শিল্পীটা ছিল, তাকে তুমি বক্স-অফিসের কাছে বিক্রি করে দিয়েছ। আর এখন নিজের ব্যক্তিসত্তাকেও বিক্রি করতে চাইছ।'

'তুমি রিয়্যালিটিটা বুঝতে চাইছ না ইরা! এখানে টিকে থাকতে গেলে এই খেলাগুলো খেলতে হয়।' অয়নের গলাতেও এবার বিরক্তির সুর।

'না, আমি বুঝতে চাইছি না। যে পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্য নিজেকে রোজ একটু একটু করে খুন করতে হয়, সেই পৃথিবীতে আমি থাকতে চাই না।' ইরার চোখে জল, কিন্তু গলার স্বর কাঁপে নি। 'তুমি শরীর বিক্রি করোনি অয়ন, তুমি তোমার সত্তা বিক্রি করেছ। আর সত্তাহীন কোনো মানুষের সাথে আমি শুতে পারি না, তাকে ভালোবাসতেও পারি না।'

সেই রাতেই তাদের বিচ্ছেদ হলো। কোনো চিৎকার চেঁচামেচি ছাড়াই, খুব শান্তভাবে। অয়ন যখন ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে আসছিল, তার মনে হচ্ছিল তার বুকের ভেতর থেকে কেউ যেন হৃৎপিণ্ডটা খুবলে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, তার ইগো তাকে ফিরে তাকাতে দিল না।

পরের দুটো বছর অয়নের জীবনে ছিল ঝড়ের মতো। তার মুম্বাইয়ের ছবি সুপারহিট হলো। সে জাতীয় স্তরে পরিচিতি পেল। টাকা, খ্যাতি, পুরস্কার;সব এসে লুটোল তার পায়ের কাছে। বলিউডের সেই নায়িকার সাথে তার 'সম্পর্ক' নিয়ে মিডিয়া রোজ নতুন গল্প ফাঁদল। অয়নও সেই স্রোতে গা ভাসাল। পার্টি, প্রিমিয়ার, শ্যাম্পেন আর একের পর এক নারীশরীর।

শরীর তার ক্ষিদে মিটিয়ে নিচ্ছিল। কিন্তু মন?

মাঝরাতে যখন দামি হোটেলের স্যুইটে অয়ন একা জেগে থাকত, তার মনে পড়ত লেক গার্ডেন্সের সেই একচিলতে বারান্দার কথা। ইরার কফির গন্ধ, তার শরীরে লেপ্টে থাকা সেই চন্দন আর পুরনো বইয়ের ঘ্রাণ। অয়ন বুঝতে পারল, সে আসলে কত বড় একটা ভুল করেছে। সে গোটা দুনিয়া জয় করেছে ঠিকই, কিন্তু নিজের কাছে নিজে হেরে গেছে।

একদিন কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে গেস্ট অফ অনার হিসেবে এসেছে অয়ন। নন্দন চত্বর লোকে লোকারণ্য। অয়ন যখন তার সিকিউরিটি গার্ডদের ঘেরাটোপে অডিটোরিয়ামের দিকে এগোচ্ছে, হঠাৎ তার চোখ আটকে গেল।

ভিড়ের মধ্যে একটা মুখ। সেই একরঙা শাড়ি, মোটা ফ্রেমের চশমা। ইরা।

ইরার পাশে দাঁড়িয়ে আছে এক যুবক, কাঁধে ঝোলা ব্যাগ, চোখেমুখে একটা অদ্ভুত তৃপ্তি। তারা একটা লিটল ম্যাগাজিনের স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে হাসাহাসি করছে। অয়নের বুকের ভেতরটা ছ্যাঁত করে উঠল। সময় যেন থমকে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্য।

অয়ন দাঁড়িয়ে পড়ল। সে চাইল একবার অন্তত এগিয়ে গিয়ে কথা বলতে। একবার বলতে, 'আমি খুব একা ইরা। আমার এই সাফল্যের প্রাসাদে দমবন্ধ হয়ে আসে।'

কিন্তু সে পারল না। তার চারপাশের ফ্ল্যাশবাল্ব, ভক্তদের চিৎকার তাকে মনে করিয়ে দিল তার বর্তমান পরিচয়। সে এখন আর শুধু 'অয়ন' নেই, সে 'সুপারস্টার ডিরেক্টর অয়ন'। এই দুটো জগতের মধ্যে এখন যোজন যোজন দূরত্ব।

ইরা একবার মুখ ঘুরিয়ে তাকাল অয়নের দিকে। চোখাচুখি হলো দুজনের। ইরার চোখে কোনো রাগ ছিল না, কোনো অভিমানও ছিল না। ছিল একটা অদ্ভুত প্রশান্তি, আর এক চিলতে করুণা। সে হালকা একটু হাসল অয়নের দিকে তাকিয়ে, তারপর যুবকটির হাত ধরে ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

অয়ন দাঁড়িয়ে রইল স্তব্ধ হয়ে। চারপাশের কোলাহল তার কানে ঢুকছিল না। সে বুঝতে পারল, তার ভেতরের মন নামক রাক্ষসটা আজ আবার নতুন করে ডুকরে কেঁদে উঠেছে। এই ক্ষিদে আর কোনোদিন মিটবে না। কোনো সাফল্য, কোনো নারীশরীর এই শূন্যস্থান পূরণ করতে পারবে না।

শরীর এক বিচিত্র জিনিস, তার যখন তখন ক্ষিদে পায়, আর সে ক্ষিদে মিটেও যায়। কিন্তু মন? তার ক্ষিদে যে কখনো মেটে না। সে অনন্তকাল ধরে শুধু হাতড়ে বেড়ায় সেই একটা স্পর্শ, সেই একটা গন্ধ; যা সে নিজেই একদিন অবহেলায় ছুড়ে ফেলেছিল বাস্তব আর উচ্চাকাঙ্ক্ষার চোরাবালিতে।

শীতের সন্ধ্যার কলকাতা তখন মায়াবী হয়ে উঠছে। ভিক্টোরিয়ার দিক থেকে ভেসে আসা একটা ঠান্ডা হাওয়া অয়নের চোখ দুটোকে জুড়িয়ে দিল। সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার হাঁটতে শুরু করল লাল গালিচার ওপর দিয়ে;তার আলো-ঝলমলে, নিঃসঙ্গ, মিথ্যে পৃথিবীর দিকে। আর তার ছায়াটা পড়ে রইল নন্দনের সেই ভিড়ে, যেখানে একটা সত্যিকারের ভালোবাসা হারিয়ে গেল চিরকালের মতো।

রাজকীয় অতীতের হাতছানি
কোচবিহার রাজবাড়ি

গৌরব সেন

থমণ

উত্তরবঙ্গের পথে বেরিয়ে যদি ইতিহাসের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে থাকে, তাহলে কোচবিহার শহর আপনাকে নিরাশ করবে না। আর সেই ইতিহাসের সবচেয়ে উজ্জ্বল ঠিকানা কোচবিহার রাজবাড়ি। শহরের ব্যস্ততা পেরিয়ে রাজবাড়ির সামনে দাঁড়াতেই মনে হয়, সময় যেন আচমকা কয়েকশো বছর পিছিয়ে গেল।

লাল ইটের বিশাল প্রাসাদ, চারপাশের খোলা আকাশ আর স্থাপত্যের রাজকীয় আভিজাত্য প্রথম দর্শনেই চোখ আটকে যায়। দূর থেকে রাজবাড়ির গম্বুজ ও সুউচ্চ কাঠামো দেখলে ইউরোপীয় কোনও রাজপ্রাসাদের কথা মনে পড়তে পারে। অথচ এই প্রাসাদের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কোচবিহারের রাজপরিবারের দীর্ঘ ইতিহাস। ঊনবিংশ শতকে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের আমলে নির্মিত এই প্রাসাদ ইতালীয় রেনেসাঁস স্থাপত্যের প্রভাব বহন করে। বিশাল কেন্দ্রীয় গম্বুজ, খিলান, স্তম্ভ এবং দীর্ঘ করিডর সব মিলিয়ে স্থাপত্যে এক অনন্য বৈচিত্র্য। রাজবাড়ির ভিতরে হাঁটতে হাঁটতে মনে হয়, এই পথ দিয়েই হয়তো একদিন রাজপরিবারের সদস্যরা হেঁটে যেতেন, কোথাও বসত সভা, কোথাও চলত রাজকার্যের আলোচনা। দোতলা ইটের তৈরি এই প্রাসাদের সবচেয়ে নজরকাড়া অংশ তার বিশাল গম্বুজ-সহ দরবার হল। সারি সারি স্তম্ভ, খিলানযুক্ত বারান্দা এবং প্রশস্ত অভ্যন্তরীণ পরিসর প্রাসাদটির রাজকীয় চরিত্রকে আরও স্পষ্ট করে। একসময় এখানে ছিল শয়নকক্ষ, ভোজনকক্ষ, লাইব্রেরি, বিলিয়ার্ড রুম, নাচের হল এবং তোষাখানার মতো বিভিন্ন অংশ।রাজবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেই তার সৌন্দর্য আরও ভালোভাবে বোঝা যায়। পর্যটকদের ক্যামেরার ক্লিক, চারপাশের সবুজ আর প্রাসাদের গম্ভীর উপস্থিতি-সব মিলিয়ে তৈরি হয় এক অন্যরকম পরিবেশ। ইতিহাসপ্রেমী না হলেও এই স্থাপত্যের সামনে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই।

রাজবাড়ির বর্তমান প্রাসাদের ইতিহাস মূলত মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের শাসনকালের সঙ্গে জড়িত। অল্প বয়সে সিংহাসনে বসা নৃপেন্দ্রনারায়ণের শাসনকালে কোচবিহারে প্রশাসনিক ও নগর-পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ শুরু হয়। ১৮৭৮ সালে তাঁর সঙ্গে কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা সুনীতি দেবীর বিবাহও কোচবিহারের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই সময় রাজপরিবারের জীবনযাত্রা ও প্রশাসনে পাশ্চাত্য প্রভাব আরও দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।এই পরিবর্তনের আবহেই তৈরি হয় বর্তমান রাজপ্রাসাদ। ১৮৮৭ সালে নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়। প্রাসাদটির স্থাপত্যে ইউরোপীয়, বিশেষত ইতালীয় রেনেসাঁসের প্রভাব স্পষ্ট।

তবে কোচবিহার ভ্রমণ শুধু রাজবাড়ি দেখেই শেষ করার নয়। শহরের অলিগলি, পুরনো স্থাপত্য, মন্দির এবং রাজপরিবারের স্মৃতিবিজড়িত নানা স্থান ঘুরে দেখলে বোঝা যায়, কোচবিহারের ইতিহাস কতটা বিস্তৃত। রাজবাড়িকে কেন্দ্র করে শহরের অতীত যেন এখনও নিঃশব্দে বেঁচে রয়েছে।

সকালটা শুরু করুন রাজবাড়ি দিয়ে। প্রাসাদ ঘুরে সময় নিয়ে স্থাপত্য দেখুন। প্রাসাদের একটি অংশে বর্তমানে সংগ্রহশালাও রয়েছে, যেখানে রাজপরিবারের ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী, ছবি ও ঐতিহাসিক নিদর্শন দেখা যায়।এরপর চলে যেতে পারেন মদনমোহন মন্দিরে। শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এই মন্দিরের সঙ্গে কোচবিহারের রাজপরিবারের ইতিহাসও জড়িয়ে আছে। তারপর হাঁটতে হাঁটতে সাগরদিঘির চারপাশ ঘুরে দেখতে পারেন। শীতকালে এখানে পরিযায়ী পাখিও দেখা যায়। সময় হাতে থাকলে বিকেলে স্থানীয় বাজার ঘুরে

উত্তরবঙ্গের স্বাদ নিতে পারেন। আর যদি একদিনের বদলে দুদিন সময় থাকে, তাহলে প্রায় ৩৭ কিলোমিটার দূরের রসিক বিল রাখা যায় তালিকায়। জলাভূমি, সবুজ বন এবং পরিযায়ী পাখির জন্য জায়গাটি বিশেষ আকর্ষণীয়, শীতকালে পাখি দেখার সুযোগও বেশি।

কোচবিহার শহরে বিভিন্ন বাজেটের হোটেল ও থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। রাজবাড়ি ও শহরের কেন্দ্রের কাছাকাছি থাকলে স্থানীয় দর্শনীয় স্থান ঘোরা সহজ হয়। বাজেট অনুযায়ী আগে থেকে অনলাইনে হোটেল বুক করে যাওয়াই সুবিধাজনক। অক্টোবর থেকে মার্চ কোচবিহার ঘোরার জন্য আরামদায়ক সময়। শীতকালে আবহাওয়া মনোরম থাকে এবং রসিক বিলের মতো জায়গায় পরিযায়ী পাখি দেখার সম্ভাবনাও বাড়ে। কলকাতা থেকে ট্রেনে কোচবিহার যাওয়া সবচেয়ে সুবিধাজনক। নিউ কোচবিহার স্টেশন শহর থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে এবং দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহরের সঙ্গে রেলপথে যুক্ত। স্টেশন থেকে টোটো, অটো বা গাড়িতে সহজেই শহরে পৌঁছনো যায়। সড়কপথেও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন শহর থেকে কোচবিহারে বাস ও গাড়ি পাওয়া যায়।এছাড়া বিমানপথে বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকেও সড়কপথে আসা যায়।